অমর ধাম

প্রথম স্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

চরণপদ্ম চুরি

উল্টাডিঙ্গির বাগানে একদা শনিবার রাত্রিশেষে বাবুদের মজলিস্ ভাঙ্গার পর মেয়েছেলে সওয়ারী লইয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী কলিকাতার কোন নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে গিয়াছিল। গাড়ীতে কনকপ্রভা নাম্নী এক অসামান্যা সুন্দরী ষোড়শী নর্ত্তকী সঙ্গিনীসহ গিয়াছিল। যাইবার সময় গাড়ীতে নর্ত্তকীর চরণপদ্ম চুরি যায়, তাই

আনন্দ ধাম।

প্রাতঃকালে গাড়ী হইতে বুড়ীর সহিত কোচম্যান লইয়া অনেক ও বিষম গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। গাড়ীতে গহনা পাওয়া যায় নাই।

গাড়ীতে ছিল এক ভদ্রলোকের বওয়াটে ছেলে। শেষে সেই ভদ্রলোকের ছেলের উপর চুরির চাপ পড়ে। নাম অমর কুমার। বয়স সতের আঠার হইবে। বাপ্ বর্ত্তমান, মা নাই, বিবাহ হইয়াছে, শ্বশুর নাই, শাশুড়ী আছেন। পিতৃগৃহে বিমাতার সংসার, কাজেই উপযুক্তরূপ লালন পালনের অভাবে ও উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে যুবক নিতান্ত অল্প বয়সে কলিকাতার বাবু দলে মিশিয়া যায়। মিশিবার পক্ষে তার দুটি বিশেষ গুণ ছিল। তার স্বাভাবিক জগৎ মাতান কণ্ঠস্বর, সে স্বরে মজেনা এমন লোক নাই। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি পরিচিত, কি পথের পথিক, সর্ব্বজনের কর্ণে তাহার সে স্বর লহরী চেতনা সম্পাদন করিত। তাহার সে শক্তি কেবল সঙ্গীত শক্তি নহে। সে স্বর-ঝঙ্কারের পশ্চাতে যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করিত। তাহার সেই অসামান্য সম্পদ, তাহাকে কলিকাতার শ্রী-সম্পদ-সম্পন্ন বাবুদের বাগান বিহারে মানাইত ভাল. তাই অমর কুমারকে বাগ্ বাজারে ও সভা বাজারে, কলুটোলায় ও পাথুরিয়া ঘাটায় এবং পাইক পাড়ায়, সৌখিন বাবুদের বৈঠকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত। বাবুদের মজলিস্ না জমিলে, অনেক সময় বড় বড় জুড়ী গাড়ী ঐ বালককে আনিতে যাইত। আর বাগানে যাইতে হইলে, অমর কুমারের উপস্থিতি অনিবার্য্য। এই ভাবে এই যুবকের কিশোর কালের

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্প কয়েক বৎসর বিদ্যালয়ের পলাতক ছাত্র হইয়া সময় ক্ষয় করিতে করিতে বালক কলিকাতার বাবুদলে মিশিল ও প্রায় সকল বিত্তশালী বাবুদের নধরকান্তি বংশধরদের "মাই ডিয়ার" হইয়া দাঁড়াইল। অমর কুমারের সঙ্গীত সুধা সম্ভোগের জন্য সময়ে সময়ে কর্ত্তারাও তাহাকে আনাইয়া থাকেন।

যুবকের দ্বিতীয় গুণ এই যে সে শ্রমশীল, কর্ম্মপ্রিয়, সেইজন্য যখন যাহার যেরূপ কাজের প্রয়োজন হউক না কেন, সে তাহা স্বেচ্ছায় ও আনন্দে সম্পন্ন করিয়া থাকে। তাই অনেক সময় বাগান পার্টি করিতে হইলে অমর কুমারেরের খোঁজ পড়ে। দশজন বাগানে গেলে, বিশজনের খাবার আয়োজন করিতে হয়; পোলাও কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, চপ্ কাট্‌লেট্ প্রস্তুত করিতে হইলে, জ্যাম জেভিলের প্রয়োজন হইলে, যে সকল মশ্‌লার প্রয়োজন, যেরূপ ভাবে সেগুলি তৈয়ারী করিতে হয়, তাহা সে জানে; সে সকল কাজের পর্য্যবেক্ষণেও সে খুব মজবুত, আর বাবুদের আমোদ উৎপাদনে যত অসম্ভব কাজ, সেগুলিও সে সহজে যোগাড় করিয়া দিতে পারে। ভদ্র সন্তানদের নিষিদ্ধ স্থান সকলেও বাবুদের সেবার খাতিরে, তাঁহাদের প্রীতি বৃদ্ধির জন্য তাহার গতি অবারিত। সে সকল স্থান তাহার সুপরিচিত। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়েও, সে, সে সকল সরঞ্জাম একত্র করিয়া দিয়া কত দিন কত ধনী সন্তানের তৃপ্তি বৃদ্ধি করিয়াছে; এই দুই গুণে অমর কুমার কলিকাতার ধনী সন্তানদের চির আদরের পাত্র। তাহাকে ভালবাসে না এমন ধনী সন্তান

কলিকাতার নাই। সংলেই সর্ব্বদা তাহাকে "মাই ডিয়ার" বলিয়া আদর করিয়া নিজেদের তৃপ্তি ও তাহার প্রীতি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

অমর কুমার ভদ্র সন্তান, দেখিতে সুপুরুষ নহে, কিন্তু কুৎসিত ও নহে। তাহার সুগঠিত সবল দেহ সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষম ও সুস্থ। অসুখ কাহাকে বলে সে জানে না। অঙ্গভঙ্গী ও কথার ভাসুব অন্যের নিকট প্রীতিপদ, তাই সকলে তাহাকে ভালবাসে। সে গৌরবর্ণ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সে মসীবর্ণও নহে, সে তাহার সময়ের পরিচিতগণের মধ্যে সিংহসৌন্দর্য্যে চারিদিক আলোকিত করিতে না পারিলেও, সে মিত্রপালের দলেও পড়ে না, তাহাতে এমন কিছু ছিল, যে তাহাকে দেখিলেই ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইত, তাহার সহিত পরিচিত হইলে, তাহাকে ছাড়া কঠিন হইত। তাহার সেই চলতি রকমের দেহটী লাবণ্যে ঢলঢল করিত, তাহার পূর্ণপুষ্ট দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার মুখমণ্ডল, আর সেই মুখের শোভা তাহার আকর্ণপ্রসারিত কমলসুন্দর লোচনদ্বয়ে প্রকাশ পাইত। সে প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে যেদিকে তাকাইত, সে সেই দিকটাই জয় করিত।

অমর কুমারের পিতা গোবিন্দচন্দ্র বসু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। বাড়ী হুগলি জেলার অন্তর্গত সরস্বতী তীরের মালঞ্চ গ্রামে। সেখানে সেকালের মত কিছু বিত্তসম্পত্তি ও একখানি পাকা দোমহল দোতালা বাড়ী আছে। অমর কুমারের মা প্রায় আঠার বৎসর পূর্ব্বে, ঐ শ্বশুরালয়ে, সূতিকাগারে, ঐ পুত্র প্রসবান্তে, সংসারসুখে

জলাঞ্জলি দিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। গোবিন্দবাবুর এক বিধবা ভগ্নী সেই সময়ে ঐ মা-মরা ছেলের লালন পালনভার গ্রহণ করিয়া ধন্য, হইয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, দারান্তর গ্রহণ না করিয়া, বিধবা ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে একযোগে পুত্রটার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিলেন। পরে শিশু যখন পঞ্চম-বর্ষে পদার্পণ করিল, তখন শ্যামাসুন্দরীর অসঙ্গত পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া গোবিন্দবাবু পুনরায় দারান্তর গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পত্নীর অনুরোধে বাধ্য হইয়া ভদ্রাসন ত্যাগ ও বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন।

গোবিন্দবাবুর নবীনাপত্নীর পিতামাতা কলিকাতার বাস করেন। দুই তিন পুরুষ কলিকাতায় আছেন। তাঁহারা সহরে লোক, পল্লীগ্রামের সে পাকা দোতালা দোমহল বাড়ী, পূজারদালান, বাগান, বাগানের ফলপাকড়, তরীতরকারী, পুকুর, পুকুরের মাছ, চাসের ধান, গোয়ালেগরু, গরুরদুধ, এ সকল সুখ নবীনাপত্নীর পিতামাতার ভাল লাগে নাই, তাই কন্যাকে পরামর্শ দিয়া, কন্যাজামাতাকে কলিকাতায় আনাইলেন। তাঁহারাও ভাবিতেন, কলিকাতায় সুখ ও আরাম বেশী। গোবিন্দবাবু ও তাঁহার ভগ্নীর গৃহত্যাগে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সে বাড়ীর সুখসম্পদ কলিকাতার অনেক বড় লোকের ভাগ্যেও ঘটেনা, গোবিন্দবাবু ও শ্যামাসুন্দরী তাহা বুঝিতেন, নূতন বৌ মাতৃস্নেহের আকর্ষণে তাহা বুঝিলেন না। নবীনাভার্য্যার সেই নূতন ভালবাসার টানে গোবিন্দবাবু ভুল করিয়া পুত্র ও ভগ্নীসহ সহরে বাস করিতে আসিলেন।* শ্যামাসুন্দরী অল্পদিন পরে সরল ও

সহজ স্বভাবসম্পন্ন বিদ্যারত্নের বালক অষ্টমবর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাতৃহীন করিয়া গঙ্গালাভ করিলেন।

অমরকুমার দ্বিতীয় বার মাতৃহীন হইল। এবার সে মায়ের মমতা বুঝিল। শেষমুহূর্ত্তে পিতৃষ্বসার মুখে গঙ্গাজল দিতে দিতে মাতৃ-বিয়োগের মর্ম্মবেদনা উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিল। বালক ভূমিতে লুটাইয়া সরবে রোদন করিতে লাগিল। মা না থাকায় শিশুর সংসার যে অন্ধকার হয়, তাহা সে বুঝিল। এক কথায় সে বুঝিতে পারিল, সংসারে তাহাকে আমার বলিবার কেহ রহিল না। গোবিন্দবাবুর নবীনাগৃহিণীর ক্রোড় নবকুমারে সুশোভিত, তিনি তাঁহার নিজ-পুত্রের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। অমরকুমারের লেখাপড়া, স্নানাহার, পরণপরিচ্ছদ, শোয়াবসা, খেলাধূলা, অসুখবিসুখ, কোন বিষয়েই দৃষ্টি রাখিবার অবসর বিমাতার ভাগ্যে ঘটিলনা। কলিকাতায় চারিবৎসর বাস করিতে না করিতে গোবিন্দবাবুর নবীনাগৃহিণী দুইটি পুত্রলাভ করিয়াছেন, সম্মুখে সংখ্যাবৃদ্ধির সম্ভাবনা। লোকা-ভাবে তাঁহারই পরিচর্য্যা হইতেছে না। গোবিন্দবাবু শ্বশুরের সাহায্যে এক সওদাগরি আপিসে একশত টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। এখানকার বাসাবাড়ীতে তাঁহার অনেক দাসদাসী রাখিবারও শক্তি নাই। কাজেই অমরকুমারকে নয়বৎসর বয়স হইতে নিজের কর্ত্তা সাজিয়া নিজের কাজগুলি করিতে হইত। তাই কিয়ৎপরিমাণে সে অরক্ষিত ও ক্রমে আলাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

আরও তিন বৎসর এইভাবে কাটিয়া যায়, এমনসময় গোবিন্দবাবু এই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের মতিগতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে শাসনে

রাখিবার জন্য এবং সংসারের কাজে তাহাকে মনোযোগী করিবার আশায় তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিবার মানস করিলেন। তিনি বসুবংশীয় মুখ্যকুলীন। পুত্রের বিবাহে সমান কুলীনের ঘর চাই, তাতে কিছু অর্থব্যয় হইয়া থাকে, তখনও বরের বাজার এখনকার মত গরম হয়ে উঠে নাই। কুলরক্ষা করিবার পূর্ব্বেই বালক অধিক বিগড়াইয়া উঠিলে, কুলরক্ষাও দায় হইয়া পড়িবে, তাই এক কুলীন দরিদ্রসংসারে একটি সুবিধামত সমানপরিচয়ের পাত্রী পাইয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। মেয়েটি ছয়বৎসর পার হইয়া সাতবৎসরে পা দিয়াছে। দেখিতে শুনিতেও মন্দ নহে। মেয়ের বাপ নাই, মা আছেন, একটি বড় ভাই ও পাত্রীর দুইবৎসরের বড় একবালিকা বিধবা বোন। ছেলেটী দেখিতে কার্ত্তিকের মত, নামও কার্ত্তিক। কন্যাদের জ্যেষ্ঠা বিধবা কন্যার নাম লক্ষ্মী ও কনিষ্ঠার নাম সরস্বতী। ভাইটি কলিকাতার পুলিসে রাইটার কনষ্টেবল, বেতন দশটাকা। পরে ভাল হইবে এই আশায় ভদ্রলোকের ছেলে ঐ সামান্য বেতনে কাজ করে।

এই অবস্থায় বর্দ্ধিত ও স্থিত অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক অমরকুমারের সহিত পাঠকের পরিচয় হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদালতের বিচারে

রবিবার অপরাহ্নে পুলিশের অনুসন্ধানে পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর গোষ্ঠীর শাখা বিশেষের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইবার সময়ে অমর কুমার পুলিশের হাতে পড়িল। পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মানিকতলার থানায় আনিল। সেখানে তাহার জমানবন্দী লইয়া তাহাকে একেবারে আলিপুরের হাজতঘরে পাঠাইয়া দিল। সে বেচারা সে রাত্রির জন্য ফটকে আটক রহিল।

অমরকুমারের এরূপ বিপদ বার্ত্তায় তাহার বন্ধু মণ্ডলে বৈঠকে বৈঠকে টেলিফোণের সংবাদের মত প্রচারিত হইল। নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, গোপেন্দ্র, ফণীমোহন, কিশোরমোহন, কালীমোহন, কুঞ্জলাল, পান্নালাল, প্রিয়লাল, ভগবতীপ্রসন্ন, সতীপ্রসন্ন, রমাপ্রসন্ন. প্রভৃতি বহুমান্যগণ্য ব্যক্তির মজলিসে সন্ধ্যার সময়ে অমরকুমারের কুকীর্ত্তির রটনা হইল। সকলেই একবাক্যে, তাহাকে গরীবের ছেলে বলে, চোর স্থির করিয়া আপন আপন মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। বাবুদের উমেদার ও মোসাহেবেরা এক এক পাত্র সুরার জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল "মহাশয়! বেটা যেন বর্ণচোরা আঁব। খেতে মিষ্টি

কিন্তু আঁটিতে টক্, তাই অমন দশা, এটাত বনেদি ঘর নয়, স্বভাবে মিষ্টি কেমন করে হবে? একি আমাদের বাবু? আজ ছয় পুরুষ ধরে বড় মানুষী করেও সমান চলিয়া যাইতেছে। সে বেটা কাকের বাচ্ছা, এসব সোণার চাঁদ ময়ূরের দলে মিশিতে এল কি বলে? আর দেখুন বাবু! আপনাদেরও না জেনে শুনে ঐরকম লোকের সঙ্গ করা ভাল নয়। দেখুন দেখি, কাল যখন ঐ মামলার বিচার হবে, তখন আদালতে ফণির নামের সঙ্গে আমাদের মাখনবাবুর নাম জোড়াসাঁকোর বিহরীবাবুর নাম, সবাজারের আদাহোলার নাম প্রচার হবে, এটাকি আর সহ্য হয়? এত অপমান অসহ্য।" সকলেই ট্যারা বাবুর টিট্‌কিরিতে খুসী হয়ে বলিল বেশ বলেছ বাচ্ছু, মা মনসার,—খুড়ি মা ষষ্ঠীর কৃপায় বেঁচে থাক, তুমি না হলে বলে কে? আর এক গেলাস নেবে?" এইভাবে বৈঠকে বৈঠকে অমরকুমারের অমর নাম যাত্রার রারপ্রকাশ হইতে হইতে সন্ধ্যার রাত্রি গভীর রজনীতে পরিণত হইল।

অনাহারে বহুক্লেশে অমর কুমারের নিদ্রাহীন রাত্রির মশক সংগ্রামের অবসান হইল। সুপ্রভাতে অমর কুমার হাজত ঘরের লৌহ দ্বারে দিবালোকের দর্শন আশায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক সামান্য বেশধারী যুবা পুরুষ জেলখানার প্রহরীর সঙ্গে অমর কুমারের সম্মুখে দেখা দিল। তাহাকে দেখিয়া অমরকুমার লজ্জায় মস্তক নত করিল। সে বলিল "ভাই! তোমার উদ্ধারের জন্য কাল সমস্ত রাত্রি ছুটাছুটী করিয়াছি, এক দণ্ডও বিশ্রাম করিতে পাই নাই। তোমার এই বিপদের সংবাদ পাইয়া সর্ব্বাগ্রে তোমার দাবার

কাছে গেলুম। তাঁহাকে স কথা খুলিয়া বলায় তিনি রাগে অধীর হইয়া বলিলেন, আমি আর অমন ছেলের মুখ দেখিব না, তাহার উদ্ধারের জন্য এক পয়সাও খরচ করিব না। তাহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিলাম। আমার যে সামান্য কিছু আছে সেগুলি কালই উইল করিয়া বাছাদের জন্য রাখিয়া দিব। আমাকে আর তার কথা বলিও না। তাকে ঐসব বড় লোকদের বাড়ীতে ঘুরিতে শত সহস্রবার মানা করিয়াছি, সে তাহা শুনে নাই। এখন তার প্রাণের ইয়ার পঞ্চাতেলি—স্যাঙাৎরা তাকে রক্ষা করুক গে। আমি আর না. এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে দেখিলাম তাহার অশ্রু গণ্ড অতিক্রম করিয়াছে।" অপমানে ম্রিয়মাণ, তিরস্কারে মর্ম্মাহত, অমর কুমার মানুষের মত মাথা তুলিয়া প্রসন্নমুখে বলিল "বাবা ঠিক বলিয়া-ছেন ভালই করিয়াছেন, তাঁর ত কোন দোষ নাই, আমারই ভাগ্যের দোষ। তুমি যে আমার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করেছ সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন তুমি যাও"। আগন্তুক বলিল "আমি যাইবার আগে একটা কথা জানিয়া যাইতে চাই। প্রকৃত ঘটনা আমাকে বলিবে কি?" তখন অমরকুমার সিক্ত চক্ষে শ্যালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "ভাই! আমি ইহার কিছুই জানি না। গহনা গেল কি না, কেমন ক'রে গেল, কোথায় গেল, কে নিলে, ইহার কিছুই জানি না। ফলাফল যা হবার হো'ক, আমি খাঁটী এবং সেইজন্য নিশ্চিন্ত, আমার কোন দুঃখ বা ক্ষোভ নাই। তুমি বাড়ী যাও, মাকে শান্ত করগে, আমার জন্য ভাবিও না"।

বেলা সাড়ে দশটার সময় অমর কুমার আসামী রূপে আদালতে

আনীত হইল। বেলা এগারটার সময়ে হাকিম আদালত আলো করিয়া বসিলেন। বিচারক আসনে বসিতে না বসিতে কনকপ্রভার ডাক হইল। জমানবন্দীর কাঠগড়ায় তাহার পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে আদালত গৃহ লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। সে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোক বিনম্র ভাবে দাঁড়াইলেও বিচারক ধর্ম্মাবতারের মনে হইল, সে অনেক কাল ধরিয়া অনেক মামলার বিচার তিনি করিলেও, আজ তাঁহার পরম সৌভাগ্য। আজ তাঁহার এজলাস যেন ইন্দ্রালয়ে পরিণত হইল। আজ উর্ব্বশী কি মেনকা, রম্ভা কি তিলোত্তমা স্বপদচ্যুত হইয়া আলিপুরের আদালতে আসিয়া ঘর আলো করিয়াছে। উকীল, মোক্তার, আমলা ও অসংখ্য মামলার পক্ষাপক্ষে ও সাধারণ দর্শকে গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাকিম বিরক্ত হইয়া জনতার হ্রাস করিবার আদেশ জারি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধরাচূড়াধারী বৃন্দাবনবিহারীগণের-পাচন বাড়ীর তাড়নায়, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে, এইভাবে ধাকাধুকি গুতাগাতা খাইয়া কতক লোক বাহিরে দাবাওয়ায় গিয়া দাঁড়াইল। হাকিমপ্রবরের হুকুমে বাদীপক্ষের উকীলবাবু বাদিনীর জমানবন্দী লিপিবদ্ধ করাইলেন। এখানে সে রঙ্গভঙ্গীপূর্ণ উত্তর আলোচনার প্রয়োজন নাই। অপহৃত অলঙ্কারের আকার প্রকার বুঝাইবার জন্য অপর পায়ের অলঙ্কারখানি হাকিমের সম্মুখে ধরিবা মাত্র তিনি সেখানি একবার দেখিতে চাহিলেন। উকীলবাবু বেঞ্চ ক্লার্কের দ্বারা গহনাখানি হাকিমের হাতে দিলেন। বিচারক বাদিনীর চরণ-চুম্বিত কনকালঙ্কার হাতে করিয়া বলিলেন "বাঃ! কি সুন্দর! কারিগরের বাহাদুরী আছে।" পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার মূল্য

কত ?" উত্তর—"সাড়েবারশত টাকা।" "একখানির ?" উত্তর—"হাঁ।" এই একখানির দাম সাড়েবারশত টাকা! "তুমি এ কোথায় পেলে!" কনকপ্রভা বলিল, "আজ্ঞে ময়মনসিংহের কোন রাজদরবারে নাচিতে গিয়া পুরস্কার পাইয়াছিলাম।" উকীলবাবু হাসিতে হাসিতে অতর্কিতভাবে যেমন বলিলেন "হ্যাঁ ব্যাবসা বটে"। হাকিম হাসিয়া বলিলেন "আপনাদের চেয়ে ভাল।" আদালতগৃহ আনন্দকোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল।

ঘোড়ারগাড়ীর গাড়োয়ান্ ও সহিসের সাক্ষ্যদানে এবং বাদিনী ও তদীয় সঙ্গীদের সন্দেহযুক্ত হ্যাঁয়ের জোরে আসামীর তিনমাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। অমরকুমার ছিল স্বাধীন হ'ল বন্দী; ছিল নিরপরাধী ভদ্রসন্তান, হ'ল চোর ডাকাতের দলভুক্ত। কেমন সূক্ষ্ম ও সহজ পথে ভাল মন্দ হয়, সংসারের লোক তাহা দেখিয়াও দেখেনা, অনেক সময়ে দেখেও বুঝেনা, অনেক স্থলে বুঝেও সাবধান হইতে পারেনা। সংসারের স্রোতটা নিত্য নিয়ত এই-ভাবে জনপ্রবাহের উপর দিয়া চলিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গা-গড়ার কাজও—হইতেছে।

আদালতের আদেশ হইবামাত্র পুলিসের লোক আসিয়া অমর কুমারকে লইয়া যায়, তখন অমর কুমার একবার হাকিমের দিকে তাকাইবা মাত্র হাকিম বলিলেন "তুমি কিছু বলিবে" ? উত্তর—"হুজুর! বলিবার কিছুই নাই, তবে ঘোড়া ছুটার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন না ? আপিলের পথ খোলা রইল যে!" আসামীর এইকথা শুনিয়া আদালতগৃহ নিস্তব্ধ, হাকিম গম্ভীরভাবে বলিলেন,

"তুমি বেয়াদব, আদালতের অবমাননা, গুরুতর অপরাধী।" উত্তর—
"হুজুর, আমি অপমান করিলাম! কা'র সাধ্য এ আদালতের অপমান করে, আজ্ঞে ঘোড়ারা জল সাক্ষ্যই দিত"। হাকিম পুনরায় বিচার করিয়া, একশতটাকা জরিমানা দিতে না পারিলে, আর একমাস অতিরিক্ত মেয়াদ হুকুম দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কারাগারে

যখন আদালতের বিচারে অমরকুমারের শ্রীঘর বাসের আদেশ হইল, তখন বেলা আড়াইটা। আদালতের আদেশ সহ আসামীকে পুলিস আলিপুরের জেলখানার দ্বারে উপস্থিত করিবামাত্র অতি ক্ষিপ্রভাবে সকল কাজ শেষ করিয়া তাহাকে এক নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিল। এবং সে সবলদেহ সুন্দর নির্দোষ যুবকের সম্মুখে তাহার স্বাধীনতার উপর লৌহদ্বারের ভীষণ কবাট দুই খানি মিলিত ও বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অধর ধাম।

আজ অমরকুমারের সম্মুখে বিশাল বিশ্ব প্রসারিত থাকিলেও, সে বিশ্ব সংসারের নানা স্থানে নানা সম্বন্ধ সূত্রে তাহার আত্মীয় স্বজন বর্ত্তমান থাকিলেও, আজ তাহাদের কেহই তাহার নহে। আর সে নিজেও তাহাদের কেহ বলিয়া অনুভব করিতে পারিতেছে না। কারণ তাহা হইলে এ দুর্দ্দিনে একটা আদান প্রদানের পরিচয় পাওয়া যাইত। কই সে কাহাকেও ত দেখিতে পাইল না। আর কেহ তাহাকেও ত দেখিল না। সে এখন ভাবিতেছে "জন সমাজ কি এইরূপ?" মানব শিশুর প্রথম জ্ঞানোদয়ে সাধু সজ্জনের উপদেশ বা চার্ব্বাকের চর্ব্বণ, সাংখ্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ, পতঞ্জলির অঞ্জলির প্রয়োজন হইল না। সহসা এই অবস্থা সংঘটের ফলস্বরূপ একাকীত্ব তাহাকে বুঝাইয়া দিল, "জন সমাজ কি এইরূপ"। বহু শতাব্দীর শাস্ত্রগ্রন্থ, জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া স্থির করিয়াছেন, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে, তবুও এই অসংখ্য কোটীজীব শোণিত সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া "আমার আমার" করিয়া মরিতেছে। আজ অমরকুমার শোণিত সম্পর্কেই বল, আর বন্ধু হিসাবেই বল, শাস্ত্র তত্ত্বই সহজে অনুভব করিল। "জন সমাজ কি এই রূপ?" এই শিক্ষার জন্য তাহাকে পুরাণ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ ও জটিল দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইল না, গুরুগৃহেও বাস করিতে হইল না। আদালত গৃহ ও কারাগারের কক্ষ অতি সহজে তাহাকে বুঝাইয়া দিল "এ সংসারে কেহ কাহারও নহে।"

অমর কুমার অল্পক্ষণের মধ্যে বুঝিল সে নিজেই তাহার শত্রু

ও মিত্র। সে আপন বশে থাকিলে কেহ তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারিত না। সে বুঝিল ও অনুভব করিল, তাহার অশাসিত প্রবৃত্তিকুলের তাড়নায়, তাহার যখন যাহা ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তাহাই করিয়াছে। সে পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, সে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ উপেক্ষা করিয়াছে, পুরুষপরম্পরাগত সম্ভ্রান্ত বংশের মর্য্যাদাজ্ঞান সে অবজ্ঞাসহকারে আবর্জ্জনার ন্যায় দূরে রাখিয়া বড়লোকদের বৈঠকে বৈঠকে বেড়াইয়াছে, সুতরাং দোষ তাহার নিজের, সে নিজেই নিজের শত্রু। সে নিজে নিজের সুহৃদ্ হইলে, আজ এই অবস্থায় পড়িতে হইত না।

আজ এই চারিমাস ব্যাপি নূতন জীবনের প্রারম্ভ কালে, অমরকুমার তাহার সম্মুখস্থ লৌহদ্বারের লৌহদণ্ড সকল তত কঠিন ও তত দৃঢ় বলিয়া অনুভব করিল না, অনুভব করিল, তাহার পিতৃ ঔরস ও মাতৃ শোণিত, তাহার পিতৃষ্বসা শ্যামাসুন্দরীর স্নেহ মমতাপূর্ণ লালন পালন জাত তাহার সরল ও কোমলস্বভাব, তাহার বর্ত্তমান অশাসিত প্রকৃতিকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেইটাই তাহার লৌহ কারাগার। সে ইচ্ছা করিলেই যেমন এক কথায় কারাগারের দ্বার খুলিয়া বাহিরের মুক্তবায়ু সেবন করিতে পারে না, সে অনুভব করিল, সে পথ খোলা পাইলে, বাহিরে আসিয়া, সে সংসারের অসজ্জনগণের সঙ্গদোষের ফলে তাহার সর্ব্বজন পরিত্যক্ত আপনাকে লইয়াই বা কি করিত। তাহার হৃদয়ের দ্বারে সে যে লৌহকবাট লাগাইয়াছে, সে কবাট খুলিয়া দিবে কে? তাহার নিজের ও শক্তি নাই।

অমর ধাম।

চিন্তাসূত্রের শেষ ছিদ্রদেবে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ আহার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আহার্য্যের আকার প্রকার, ও আয়োজনের আয়তন দেখিয়া যুবকের চক্ষু আকাশে উঠিল। এতক্ষণ পরে তাহার উত্তর চেতনা হইল, সে বেশ বুঝিতে পারিল, সে কোথায় আসিয়াছে। ছেলেবেলা হইতে লোক মুখে ও খবরের কাগজে ক্যারা কাহিনী অনেক শুনিয়াছে ও পড়িয়াছে, আজ নিজ জীবনের সেই শোনা ও পড়া কথার সাক্ষ্য গ্রহণের সময় উপস্থিত। সে ভাতের ভাপসা গন্ধ, সে ডালের জল ও তরকারীর তাড়নায় শৈশবের মাতৃস্তন্যে তাহার মুখগহ্বর পূর্ণ হইয়া গেল। আহার্য্যের দর্শনে অনাহার তৃপ্তি উপভোগে অমরকুমার দ্বারায় "পরিপূর্ণমানন্দম্" অনুভব করিল। সে বুঝিল সংসারের সকল লোক, সকল লোকের সকল অবস্থা এক নহে, সে বুঝিল জীবনের সকল দিনরাত্রিও সমান নহে। লোকে লোকে যেমন অনেক প্রভেদ, দিনে দিনে ও রেতে রেতেও অনেক প্রভেদ। গত পূর্ব্বপূর্ব্ব রজনীর মহাসমারোহপূর্ণ বাগান পার্টিতে কলিকাতার ধনকুবের দুলালগণের সম্মুখে, তাহাদের নিমন্ত্রিত রঙ্গিণীদের রং তামাসা ও রস সম্ভোগের অবসানে, অমরকুমার যখন নাচিয়া নাচিয়া, তালে তাল দিয়া, তাহার সে বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বরে গাহিয়াছিল "সবে কলির সন্ধ্যা বইত নয়, পরে কি বা হয়," তখন সংসারের যে লোকে সে জীবন ধারণ করিয়াছিল, সে অসার সুন্দর—সে তরলসরল—সে মধুর গরল যে সত্যই বিকারের প্রলাপ মাত্র, আজ সে তাহা বেশ বুঝিতেছে। ইহা বুঝিবার জন্য বর্ণপরিচয়ের প্রয়োজন হইল না, পিতামাতা বা গুরুমহাশয়েরও

আবশুক হইল না। অমর কুমার বেশ বুঝিল "এ কি নিদারুণ ভাগ্য বিপর্য্যয়", তাই দীর্ঘ নিঃশ্বাসভরে পুনরায় বলিল "জন সমাজ কি এইরূপ" ?

আজ তাহার আহারের আরম্ভে অবিরল অশ্রুজল প্রবাহিত হইয়াছিল, আচমনের সঙ্গে সেই জল প্রবাহ বন্ধীভূত হইল। সে বুঝিল "জনসমাজ এইরূপ"। তাহার পর শৌচপ্রথার যেমন নিজে করিতে হয়, বরাতে চলে না, অমর কুমার বুঝিল, ভোজন পাত্র তেমনি নিজে মাজিতে হয়, এখানে বরাতে চলে না। ক্রমে এইরূপ নিজের প্রত্যেক কাজ নিজে করিতে শিখিল। কোন কাজের জন্ত কাহারও অপেক্ষা চলে না। ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি না হইলেই সর্ব্বনাশ, শাসন আছে, দণ্ড আছে, এখানকার শাসনে ও দণ্ডে বিচার আচারের প্রয়োজন হয় না। সকল অনিয়মের মধ্যে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। পরের হুকুম তামিল করাই কারাজীবনের প্রধান ধর্ম্ম। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র ভল্লুকেরও স্বাধীনতা থাকিতে পারে ও আছে, কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ মানুষের সবটাই, মানুষের আদেশ পালন। নিষ্ঠাসহকারে এইরূপ আদেশ পালন করিতে করিতে অমর কুমারের একসপ্তাহ কাটিয়া গেল।

সপ্তাহান্তে সন্ধ্যার সময়ে অমর কুমার অতি বিষণ্ণভাবে বসিয়া বসিয়া একটা গান ধরিল। সে মনের আবেগে গাহিতে লাগিল :—

কিসুখ জীবনে বল, ওহে নাথ দয়াময় হে;
যদি চরণ-সরোজে, পরাণ-মধুপ চিরমগন না রয় হে।

অগণন ধনরাশি, তায় কিবা ফলোদয় হে,
যদি লভিয়ে সে ধনে, প্রেম রতনে যতন না করয় হে।
সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে,
যদি সে চাঁদ-বয়ানে তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে।
কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতি, দেখি আঁধারময় হে,
যদি সে চাঁদ-প্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ নাহি হয় উদয় হে।
সতীর পবিত্র প্রেম, তাও মলিনতাময় হে,
যদি সে প্রেম-কনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে।
তীক্ষ্ণ শিখা ব্যালীসম সতত দংশয় হে,
যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।
কি আর বলিব নাথ, বলিব কি তোমায় হে,
তুমি আমার হৃদয়-রতনমণি আনন্দ নিলয় হে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আবৃত কারাগৃহের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর, সমগ্র দিক যেন সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিল, এক আশ্চর্য্য উচ্ছ্বাসে চোর ডাকাতদের হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া গেল। এক অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-রসে বন্দীগণের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। কারাগারের প্রহরীগণ, পাগল হইয়া গায়কের দিকে ধাবিত হইল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষ সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন, আর কুটীরে কুটীরে আবদ্ধ অপরাধী নিজ কক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া সে সঙ্গীত-সুধা পান করিতে লাগিল। সকলেই মনে করিতেছে, এ নরক-বাসে এ দেববাঞ্ছিত সুধার ধারা কে ঢালে? এ মোহতন্দ্রাজড়িত পাপের ঘন তিমিরে এ স্বর্গের সংবাদ কে আনে? এ নিত্য যাতনাময় জীবনের গভীর

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ও মন বিষাদের মাঝখানে কে এ শান্তির সুধা সেচন করে ? সকলেই মনে করিতেছে এ যমালয়ে দেবলীলা, এ হৃদয় মনমাতান যাদুবিদ্যা কখনই মানুষে সম্ভব নহে, এ অবশ্যই দেবতা। দেবতার দান বলিয়া সকলে অনুভব করিল। সঙ্গীত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরী ও বন্দীদল নিরাশ ও অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়া রহিল, ইচ্ছা আবার শোনে।

ইহার পরবর্ত্তী আর এক সপ্তাহে অমর কুমার বুঝিল যে, কারাগৃহের প্রাচীর বেষ্টনের মধ্যে মানুষ অবস্থা বশে যেমন মন্দ হইতে বাধ্য হয়, এমন আর কোথাও নহে। এখানে এই প্রহরী পরিবেষ্টিত রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে সত্য গোপন ও মিথ্যার আচরণই একমাত্র সম্বল। যাহার পক্ষে যে কাজ যতটুকু করা সম্ভব, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অনেক স্থলে তাহার অধিক পরিমাণ কাজ করিতে হয়। করিতে পারে না, বঞ্চনা করা ভিন্ন গতি নাই, শতবিধ ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বনে বঞ্চনা করা ভিন্ন এখানে মানুষের রক্ষা নাই। তাই মন্দ হওয়াই মানুষের নিয়তি, কিন্তু এই নিয়তিসূত্রে গ্রথিত অসংখ্য অপরাধীর নিত্য নিন্দনীয় জীবন যাপনের মধ্যে, এমন একটি বস্তু বর্ত্তমান, যা বাহিরের স্বাধীন জীবমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না। অমরকুমার সেই বস্তুটা দেখিয়াছে, পাইয়াছে, ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। সেইটাই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সর্দ্দার জয়পাল

কারাবাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অমর কুমার দেখিল, প্রত্যেক কারাবাসীর হৃদয়ে দয়া মায়া ও পরোপকার বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। সে দেখিল, ইহারা অপরাধী, কেহ তাহার মত অল্প সময়ের জন্য, আবার কেহ কেহ বা দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ। তাহারা শতবিধ মিথ্যা ও বঞ্চনার জাল বিস্তার করিয়া বিধিব্যবস্থার কৌশল কৌশলে ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত। সময় বিশেষে উপদেশের দ্বারা ও অন্য শতবিধ প্রকারে সাহায্যের দ্বারা জীবনের সহযাত্রীদের ক্লেশ নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। বিশেষ ভাবে এই সঙ্গীত-সৌন্দর্য্য-সম্পদে সম্মানিত অমর কুমারকে কারা কর্ত্তৃপক্ষ ও কারাপ্রহরী হইতে আরম্ভ করিয়া দস্যু দানব পর্য্যন্ত সকলেই প্রাণপণে সেবা করিতে সুখে রাখিতে—কর্ম্মক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিতে—তাহার আহারবিহারের সুব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। কয়েদীরা ক্লেশ ভোগ করিয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে করিতে অমর কুমারের কাজের পরিমাণ লঘু করিয়া দিতে আসিত, অনেকে তাহার নিষেধ ও নিবারণে বল প্রয়োগেও বিরত হইত না। অমর কুমার

বলিতেছে "ভাই! আমার কাজে বাধা দিলে, আর গান শুনাইব না, আমার কাজ আমাকেই করিতে দাও, সন্ধ্যাবেলা বেশ ভাল গান শুনাইব, আর আমার কাজে ভাগ বসাইলে, ভয়ানক রাগ করিব, আর গান গাহিব না"। এইভাবে সেই প্রহরী পরিবেষ্টিত কারাগারের কয়েদীরা যখন এক এক করিয়া সকলে তাহার তৃপ্তি বিধানে তৎপর, তখন কারাধ্যক্ষ তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া উত্তমতর কাজে নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। অমরকুমার কারাধ্যক্ষকে বলিল, "মহাশয়! গানের সুরে কি কখনও কাজের সুর ফেরে? আদালতে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতে এই শ্মশান শাসনালয়ে পাঠাইয়াছে, যাহা করিতে বলিয়াছে তাহাই করিব। আপনি গানের গুণে দয়াধর্ম্ম না করিলেই ভাল হয়।" কারাধ্যক্ষ সাহেব বলিলেন "কে কোন্ কাজ করিলে, ভাল হয়, সে ব্যবস্থা করিবার ভার আমার উপর দেওয়া আছে, তাই আমি তোমাকে ঘানি থেকে মালির কাজে দিতেছি, এটি আমার হুকুম, অকারণ অমান্য করে আমাকে অসুখী করিবে কেন? শুনিলে সুখী হবো।"

কাজের এইরূপ অদল বদল হইলে পর, অমর কুমার সামান্য কিছু আরাম বোধ করিল। কিন্তু অপরাধীদের স্নেহমমতা, দয়া দাক্ষিণ্যে ও বিনয় সৌজন্যে অমর কুমার এই যমালয়কে দেবালয় বলিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বন্দীদল দলবদ্ধ হইয়া সময়ে অসময়ে তাহার গান শোনে, আর প্রাণ ভরিয়া তাহাকে ভালবাসে। ইতর ও ভদ্রজাতীয় হিন্দু মুসলমান সাক্ষর ও নিরক্ষর সকল শ্রেণীর কয়েদীরা তাকে দেখিবামাত্র আনন্দে দিশাহারা হয়।

তাহাদের মুখ দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহারা প্রাণের পরদা তুলিয়া অমর কুমারকে প্রাণের অন্তঃপুরে বসাইয়া আদর করে।

তাই অমর কুমার একদিন আহারান্তে অপরাহ্নে একাকী বসিয়া ভাবিতেছে, তাই ত এ কি হ'লো! আমার এত 'মাই ডিয়ার'। কল্‌কেতা সহরের এবুড়ো ওবুড়ো সবটাই একদিন আমায় 'মাই ডিয়ারে' ভরা ব'লে মনে হ'তো, আমার জন্যে জুড়ী গাড়ী আস্‌ত, আমি না গেলে, আমায় না পেলে, আমার না দেখ্‌লে, 'মাই ডিয়ারে'র দল আকুল হ'তো, কিন্তু একটা 'মাই ডিয়ার' ত খোঁজ নিলে না। এরা সবই দেবতার সাজগোজে বিসর্জ্জনের পুতুল, সকলেরই ভিতর খড় আর দড়ি। আর এই যাদের দেখ্‌লে ভয় হয়, জনসমাজ—ভদ্রসমাজ যাহাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছে, যাদের ছায়া মাড়ায় না, সেই চিরনিন্দিত, চিরঘৃণিত মানুষগুলির বঞ্চনাপূর্ণ কঠোর জীবনের পাষাণতলে কি সুন্দর, স্নিগ্ধ শীতল জলকণা বিন্দু বিন্দু ক্ষরিতেছে! তাই বলি, লোকালয় সজীব, না কারাগার সজীব? সভ্যভব্য 'মাই ডিয়ারে'র দলই প্রাণবান্‌, না কঠোর পীড়নে ক্লিষ্ট দস্যুতস্কর দলই প্রাণবান্‌? ওরাই মানুষ—না এরাই মানুষ? ভাবিতে ভাবিতে অমর কুমার আত্মহারা হইয়া প্রাণের আবেগে গান ধরিয়াছে—

"মা শঙ্করী, তোর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে যায়।
মা তোর অভয় পদে অপরাধী, আছি মাগো জন্মাবধি,
তাই বলে কি ক্ষমাময়ী এমি কর্ত্তে হয়॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তোকে যারা স্মরণ করে, (তারা) দিবানিশি মা কারাগারে,
আর ভুলেও ভাবেনা যারা, তারাই আছে ক্ষীরে সরে।
মাগো ওরা কি তোর পেটের ছেলে,
আর এরা কি তোর সতীন-পো?
একবার দেখা দিয়ে বলে যা মা,
দুনিয়ার এ রঙ্গমঞ্চে কিসে কার কি হয়।"

অমর কুমারের কণ্ঠনিনাদে কারাগার নিনাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কাণ খাড়া করিয়া পূর্ণ আগ্রহে প্রাণ ভরিয়া সেই সুধা পান করিতে লাগিল। কাহারও চক্ষে জল টলটল করিতেছে, কাহারও অশ্রুপ্রবাহে গণ্ড ও বক্ষ ভাসিতেছে, কেহবা অনিমেষ নয়নে আকাশপানে তাকাইয়া আছে। অমর কুমার এই মধুর সুন্দর দৃশ্যদর্শনে মুগ্ধমনে নত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সঙ্গীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অনুভব করিল যেন, মুকুলিত কুসুমকাননের পবিত্র সুন্দর শোভায় চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

একটা ডাকাতির আসামী তিন বৎসরের জন্য জেলে যায়। তার মেয়াদ শেষ হ'য়ে এসেছে, আর তিন মাস বাকী আছে। সে ব্যক্তি হাজারীবাগে ও বক্সারে বাস করিয়া আসিয়াছে। সে এক ডাকাতির দলে জড়িত ছিল বলিয়া প্রমাণ হওয়ায় জেলে যায়, তার বাড়ী ত্রিবেণীর উত্তর গঙ্গাতীরে ডুমুরদহে। সীজে ডুমুরদহ প্রাচীনকালের বড় বড় সর্দারদের বাসস্থান বলিয়া বঙ্গে বিদিত। এ ব্যক্তি সেই সর্দারবংশসম্ভূত, নিজেও সর্দার। শরীরের

গঠন বীরজনোচিত, দেখিলেই আনন্দ হয়। দেহের বলই তাহার মহামূল্য সম্বল। এই দীর্ঘ কারাবাসে তাহার বল ক্ষয় হয় নাই। তাহার সকল কথা শুনিতে শুনিতে তাহার পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে, সঙ্গে অমর কুমারের অতীত শৈশব ও বাল্যস্মৃতির চিত্রপটে অঙ্কিত বিবরণ সকল স্মরণ হইল। সাঁজে ডুমুরদহ ভয়ানক স্থান। ডাকাতের আড্ডা! অমর কুমার সন্ধ্যার পর তাহার পিসিমার নিকট বসিয়া ও পরে শয়ন করিয়া ঘুমঘোর জড়িত শৈশবের উৎকণ্ঠার আবেগে কাণ খাড়া করিয়া ঐ সকল গ্রাম্য বীরকাহিনী শুনিত। এরূপ কত শত গল্প সে শুনিয়াছিল, যাহা আজ এই ডুমুরদহবাসী আসামী সর্দ্দার জয়পালের জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্মরণ হইল। অমরকুমার সর্দ্দার জয়পালকে বলিল, "আমার যখন ছয় বৎসর বয়স, তখন ডুমুরদহের একটি আট বৎসরের ছেলে আমাদের বাড়ীর পাশে যে এক কাণ্ড করেছিল, আর যা আমি নিজে চোখে দেখেছিনুম, তা এখন মনে হ'লে যেমন ভয় হয়; তেমনি আবার সেই ছেলেটির বাহাদুরির কথায় মনে কেমন একটা সাহস ও আনন্দের সঞ্চার হয়; সে এক অদ্ভুত ঘটনা।"

সর্দ্দার জয়পাল বলিল "বাবু সে কি ঘটনা বলনা, আমার শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বালক বাহাদুর

অমর কুমার বলিতে লাগিল—সে ছোট ছেলেটার নাম রানা, বয়স আট বছরের বেশী হবে না, তার বাপ নাকি ভাস্তাড়ার জমীদার বাবুদের ডুমুরদহ অঞ্চলের তহশীলের পাইক। পূজার সময়ে ভাস্তাড়ার জমীদার বাড়ীতে খাজনার টাকা যাচ্ছিল। সর্দার পাইকের অসুখ হয়েছিল, তাই সেই টাকার চালানের সঙ্গে, পাইক সেই আট বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে ছিল। ঠিক সময়ে বাহির হয়েছিল কিন্তু ঝড় বৃষ্টির জন্য আটক থাকায় পথে সন্ধ্যা হয়, আমাদের গ্রামে পরাণ পালিতের বাড়ীতে গোমস্তা আর সেই ছোট ছেলেটা রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে, তাদের সদর বাড়ীতে শুয়ে ছিল।

রাত্রি বারটার পর সেই আট বছরের ছেলে গোমস্তাকে বলিল, "ঠাকুর শীগ্‌গীর গোলার তলায় লুকাও। লোক লেগেছে" এই কথা শুনিয়া গোমস্তার আত্মারাম শুকাইয়া গেল। জল পিপাসা লাগিল। ভয়ে ব্রাহ্মণের কাপড় চোপড় নষ্ট হইয়া গেল। ছেলেটা আবার বলিল, "ঠাকুর মশাই দেরি করোনা, দেরি হ'লে প্রাণে মারা যাবে।" ব্রাহ্মণ বলিল, "এই টাকা ফেলে? জমিদারের টাকা

ফেলে গোলার তলায় লুকাব, আর তারা টাকা গুলো নিয়ে যাবে? তাও কি হয়? আমি মরব, তবু তেমন কাজ করতে পারবো না।” ছেলেটা বলিল, “টাকা যদি ওরা নিয়ে যাবে, তবে আমার বাবা আমাকে তোমার সঙ্গে পাঠালে কেন? আমি বলছি, তুমি গোলার তলায় যাও। আর টাকা? টাকা যেমন পড়ে আছে থাক।”

ব্রাহ্মণ বালকের কথায় ভয়ে বিহ্বল হইয়া গোলার তলায় লুকাইতে গেল। সেখানে প্রবেশ করিতে ব্রাহ্মণের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, রক্তে সমস্ত শরীর ও কাপড় ভিজিয়া গেল, ব্রাহ্মণ ভয়ে গোলার তলায় যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে মশালের আলো দেখিতে পাইল। আলো কি একটা? সারি সারি দশ বারটা মশাল সম্মুখের মাঠ আলো করে ঐ বাড়ীর দিকে আসিতেছে! ছেলেটা ব্রাহ্মণকে গোলার তলায় পাঠাইয়া দিয়া নিজে পালাইল। কোথায় পালাইল জান? সেই সদর বাড়ীর বেড়ার বাহিরে এক বৃহৎ বাঁশ ঝাড় ছিল, সেই বাঁশ ঝাড়ের মধ্যভাগে গিয়া উঠিল। বাঁশ ঝাড়ের উপরে উঠিতে তাহারও শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল, রক্তও পড়িল, কিন্তু তত বেশী নয়। সেই বাঁশঝাড়ের উপরে উঠিয়া তিন চারিটা বাঁশের অনেকগুলি কঞ্চির উপর বেশ সুবিধা করিয়া দাঁড়াইয়া নিজের গামছা খানা দিয়া নিজেকে বাঁশের সঙ্গে বেশ ক'রে বাঁধিল। পরে, ঠিক হইয়া দাঁড়াইয়া ডাকাতদের দেখিতে লাগিল।

সেই মশাল হাতে ভীমকায় দশবার জন লোক আসিয়া সদর বাড়ীর বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া কি পরামর্শ করিল। পরে সকলে

সদর বাড়ীর উঠানে হিসাব মত পর পর দাঁড়াইল, ঠিক যেন লহমা মধ্যে নোট ও টাকার তোড়া হাতে হাতে একেবারে শেষ লোকের হাতে আসিয়া পৌঁছায়, কারণ তাহারা বুঝিয়াছে, সে টাকার সঙ্গের লোক, তাদের অজ্ঞাত সারে, লুকাইয়া আছে অথবা পালাইয়াছে। তাই উহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে টাকা লইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া অগ্রগর ব্যক্তি চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া টাকা লইয়া উঠাইতেছে। এমন সময়ে এক তীর আসিয়া টাকাসমেত লোকটাকে মণ্ডপের দেওয়ালে বিঁধিয়া ফেলিল। লোকটা আর নড়িতে চড়িতে ও কথা কহিতে পারিল না। আর এক তীর আসিয়া মণ্ডপের পৈঠার নীচে লোকটাকে আঘাত করিবা মাত্র, সে একটা বিকট শব্দ করিয়া উঠানে পড়িয়া গেল। তখন কোথা হইতে তীর আসিতেছে, বুঝিতে না পারিয়া, দস্যুদল টাকার দিকে আর এক পাও অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। ত্বরায় পিছু হটিয়া পালাইয়া গেল, বুঝিল যে টাকাটা নিরাপদ, ওতে যে হাত দেবে, তাকেই প্রাণ হারাইতে হইবে।

অতি প্রত্যুষে পালিত গিন্নী ভিতর হইতে সদর বাড়ীতে যাইবার দরজায় গোবর জল ছড়া দিতে আসিয়া সদরে মরা মানুষ পড়িয়া আছে দেখিয়া, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর কর্ত্তা ও ছেলেরা শশব্যস্তে বাহির বাটীতে আসিয়া দেখিল, দুটা খুন হইয়াছে, টাকা পড়িয়া রহিয়াছে, জমিদারের গোমস্তাও নাই, ছেলেটাও নাই। গৃহকর্ত্তা তখনই গ্রামের চৌকিদারকে ডাকাই-

লেন, সে সমস্ত রাত্রী সুখে নিদ্রা দিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে, পালিত মহাশয়ের সদরে আসিল। সেখানে ব্যাপার দেখিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ও চৈতন্য হইল। যে,মস্তা অতি কষ্টে গোলার তলা হইতে অতি কাতর স্বরে বলিতেছে, "ওরে আমার প্রাণ যায়, আমাকে বার কর।" তখন শব্দ সঙ্কেতে একজন গোলার তলায় উঁকি মারিয়া দেখিল, একজন লোক রক্তে ভিজে পড়ে আছে। তখন সকলে মিলিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দেখে বেচারীর শরীরের নানাস্থানে চামড়া উঠিয়া গিয়াছে ও চর্ব্বি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষত স্থানে রক্ত জমিয়া যাওয়াতে তাহাকে অতি ভয়ানক দেখাইতেছে। বহুকষ্টে তাহাকে বাহির করিবামাত্র সে ব্যক্তি অতি মৃদুস্বরে জল চাহিল। জল পান করিয়া সামান্য একটু সুস্থির হইলে পর, তাহাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি, কেমন করে এমন কাণ্ড হল? সে বলিল, "আমি এর কিছুই জানিনা।" আমার সঙ্গের ছেলেটা আমাকে পালাতে বলেছিল, তাই আমি অন্য উপায় না পেয়ে গোলার তলায় লুকিয়েছিলুম। তারপর ছেলেটা কোথায় গেল, কি হল, কিছুই জানি না।" সকলেরই মনে সন্দেহ হ'ল, তবে কি সেই ছেলেটারই কাজ! আট বছরের ছেলে, কেমন করে এত বড় একটা কাণ্ড করিল! তাও কি সম্ভব? তারপর সে গেলই বা কোথায়! বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! চৌকীদার গ্রামের পঞ্চায়েৎ মনোহর ঘোষের লিখিত পত্র লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে থানায় দৌড়িল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছেলেটার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল।

সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বালক এতক্ষণ সেই বাঁশ ঝাড়ের উপর অচেতন ও অবশ অঙ্গে, হাতে ধনুক, পিঠে তূণ, তূণে তীর, দণ্ডায়মান। দুই তিনটা বড় বাঁশের মধ্যস্থলে সে বালক এমন ভাবে স্থান করিয়া লইয়াছিল যে, অবশ অঙ্গ হইলেও পড়িবে না। বেশীর ভাগ সে গামছা দিয়া বাঁশের সঙ্গে নিজকে বাঁধিয়া বাঁধিয়াছিল। দর্শকদলের একজনের দৃষ্টি সেই বাঁশ ঝাড়ের উপর পড়িবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বলিল "ঐ যে বাঁশ ঝাড়ের মাঝে সে ছেলেটা।" সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে সেই ছেলেটার উপর পড়িল। সকলেই দেখেছিল ও বলেছিল, আমিও দেখেছিলুম ও বুঝেছিলুম যেন খড়দহের শ্যামসুন্দর, না হয় বল্লভপুরের রাধাবল্লভ মূর্ত্তি বাঁশ ঝাড়ের উপর বিরাজ করিতেছে। সে এক সুন্দর দৃশ্য! কাল পাথরের মত কুচকুচে ছেলের মাথায় সুন্দর ঢেউ খেলান চুলগুলির কতক ঘাড়ে ও কাঁধে পড়িয়াছে, কপালের উপর মাথায় মোহন চূড়া, তাতে দুটী রূপার পুঁটে রোদে চকচক্ করিতেছে, নীচের থেকে পুঁটে দুটাকে দু'টুকরা হীরা ব'লে লোকের মনে হইতেছিল। আশেপাশে দু'তিনটা বাঁশপাতা এমনভাবে এঁকে বেঁকে পড়েছে যে, দেখ্‌লেই সহসা শিখীপুচ্ছ বলিয়া ভুল হয়। আর বাঁশের সঙ্গে কটিবদ্ধ গামছাখানি দুদিকে ঝুলিয়া ধড়ার মত দেখাইতেছিল। সে দৃশ্য দেখিবার জিনিষ, মুখে বলিয়া বুঝাইবার নহে। সেই একদিন এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখে অবাক হয়েছিলুম। যেন মা যশোদা তাঁহার কাল ছেলেটিকে সাজাইয়া ওখানে রাখিয়া গিয়াছেন। লোকের একূপ মনে হবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, নীচের এক গোলমালে

সে ছেলের চেতনা হয় নাই। নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া-ছিল।

এমন সময়ে থানার দারোগা চারিজন কনষ্টবল্‌ সঙ্গে লইয়া এই ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রে দেখা দিলেন। দারোগাবাবুও এই কুরুক্ষেত্রে পদার্পণ করিবাই ঐ শিশু কৃষ্ণকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার হুকুমে বাঁশঝাড়ে লোক উঠিয়া ছেলেটিকে নামাইতে গেল। তিন চারিজন লোক বাঁশের ঝাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের দোলনে ও নীচের লোকদের কোলাহলে বালকের চেতনা হইল, তখন সে আস্তে আস্তে বলিল, "তোমরা আমাকে ধর, তা না হ'লে আমি পড়ে যাবো, আমার হাত পা সব অবশ হয়ে গেছে, এক কড়ার শক্তি নাই।" আরোহীরা কেহ নীচে থাকিয়া, কেহ তাহার পার্শ্বে গিয়া ধীরে ধীরে তাহার বস্ত্র বন্ধন মোচন করিয়া, তাহাকে সাবধানে নীচে নামাইল। তখন দারোগাবাবু লাসে বেঁধা তীর দেখাইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তীর তোমার?" বালক বলিল, "হাঁ আমার।" দারগাবাবু এই বালকোচিত সরল উত্তর পাইয়া টাকার তোড়া, নোটগুলি ও দুই লাশ হুগলীতে চালান দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের কর্ম্মচারী ও পাইক পুত্র রামাকে পাঠাইলেন। হুগলীর সে সময়ের জেলার কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বালকের ব্যাপার শুনিয়া ও তাহাকে দেখিয়া প্রথম বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। শেষে বহুদূরে কলাগাছ বসাইয়া সাহেবের সম্মুখে বালকের শরক্ষেপের তীক্ষ্ণ শক্তি ও লক্ষ্যভেদে নিপুণতার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বালককে একশত টাকা বক্সিস দিয়া-

ছিলেন। বালক দুইটা খুন করিয়া প্রশংসা ও পুরস্কারসহ অব্যাহতি লাভ করে। কি চমৎকার! এই কথা বলিয়া অমর কুমার কয়েদী জয়পালের দিকে তাকাইবামাত্র দেখিল জয়পালের দুই চক্ষে জলধারা প্রবাহিত। তখন অমর কুমার নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "তুমি কাঁদছ! কেন কাঁদ? সে কি তোমার কেউ হয়? আমি সেই ছেলেটার গল্প বলে তোমাকে কষ্ট দিলুম? আমি কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহি না। জয়পাল চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে,হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবু, তোমার কথায় আমার বাড়ীর ছবিখানা, আমার পরিবারের কথা, তাহার হাসিভরামুখখানা, সেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ধূলাখেলা, হাসিকান্না, সবটা আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল। তাই চোখের জল সাম্‌লাতে পাল্লুম্‌ না। আজ তিন বছর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে সংসারের সুখ দুঃখ সব ভুলে, জেলে ঘানি টান্‌তেছি। আজ তোমার কথার কায়দায় আমার বুকের চাপা পাথর সরে গেল। এই কয়েদীর শরীরে মানুষের প্রাণটা সহসা জেগে উঠেছে, তাই চোখে জল এসেছে, যাক্‌ এখন এই তিন মাস আর এই সব কথা ভাবিব না, ভাব্‌তে গেলে, তিন দিনে পাকাটী হয়ে যাব। যাক, যাক্‌, এখন ওসব কথা থাক্‌।" অমরকুমার বলিল, "বল, আমার কোন্‌ কথায়, কি কায়দায় তোমার গ্রাম্য জীবনের সরল মানুষের ভাব জেগে উঠ্‌ল? সে কোন্‌ কথা? সর্দ্দার বালক রামা কি তোমার কেউ হয়? জয়পালের দেহের বিশেষভাবে মুখের মসীবর্ণ উজ্জ্বল লাল আভায় আরক্ত হইল, সে বলিল, "বাপু, আমি আমার তিন বছরের ছেলে

রামাকে ধনুক ধরিতে ও তীর ছুড়িতে শিখিয়েছিলুম। সে আমার হাতের তৈয়ারী ছেলে, তুমি যখন তাহার বাহাদুরীর কথা বলিতেছিলে, আমার প্রাণটার মধ্যে কেমন একটা কি যেন আলোর মতন ফুটে উঠল। আর আমার চারিদিক ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে গেল, আর তোমার রামাকে, না, না, আমার, আমার, আমার রামাকে বাঁশ ঝাড়ের উপর দেখ্‌লুম, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহটায় যেন কেমন একটা আরাম, মনে কেমন একটা স্ফূর্ত্তি বেশ ঢেউ খেলিয়ে গেল। তাই চোখের জলের সঙ্গে মুখে হাসি ফুটেছিল, বাবু তোমার সে রামা, আমার রামা, আমার বুকের কল্‌জে, আমার প্রাণের ধন আমার রামলাল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জয়পালের কথা

জয়পাল বলিল, “আর তিন মাস হ'লেই আমি বাড়ী যাব, তাদের দেখ্‌বো।”

অ। ত্রিবেণীর ডাকাতির মাম্‌লার কথা বল।

জ। সে ডাকাতদলের সঙ্গে আমার কোনও যোগ ছিল না।

অ। তবে তোমায় ধর্‌লে কেন?

জ। সে দলে আমার শালা ছিল, সে ধরা পড়ে, সন্দেহ ক'রে আমাকেও ধরে। তার পাঁচ বছর জেল হয়, সে এখন হাজারিবাগ জেলে আছে।

অমর কুমার অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া ভাবিল, তাইত লোকটা জাতিতে বাগ্দি, কিন্তু সত্য সত্যই কত বড়লোক! ভদ্রলোক কি সাফাই দিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত? কখনই না। লোকটা অন্যের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে গিয়া এই নরক ভোগে সম্মত হইল! আশ্চর্য্য বটে! এই ভাল মন্দ মিশান, দোষে গুণে গড়া মানুষের মধ্যে স্বর্গ ও নরক কেমন পাশাপাশি রহিয়াছে! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অমর কুমার জয়পালকে বলিল, “তো

জয়পাল, তুমি গোপনে যে কোন কাজই করিয়া থাক না কেন, আর সে কাজে তোমার দোষ থাকুক আর নাই থাকুক, তুমি অন্যের মান রক্ষার দায়ে পড়িয়া যে সাজা নিয়েছ, এতেই বুঝিতেছি যে তুমি মানুষ, মানুষের মত কাজ করেছ, আমি খালাস হ'য়ে তোমার সংবাদ নেবো। তুমি ভাল লোক, তোমার ছেলে রামাও ভাল ছেলে, সে আট বছর বয়সে যে বাহাদুরী দেখিয়ে ছিল, তার তুলনা নাই, আমার যদি কখনও ভাল হয় তো, আমি তোমাকে ও তাকে কখনও ভুলবো না।

অ। আচ্ছা, তুমি ডাকাতের দলে ছিলে না, তবে কোথায় গিয়েছিলে, বল্‌বে না?

জ। বাবু! সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। আদালতে আমি নিজেকে নির্দ্দোষ বলেছিলুম, কিন্তু কোথায় ছিলুম, তা বল্‌তে পারি নি, বলিও নি, বল্লে আমায় জেলে যেতে হ'তো না, কিন্তু তাতে অন্য লোকের অনিষ্ট হ'তো। সেই অনিষ্ট নিবারণের জন্য এই আড়াই বছর জেলে পচ্‌তেছি।

অ। সে এমন কি কথা, যা বল্লে, অন্যের অনিষ্ট হ'তো!

জ। বাবু! সে কথা আমি প্রাণ থাক্‌তে বলতে পারবো না। জেনে রাখ, তাতে অন্যের মান হানি হ'তো, এর বেশী আর বলবার উপায় নেই। আমার জাতি বীর জাতি, বীরভুম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়ার নানাস্থানে আমাদের জাত সর্দ্দারের কাজ করে, লাঠি ও তীর ধনুক সম্বল, বীরের দোষ গুণ সবই আমার জাতে আছে। কিন্তু কেহ দায়ে পড়ে সাহায্য চাহিলে, তাকে

বাঁচাতে আমরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া থাকি, মরেও তাকে রক্ষা করি, তা জেলের কথা কি বলছ ?

অ। তুমি এমন ভাল মানুষ হ'য়ে, এমন সরল সৎলোক হ'য়ে, এমন কাজ করতে পার, যা অন্যের কাছে বলতে পার না ?

জ। বাবু! সে কাজে আমার এক বিন্দুও দোষ নেই, কিন্তু তবুও বলতে পারিনা, কারণ তাতে অন্যের সর্ব্বনাশ হয়।

অ। তোমায় সন্দেহ করলে কেন ?

জ। আমি খেতে না পেলে অনেক লুটপাট করেছি, কিন্তু ঘর দরজা ভেঙ্গে ডাকাতি করতে জানলেও সে কাজ কখনও করি নি, আর যাতে আমার সাজা হ'ল, তাতে আমার কোনও দোষ ছিল না, বিনা দোষে সন্দেহের জোরে আমাকে জেলে দিয়েছিল।

অ। সাজা কত দিনের ?

জ। তিন বছরের হুকুম হয়, আড়াই বছর হয়ে গেছে, খুব সাবধানে চলি বলে, তিন বছরে তিন মাস মাপ হবে, আর তিন মাস হ'লেই খালাস পাই। বাবু! তা হ'লেই বাঁচি। ওঃ! জেলখানা কি ভয়ানক স্থান, নরক বুঝি এর চেয়েও ভাল।

অ। তুমি বিনা দোষে সেই ডাকাতির মামলায় কি করে ধরা পড়লে ? তুমি সাফাই দিলেনা কেন ?

জ। বাবু! আমি ত বল্লুম, আমার সাফাই দিবার উপায় ছিল না। ডাকাতির রাত্রিতে আমি ঘরে ছিলুম না। আমাকে বাড়ীতে খুঁজিয়া পায় নাই। আমাকে বাড়ীতে পেলে কি আর আমার জেল হয় ?

অ। তুমি সে রাত্রিতে কোথায় ছিলে?

জ। আমি অন্য কাজে অন্য কোথাও গিয়েছিনুম।

অ। তোমার রামা এখন আমার চে'য়ে দুবছরের বড় হবে, না? তার বিয়ে দিয়েছ?

জ। না, এখনও বিয়ে দেই নি। বাবু! তোমাদের ঘরে যেমন ছোট ছোট ছেলের বিয়ে দেয়, আমাদের ঘরে তেমন হয় না।

আমাদের ঘরে ছেলে বড় না হলে, দু'পয়সা রোজগার কর্‌তে না শিখ্‌লে, বিয়ে হয় না, আর ছেলেবেলা বিয়ে দিয়ে ছেলেগুলাকে মাটি করি না। বিয়ের একটা বয়স ত আছে। তোমাদের ভদ্র ঘরে যখন তখন যা ইচ্ছে করে থাক, আর সেইজন্য ভদ্রলোকের জাত ও মান বজায় রাখ্‌তে আমি বিপদে পড়ে, আজ কয়েদ হ'য়ে জেলে পচ্‌তেছি। আমাদের সব কাজের এক একটা সময় আছে। বিশেষতঃ বিয়ের। বিয়ের সময় না হ'তে, বিয়ে দেওয়ার মত খারাপ কাজ আর কিছুই নাই। অমর কুমার বলিল "কেন জয়পাল, তাতে কি ক্ষতি হয়? এই ত আমার আজ দু'বছর বিয়ে হ'য়েছে, আমার ত কই কোন ক্ষতি হয় নি।" জয়পাল বলিল, "বাবু! তোমার না হয় দৈবাৎ ফস্‌কে গেছে, ভদ্র ঘরে ছোট ছোট ছেলেদের কথা আর ব'লো না। তারা সকলের আগে নিজেদের শরীরটা মাটি করে। শরীর ও শরীরের শক্তি বজায় থাকা যে সাবধানতার ফল, ভদ্রলোকের ছেলেরা আগেই সেই বিষয়ে অনাবধান হয়, আর বাড়ীর লোকেরা সে বিষয়ে সহায়তা করে,

তাই আমাদের দেশের এখনকার ভদ্রলোকেরা পাকাটির মত হাওয়ায় ওড়ে। আমার বাবার কাছে শুনেছি, এখনকার বাবুদের বাপ্-দাদারা কেহ সহজে একশ' বছরের আগে মরিত না। এখন সেই সব বাড়ীর বাবুরা বড় বেশী ত পঞ্চাশ ষাট্, কেন বল ত? সঞ্চয়ের আগেই খরচে 'গেরস্তের' যেমন সর্ব্বনাশ হয়, ঠিক তেম্নি গড়নের আগেই শরীরের উপর জুলুম্ ভদ্র ঘরের রোগ। সতের আঠার বছরের ছেলের এগার বছরের বৌ পোয়াতী, বাড়ীর সকলের আনন্দ কত! বাবু যে দেশের, যে সমাজের, যে ঘরে, এমন কাজটা সভ্যন, সে দেশের কি আর ভাগ্যি আছে? আমরা ছোট লোক, আমাদের ঘরে এত ছোট ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ে হয় না। আচ্ছা বাবু! বল, আমার বয়স কত?"

অ। (অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া) তোমায় দেখে তোমার ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স মনে হয়।

ক। (হাসিয়া) বাবু! আমার রামা আমার বত্রিশ বছর বয়সের সময়ে হ'য়েছিল, এখন ভাব দেখি, আমার বয়স কত?

অ। রামা ত আমার বয়সী, না হয় দু'বছরের বড় হবে। তা'হলে ত তোমার বয়স অনেক হয়। পঞ্চাশের উপর হয়। কি আশ্চর্য্য! মাথায় একগাছি চুল পাকে নি, আর আমার বাবা তোমার চেয়ে দু'বছরের ছোট, তাঁর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, এত তফাৎ, আশ্চর্য্য বটে।

ক। এখন ভেবে দেখ, এত কষ্ট পেয়ে আমি কেন এমন সবল—সুস্থ, আর তোমার বাবা ভাল থেকে, ভাল খেয়ে, আমার চেয়ে

ছোট হয়েও বুড়ো। আবার তুমিও তোমার বাবার চেয়ে অল্প বয়সে বুড়ো হবে। এদেশে ভদ্রলোকেরা নিজেদের দোষে আর বেশী বয়স পাবে না, কম বয়সেই সব ফুরিয়ে যাবে, সেকালেত একশ'র আগে কেউ মর্‌তেই জান্‌তো না।"

অমর কুমার ক্ষণকাল কি ভাবিতে লাগিল দেখিয়া, জয়পাল বলিল, "বাবু, এই যে আমার হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ী দেখিতেছ, আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখানি তা ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারি, এই যে অবস্থায় আছি, একগাছা লাঠি পেলে, এই হাতের হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ী লইয়া, এই উঁচু পাঁচিল পার হ'য়ে বাইরে যেতে পারি, জেনো, আমার গায়ে এত শক্তি আছে।" অমর কুমার এই কথা শুনিয়া, একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া, জয়পাল আবার বলিল, "বাবু! তুমি হয়ত ভাবিতেছ যে এটা বাজে কথা, তা না হ'লে আমি কেন সে রকম ক'রে পালাই না, কেমন, তাই কি?" অমর কুমার নীরব। জয়পাল আবার বলিল, "পালিয়ে কোথায় যাব, এই ইংরাজের রাজ্যে, পালাবার জায়গা নাই, পুলিশ আমার ছবি উঠিয়ে রেখেছে, যেখানেই যাই না কেন ধরিবে, আর পালিয়ে লাভ কি? আমার পরিবার, ছেলেমেয়ে এদের ত দেখ্‌তে পাব না, কেবল পথে পথে, জলে, জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াতে হবে, তা করে কোনও লাভ নেই। তাই তা করি না। বাবু! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভয় পেয়েছ, ভয় নেই, আমি ডাকাত নই, আমি দস্যু নই, আমার দেহখানা কেমন সবল, কেবল তাই বুঝাবার জন্যে তোমাকে

এই সব বল্লুম। আমি কেবল "বিদ্যেনিধি" ঠাকুরের ঘরের কথা ঢাকবার জন্যে, সেই বামুনের জাত মান বজায় রাখ্‌বার জন্যে, মুখ বুজিয়ে জেলে এসেছি, অমর কুমার বলিল, "জয়পাল! তুমি জেতে বাগ্দি হ'লে কি হবে, তুমি দেবতা, তুমি মানুষ নও। আর মানুষ হ'লে, তুমি বামুনের মাথার মণি দেবতা।"

জয়পাল বলিল, "দেখ বাবু, তুমি দেশের লোক, ভদ্রলোক, তোমাকে একটি কথা বলে দি, যাতে শরীর মন নষ্ট হয়, এমন কুকাজ প্রাণান্তেও ক'রো না, আর জেনে রাখ, শরীরের শক্তিই তোমার সকলস্বধন। দেহটি সুস্থ না থাকলে, দেহের অবস্থা ভাল না হ'লে, মন খারাপ হয়, সব নষ্ট হয়, সে অবস্থায় বাঁচাই বৃথা, এই আমি, আমার পেটে ভাত আর হাতে একগাছা লাঠি থাকলে, আর কিছুই চাই না। কেন জান? শরীরটাই আমার কেল্লা।"

অমর কুমার বলিল, "আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার পেটে ভাত ও হাতে লাঠি বজায় থাকুক।" জয়পাল বলিল "আমি গরীব ছোটলোক, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রাজা হও, আমার রামার পেটের ভাত ও হাতের লাঠি বজায় রাখ।" তখন অমর কুমারের নিজের অবস্থা স্মরণ হওয়াতে চক্ষে জল আসিয়াছে, সে ভাবিতেছে ওর ও ওর ছেলের পেটে ভাত ও হাতে লাঠি হইলেই ও সুখী, আমার ত আর তা হবে না। আমি ত লেখা পড়া শিখ্‌লুম না, আমার পেটের ভাত কেমন ক'রে হবে? তারপর সে পেটের ভাত ক পয়ের কথা, জয়পাল ত খালাস হ'লে ঘরে যাবে, আমি কোথায় যাব? বাবা বিরূপ, মা নাই, পিসীমা নাই, বাড়ীতে

বিমাতার সংসার, তার উপর বাবা আবার কাঁধে একটা বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। আমার হয়েছে "বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।" এ সংসারে আমাকে ডাকিয়া বসাইবার, একটা স্নেহের কথা বলিবার বা সৎ পরামর্শ দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই, ভাবিতে ভাবিতে চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া অমর কুমার বসিয়া পড়িল, তাহার চক্ষের জলে বুক ভাসিতে লাগিল। জয়পাল যথাসম্ভব দৌড়িয়া আসিয়া অমর কুমারের চখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "বাবু কি কর, কেন কাঁদ, মেয়েছেলে নও, ব্যাটা ছেলে, ভয় কি? আজ অবস্থা খারাপ আছে, কাল ভাল হবে। কেমন করে মানুষের অবস্থা ভাল হয়, মানুষ কি তা জানে? কেউ জানে না, তুমিও তা জান না। আমি বল্‌ছি তোমার ভাল হবে। তোমার ভাল হবে, তোমার মুখে আঁকা রয়েছে। আমি বাগ্দি হ'লেও তোমাকে যে কথা ব'লে আশীর্ব্বাদ করেছি সে কথা মিথ্যা হবে না। 'তুমি রাজা হবে', এ কথা তোমার ঐ মুখে লেখা আছে, সে লেখা কেতাবের লেখা নয়, বিধাতার। বিধাতা সোনার কলমে তোমার কপালে লিখেছেন। সে লেখা সকলে পড়্‌তে পারে না, আমি পেরেছি, তাই আশীর্ব্বাদ করেছি। তোমার যখন ভাল হবে, তুমি দয়া করে আমার নাতিকে খুঁজে নিও, তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীরা আহারান্তে আপন আপন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছে, এমন সময়ে অমর কুমার নিজ কারাকক্ষের দ্বারে বসিয়া গান ধরিল ;—

"তারা কোন অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে,
সংসার গারদে থাকি বল" ইত্যাদি।

গান শেষ হইলে, অমর কুমার অবসন্ন হৃদয় মনে ক্ষণকাল আত্মচিন্তা করিতে লাগিল। অপরাহ্ণে জয়পালের সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছিল, ক্রমে সেইগুলি, একটি একটি করিয়া তাহার চিন্তাপথে দেখা দিতে লাগিল, ক্রমে সেইগুলি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিল। জয়পাল ডুমুরদহের ডাকাতের জাতি হইয়াও তাহাদের ছেলেগুলিকে অল্প বয়স হইতেই বেশ তরিবতে তৈয়ারী করিয়া থাকে, এদের ছেলেরা বালক কাল হইতেই বাপপিতামহের ব্যবসায়ে তালিম হইয়া উঠে, ভদ্রলোকের ছেলেরা সে রকম হয় না কেন? বোধ হয়, ভদ্রলোকের ব্যবসায় আর ঠিক নাই বলিয়া [illegible] হইয়াছে, অধিকাংশ লোকই এখন নিজ নিজ

জেতের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে ও যার যা খুসি সে তাই কর্‌ছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে কেরাণিগিরি করে, তার ছেলে জুতার দোকান করে, তার ছেলে গাঁটকাটা কেন হবে না? ভদ্র-লোকের জাতীয় ব্যবসায়ের বনিয়াদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জয়পাল লাঠিয়াল হইয়াও যেরূপ ধর্ম্মভীরু ভদ্রলোক, ভদ্রসন্তানদের মধ্যে ত সেরূপ লোকের সংখ্যা বিরল। বাগ্দির ছেলে, যাকে লোকে কথায় কথায় ছোট লোক বলে, সে ভদ্রলোকের জাতিকুল, মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আত্ম গোপন করিয়া জেলে গেল! কয়জন ভদ্রলোক এমনটা কর্‌তে পারে? আমরা যাদের ছোট জাত বলিয়া ঘৃণা করি, বোধ হয়, তাদের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক গুণ সকল এখনও লোপ পায় নাই। আর জনসমাজের মাথার মণি বলিয়া যাহারা মানসম্ভ্রমে দিশেহারা, তাহারা বোধ হয় স্বভাব নষ্ট করিয়াছে, কেবল ভদ্রতার সাজগোজ করিয়া জনসমাজে যাত্রার গান গাহিতেছে। তাই ঠিক। সেই জন্য আমার 'My dear' এর দলের এক জনও আমার একটা সংবাদ নিলে না। আর কয়েদী জয়পাল আমার চোকের জল মুছাইয়া বলিল, "বাবু! তুমি কেঁদোনা, তুমি ব্যাটা-ছেলে, তোমার ভাল হবে, তুমি রাজা হবে।" কেন বলে? তার স্বভাবে বলাইল। আগে জান্‌তুম, "অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয়।" এখন দেখ্‌ছি, তার বিপরীত। মান, সম্ভ্রম, সুখ সম্পদে মানুষকে বেশী মন্দ করে, মানুষের প্রাণ বলে যে জিনিসটা, সেইটাই সুখৈশ্বর্য্যের তাপে মরুভূমি হয়, সেখানে আর একগাছিও স্নেহের ঘাস গজায় না। তবে সত্যই কি মানুষের এই বিরাট সমাজ কেবলই

যাত্রার রাজা রাণী ও পাত্র মিত্র সাজিয়া গান গাহিয়া ও বাজনা বাজাইয়া জীবন কাটাইতেছে ? বাবা ! আমার ভেবে ভয় হচ্ছে। আমার এই ধারণা কি ঠিক ?

জয়পালের আচার ব্যবহার, কথা বার্ত্তায় তাহার বীরোচিত আত্মনিগ্রহ ও আত্মবিসর্জ্জন প্রবৃত্তির বিষয় চিন্তা করিতে তাহার অনেক রাত্রি হইল, সহজে নিদ্রা দেবীর কৃপাদৃষ্টি হইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া এই সকল চিন্তায় যাপন করিয়া উৎকণ্ঠার আবেগে উঠিয়া বসিল, ভাল লাগিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে যাইবার উপায় নাই, ঘরেই অনেকক্ষণ পায়চারি করিল, শেষে ক্লান্ত হ'য়ে আবার শয্যায় বসিল, শয়ন করিল। এইবার তার অবসন্ন শরীর মনের উপর সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার সমাগম হইল, অমর কুমার ঘুমাইল, ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে দেখিল, সে কারাগার হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় আদালতে লইয়া গিয়াছে, আদালত লোকে লোকারণ্য, সেই জনতার মধ্যে কি একটা বৃহৎ ব্যাপার লইয়া হুলুস্থুলু চলিয়াছে, আর সেই গোলমালের ভিতর বাগান পার্টির বাবুরা তাহাকে বাগানে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতেছে। বহুলোকের ভীড় ঠেলিয়া কনি এসে, হেসে হেসে বল্‌ছে "তোমার সেই গান, 'সেই নেচেনেচে "সবে কলির সন্ধ্যা বইত নয়' সেই গান একবার শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া বসিয়া আছি। আজ এসেছ যদি, একবার তোমার সেই মধুর স্বরে মাতাইয়া দাও। একবার তোমার সেই দেব দুর্লভ অমৃত সুধা পান করাইয়া আমাদের প্রাণ জুড়াইয়া দাও।" এই শৃঙ্খলাহীন অসংলগ্ন

বিচিত্র স্বপ্নের প্রবল উত্তেজনায় অমর কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারাকক্ষের লৌহদ্বারের বাহিরে রক্ষক পরিচালিত হইয়া অমর কুমারের শ্যালক কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত। শেষ রাত্রের কলেরা যেমন প্রায়ই মারাত্মক হইয়া থাকে, রত্রিশেষের স্বপ্ন তদনুরূপ প্রায়ই সুফলপ্রসূ হইয়া থাকে। চক্ষু চাহিবা মাত্র উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের উপর পড়িল। শ্যালক হৃদয়ের আবেগে হাসির হিল্লোলে চারিদিক মুখরিত করিয়া বলিল, "গুড্‌মর্ণিং অমর।" অমর কুমার শশব্যস্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিল "কেন ভাই এটা কিসের অভ্যর্থনা?" "চোর ধরা পড়েছে, সেই চুরির নূতন মামলা রুজু হইয়াছে, আজকে দিন আছে, তোমাকেও আদালতে ডাক হবে। বোধ হয় খালাস পাবে, আমার এখানে দাঁড়াইবার হুকুম নাই, কেবল একবার দেখা করবার হুকুম পেয়েছি। আমি চল্লুম্, আদালতে বেশ সাবধানে কথা কহিবে, আর খালাস পেলে মিষ্ট কথায় অনেক কাজ আদায়ের সুবিধা হবে, আমি যাই, ঐ মামলার তদ্‌বিরের ভার আমার উপর।"

বেলা সাড়ে দশটার সময় প্রহরীপরিবেষ্টিত অমর কুমারকে আদালতে উপস্থিত করিল। এবার বিচার ভার সিনিয়র ডেপুটী বাবুর উপর না পড়িয়া সাহেব হাকিমের উপর পড়িয়াছে। ইনি আলিপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্। সেই পূর্ব্ব পরিচিত গাড়ীর সহিস্ ও কোচ্‌ম্যান চোর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। প্রধান সাক্ষী মানিকতলার পোলের ধারের একজন পোদ্দার। পূর্ব্ব মকদ্দমার মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কনকপ্রভা ও তাহার আর দুইজন সঙ্গিনীও

অপরাধিনীরূপে আদালতে হাজির হইয়াছে। যে চরণ-পদ্ম চুরি গয়াছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি সে অলঙ্কার এমন অবস্থায় ছিল যে, কনকপ্রভা তাহা তাহারই অলঙ্কার বলিয়া চিনিতে পারিল ও সনাক্ত করিল। কনকপ্রভার বিপদে ব্যথিত বাবুদলের লোকজনে আদালতগৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার কোন কোন লক্ষপতি জমিদার নন্দন নিজ নিজ শকটে অবস্থান-পূর্ব্বক মামলার তদ্বিরে ব্যস্ত। সকলেরই চেষ্টা বর্দ্ধমানের গোলাপবাগের ফোট ফোট গোলাপ ফুলের মত কোমল সুন্দর কান্তিপূর্ণ কামিনীত্রয় কোন প্রকারে ক্লেশ না পায়, তাহাদের বাঁচাইতে আজ দু'দশ বা বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিতে বদ্ধপরিকর, এমন লোকও আজ আদালতের আশে পাশে বর্ত্তমান।

প্রচুর অর্থ ব্যয়ে পোদ্দারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সে ব্যক্তি নিতান্ত ধর্ম্মভীরু বলিয়া ও বিশেষ ভাবে সম্পূর্ণরূপে পুলিসের তত্ত্বাবধানে নজরবন্দী বলিয়া তাহার নিকট পৌঁছান ঘটে নাই, বাবুদের বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। আর এক কথা পোদ্দার গণেশলাল শীল দিন আনে দিন খায়। সামান্য কিছু মূলধন লইয়া কারবার করে, সে ব্যক্তি ধড়িবাজী ও বদমায়েসী, বা জাল জুয়াচুরির ধার ধারে না, সুতরাং তাহাকে হস্তগত করার সুবিধা হইল না। শেষে পুলিসকেও অনেক টাকা দিয়া মামলাটা হালকা করিয়া দিবার জন্য বড় বড় উপরোধ অনুরোধ আসিয়াছে, পুলিসের পক্ষে দশ টাকা লাভের সুযোগ ঘটে নাই এমন নহে, কিন্তু কিছুতেই সুবিধার সম্ভাবনা হয়

নাই বলিয়া মানিকচাঁদেরা মনের ক্লেশে ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন।

মকদ্দমার ডাক হইল। কলিকাতা পুলিসের রাইটার কনষ্টবল কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠিয়া মকদ্দমার প্রাথমিক বিবরণ উপস্থিত করিল। সে বলিল প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল এই মকদ্দমার প্রথম বিচারে আমার ভগ্নীপতি অমর কুমার বসু অপরাধী স্থিরীকৃত হইয়া অত্র আদালতের সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়। অমর কুমার কলিকাতার পদস্থ ধনকুবের দলের অল্প বয়স্ক সন্তানদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ঘোরা ফেরা করিলেও সে সংভ্রান্ত বংশসম্ভূত, নিজেও নিরীহ ও শান্ত স্বভাবের যুবক। সে ঐ চরণ-পদ্ম চুরি করে নাই, আমার এইরূপ বিশ্বাস থাকায়, আমি মাণিকতলার পোদ্দার গণেশলাল শীলের সঙ্গে দেখা করিয়া, তাহার সাহায্য প্রার্থনা করি ও তাহাকে বলি "দেখ, তুমি এই চুরি ধরার বিষয়ে একটু সাহায্য করিলে হয়ত আমার ভগ্নীপতি খালাস পাইতে পারে।" সে বিনাদোষে দণ্ড পাইয়াছে, সে আদালতে নির্দ্দোষ প্রমাণীত হইতে ও মুক্তিলাভ করিতে পারে। গণেশ বৈষ্ণব মানুষ, সে সাহায্য করিবার সুযোগ ঘটিলে, সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করে।

যে গাড়ীতে এই গহনা চুরি যায়, সেই গাড়ীর গাড়োয়ান ২ নং আসামী ওস্মান আলি মাঝে মাঝে পোদ্দারের বাড়ীর মেয়েছেলেদের গঙ্গাস্নানে ও নানা স্থানে কুটুম্ববাড়ী লইয়া যায়, আমি সর্ব্বদাই একটু নজর রাখিতাম। পরে একদিন ২নং আসামী ওস্মান আলি

পোদ্দারকে বলে "বাবু, একখানা ভাঙ্গা সোনার গহনা তাহার গাড়ীর সইস ১নং আসামী বাহাদুর খাঁ পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে, তুমি যদি সে খানা, সোনার দরে কিনিয়া ন্যাও, তা হ'লে লোকটার উপকার হয়।" এই কথা বলায় পোদ্দার অতি গোপনে সে গহনা আনিতে বলে, তদনুসারে কোচম্যান্ ২নং আসামী ওসমান আলির সঙ্গে সইস ১নং আসামী বাহাদুর খাঁ গত পরশ্বদিন সন্ধ্যার পর এই গহনা লইয়া পোদ্দারের দোকানে যায়। গণেশ ইত্যবসরে আমাকে গোপনে সংবাদ দেয়। সংবাদ পাইবামাত্র আমি তখনই মানিকতলা থানার হেড্ কনেষ্টবল রাসবিহারী দাসকে সঙ্গে লইয়া পোদ্দারের দোকানে উপস্থিত হইবামাত্র ১নং আসামী বাহাদুর খাঁ ও ২নং আসামী ওসমান আলি পালাইবার চেষ্টা করে। গণেশ তাহাদের জিনিস বাহাদুর খাঁর হাতে দিয়া বলে অন্য সময়ে আসিও এখন হবে না। গহনা লইয়া পলায়নের সময়ে আমার মৌখিক আবেদনে হেড কনেষ্টবল রাসবিহারী দাস এই দুই আসামীকে বামালসহ গ্রেপ্তার করে।

তৎপরে হেড্ কনেষ্টবল রাসবিহারী দাস নিজ এজাহারে সমস্ত বিবরণ বলিয়া গেলে পর, আসামীদ্বয়কে সনাক্ত করিবার জন্য অমর কুমারের ডাক হইল। অমর কুমার সাক্ষীর কাঠ গড়ায় উঠিয়া সইস ও গাড়োয়ানকে সনাক্ত করিলে পর আদালত হইতে ভগ্ন অলঙ্কার দেখাইয়া সনাক্ত করিতে বলায় অমর কুমার বলিল "বাগানে রাত্রিতে কনকপ্রভার পায় ঐরূপ গহনা সে দেখিয়াছিল। কিন্তু অলঙ্কার চুরি যাওয়া ও পরে এরূপ ভাবে ধরাপড়ার বিষয়ে সে কোন কথাই

জানে না, সুতরাং সে বিষয়ে সে কিছুই বলিতে পারে না। তবে কনকপ্রভার পায়ে যে গহনা দেখেছিল, এ ভাঙ্গা গহনা তাহারই অনুরূপ বোধ হইতেছে।" অমর কুমারের আত্মপক্ষ সমর্থনের এরূপ সুযোগ স্বত্বেও অপরাধীদ্বয়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিল না দেখিয়া, সাহেব হাকিম অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "এই গহনা এরা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তুমি কি মনে কর?" অমর কুমার বলিল "হুজুর কিছুই মনে করি না।" হাকিম "কেন"? সাক্ষী বলিল "হুজুর আমি চুরি করিতে দেখি নাই।" সাহেব হাকিম ক্ষণকাল নীরবে নত মস্তকে কি ভাবিয়া উকিলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "এরূপ নির্ভয়ে সাদা কথায় যে যুবক সাক্ষী দেয় ও সত্য কথা বলে, তাকে benefit of doubt দিলে কি ন্যায় বিচারে ব্যাঘাত হইত?"

কনকপ্রভা ও অপর দুইজন স্ত্রীলোক ঐ ভাঙ্গা গহনা কনকপ্রভার চরণ-পদ্ম তাহা স্বীকার ও সনাক্ত করিয়াছে। ইহার পর গণেশ লালের জমানবন্দী হইয়া গেলে, হাকিম আসামী পক্ষের উকিলকে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করিতে ও আসামী পক্ষের সাফাই থাকলে উপস্থিত করিতে বলিলেন। তখন উকিল বাবু বলিলেন "হুজুর আগামী কল্য জেরার আদেশ দিলে আমি প্রস্তুত হইতে একটু সময় পাইতাম। সবটা গুছাইয়া লইতে একটু বিলম্ব হইবে।" ঐতেই আসামী তরফের তদ্বিরকারীদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কারণ হাকিম আসামীদ্বয়কে হাজতের হুকুম দিয়া গহনার মালিকানী কনকপ্রভা ও অপর দুইজন

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীলোকের পর দিন আদালতে হাজির হইবার জন্য জামিন চাহিয়া বলিলেন "যদি এই মকদ্দমার আসামীদের দণ্ড হয়, তবে পূর্ব্ব আসামী খালাস পাবে, আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ঐ তিন জন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে নূতন মামলা রুজু হবে।"

"সর্ব্বনাশ! টাকা খরচে যদি না কুলায়" এই ভাবিয়া কনকপ্রভা ভয়ে অবসন্ন অবস্থায় কাঠগড়ার মধ্যে বসিয়া পড়িল। আর তাহার সঙ্গিনীরা কাঠগড়ার উপর হাতে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "ধর্ম্মাবতার! আমরা কেহই ত অমর বাবুকে চোর বলি নাই। আমরা সন্দেহমাত্র করিয়াছিলাম, হুজুর পূর্ব্ব মামলার নথি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন আমরা চোর বলি নাই। কেবল বলিয়াছিলাম তাঁহার সাফাই নাই। আমাদের কেবল সন্দেহ মাত্র।" হাকিম পুনরায় জোরের সঙ্গে বলিলেন "জামিন চাই।"

নগরান্ত বাসী কোন ধনী সন্তানের প্রধান কর্ম্মচারী পরদিন ঐ তিন জন স্ত্রীলোককে আদালতে হাজির করিবার অঙ্গীকার পত্র স্বাক্ষর করিয়া পাঁচ হাজার টাকার জামিন হইলেন। মামলা পরদিনে শুনানির জন্য মুলতুবী রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শেষ দিন কারাবাস

অমর কুমারকে সে দিন কারাগারে ফিরাইয়া আনিবামাত্র কারাধ্যক্ষ ও পাহারায় নিযুক্ত কারারক্ষীদল সমবেত হইল। কারাবাসীরাও যতদূর সম্ভব নিকটস্তর হইয়া, আদালতে অমর কুমারের কি হইল, জানিবার জন্য ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইল। কারাধ্যক্ষ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তবে খুব সম্ভব, তুমি কাল খালাস পাবে।" কারাগারের চারিদিক যেন জাগ্রত, সজীব ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সবগুলি লোক যেন আগামী কল্য কোন একটা অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইবে, যেন কোন জ্যোতিষ্কের অবির্ভাবে কোন অমূল্য নিধির আলোকে কারাগৃহের অবসাদভরা অন্ধকার কয়েক দিনের জন্য দূরীভূত হইয়াছিল, আবার "যে তিমিরে সেই তিমিরে" আচ্ছন্ন হইবে। এই ভাবিয়া সকলেই অবসন্ন হইয়া পড়িল। কয়েক দিনের জন্য প্রত্যেক কয়েদী দেহে প্রাণ পাইয়া যেন একটা নূতন জীবন লাভ করিয়াছিল। আবার মরার মত, দিনের পর দিন দুঃখকষ্ট ম্লান জীবনের মুহূর্ত্ত গণনা করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া কারাবাসীরা ব্যাকুল হইল।

কিন্তু অমর কুমারের মুক্তির সংবাদে সকলেই দুঃখে সুখ, বিষাদে আনন্দ, অশ্রুজলে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া তাহার প্রতি সমাদর প্রকাশ করিল। সকলেই এক বাক্যে বলিল "বেশ, তুমি ভাই বড় ভাল, তোমার ভাল হউক। আমরা চিরদিনই আঁধারে পচিবার জন্য জন্মিয়াছি, তুমি পথ ভুলে দুদিনের জন্য এখানে এসে আমাদের আঁধার ঘরে আলো জেলে গেলে কেন? আমাদের আঁধার যে আরও ঘন হ'লো, তার কি?

জয়পাল কোথায় কি কাজে ছিল, অমর কুমারের মুক্তির সম্ভাবনা সংবাদে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার এত আনন্দ হইয়াছে যে, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, বদনে বচন সরিতেছে না, অশ্রুজল লোচনসীমা অতিক্রম করিয়া গণ্ডে গড়াইতেছে, আনন্দের উত্তেজনাবশে মুখে একপ্রকার জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। জয়পাল বলিল, "বাবু তুমি দেবতা, দুদিনের জন্য এই নরকবাসীদের স্বর্গের সুধা পান করাইতে আসিয়াছিলে, কারাগারের ময়লা কয়লায় যে আগুন লাগাইলে, কয়লার কালোয় যে চারিদিক আলো করিলে, তা আর কোন দিন নিভিবে না। তুমি এসে দুদিনে যে দাগ রেখে গেলে, তা কখন মুছিবে না। এখনকার এক প্রাণীও কারাগারে থাকিতে তোমার কথা বলিতে ভুলিবে না। বাবু! তুমি নামে অমর, কাজেও তুমি জেলখানা জয় করিয়া অমর হইয়াছ। আবার বলি তুমি রাজা হও।"

অমর কুমার নির্ব্বাক। সর্ব্বজন পরিত্যক্ত দানব কুলের বিরহ-বেদনা; কাতর ক্রন্দন ও আকুল আবদার সে যুবকের হৃদয় মথিত

করিতে লাগিল। সে একটি কথাও বলিতে পারিল না সত্য, কিন্তু তাহার মুখের ভঙ্গিমায়, হৃদয়ের স্নেহ-মমতামাখা সমবেদনার ভাব, সমাদরের ইঙ্গিত, বিচ্ছেদের বিষাদ বেশ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। সে এই ভাবে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া বন্দীদের ভাবী বিরহ বেদনা ভোগ করিতে করিতে শেষে হৃদয়ের আবেগে বলিয়া ফেলিল, "কে বলে এ কারাগার? এ দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া এখন এখান হইতে বাহিরে যাইতে প্রাণ কাঁদে যে! এ সংসারে এত আদর, এত ভালবাসা ত আর কোথাও পাই নাই, কারাগার এমন নির্ম্মল আনন্দের জন্মস্থান হইল? আশ্চর্য্য বটে—কারারক্ষক ঐ কথা শুনিতে পাইয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন, "তুমি কয় দিনের জন্য আসিয়াছিলে বলিয়া, এ নরক স্বর্গের আকার ধারণ করিয়াছে। তোমার চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার নরক নরকের আকার ধারণ করিবে। তুমি যাদুকর কি এক যাদুবিদ্যা বলে, এই দুরন্ত মানুষ সব বশ করেছ, বিধাতা তোমাকে মানুষ বশ করিবার, মন্দকে ভাল করিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দিয়াছেন, সাবধানে ব্যবহার করিলে তোমার দ্বারা সংসারের অনেক উপকার সাধিত হইবে।"

পরদিন বেলা ১২টার সময়ে আদালতের বিচারে ১নং আসামী বাহাদুর খাঁ ও ২নং আসামী ওসমান আমির প্রতি ক্রমান্বয়ে এক বৎসর ও নয় মাস সশ্রম শ্রীঘর বাসের আদেশ হইল। আর পূর্ব্ব মামলার বাদিনী ও তাহার সঙ্গিনীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে আদালতে নালিস রুজু করিবার আদেশ সহ অমর কুমারকে ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম হইল। অমর কুমার ইচ্ছা করিলে, কনক-

প্রভা ও তাহার দলের বিরুদ্ধে নালিস করিতে ও তাহাদিগকে বিপন্ন করিতে পারে শুনিয়া তাহাদের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িবার উপক্রম করিল। কনকপ্রভা, তাহার গঙ্গাজল ও চোখের বালি তিন জনেই চোখে সরিষা ফুল দেখিতে লাগিল। তাহারা ভয়ে অবসন্ন দেহে কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িল।

ক্ষণকাল পরে স্ত্রীলোকত্রয় অতি কষ্টে একটু অগ্রসর হইয়া অমর কুমারের পায়ে গড়াইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, "অমর বাবু! আমরা না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাদিগকে মাপ করিয়া রক্ষা কর।" ইহারা যখন অমর কুমারের পায়ে পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়া কান্নাকাটি করিতেছে, অমর কুমার তখন সাহেব বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলিতেছে "ধর্ম্মাবতার এই আদালতের বিচারে আমি আজ নিরপরাধী বলিয়া অব্যাহতি পাইলেও, আদালতের বাহিরে, আমার আত্মীয় স্বজন, জাত ভাই, বন্ধু বান্ধব কি আমাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিবে? জেলে যাওয়ার জন্য আমার ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে, সে হারাণ ধন কেমন করে পাব বলে দিন, আমাকে কেহই জায়গা দিবে না, কেহই বিশ্বাস করিবে না, কোথাও কাজ কর্ম্ম ক'রে খাবার উপায় হবে না। আমি ভদ্রসন্তান, আমার উপায় কি হবে?"

হাকিম বলিলেন, "আমি তোমার ব্যবহারে খুব খুসি আছি, তুমি খুব ভাল ছোক্‌রা, আজ তুমি খুব খাটি সত্য কথা বলেছ, এতগুলি সত্য কথা তুমি না বলিলেও পারিতে, আমি তোমার উপর খুব খুসি আছি। আমি একখানা চিঠি দিয়া তোমাকে এক সাহেবের

নিকট পাঠাইতেছি, তুমি সেখানে গেলে কাজ পাবে, আর যদি এই রকম দল ছেড়ে ভাল লোকদের মত চল, আর সাহেবকে খুসি কর্‌তে পার, তা'হলে পরে তোমার ভাল হবে।" এই কয়টি কথা বলিয়া হাকিম বাহাদুর একখানি ছোট্ট চিঠি লিখিয়া তাঁহার এক সওদাগর আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র-খানি এই :—

Alexander Yule Exq.
Commercial Buildings
Clive Street.

Dear Uncle

Yesterday at dinner you were telling your dear Kitty that you wanted a native lad of smart parts to serve you as a Sarcar boy, I heard it and I think I have got such a one. The bearer of this note is a good and clever boy and appears to be useful to you. His greatest virtue is his truth telling habit, even when it costs him a deal, which is a rare thing in boys in general, kindly see if you can provide him with the job.

Your Charlie

অমর কুমার চিঠি লইয়া আদালতের বাহিরে আসিবে এমন সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, "তোমার সত্য কথার জন্য আমি তোমাকে আমার পকেট হইতে এই পঞ্চাশ টাকা বক্‌সিস দিতেছি। এই টাকায় এখন তোমার খরচ চলিবে।"

অমর কুমার বলিল "হুজুর সত্যি কথা বলেছি বলে বক্‌সিস কেন নেব? আমি উপস করবো, তবু কথা বেচে খাব না।" হাকিম ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া কথাটার তাৎপর্য্য অনুভব ও সম্ভোগ করিয়া, পরে যুবককে বলিলেন "যে কয় দিন কাজ না হবে, অথবা কাজ হ'লেও বেতন পেতে বিলম্ব হ'লে কি করে চালাবে? এই টাকা নিলে তোমার চলে যাবে; নাও!" অমর কুমার বলিল "আপনি দয়া করে আমাকে ১০৲ টাকা সাহায্য করুন, দশবার সেলাম করে তা নেবো, কিন্তু আমার কথার মূল্য ব'লে এক পয়সাও নেবো না।" সাহেব বলিলেন "আচ্ছা তাহাই কর।"

অমর কুমার সাহেবের প্রদত্ত টাকা হইতে দশটি টাকা লইয়া বাকি চল্লিশ টাকা ফেরত দিতেছে দেখিয়া সাহেব আবার বলিলেন "এ আবার কি?" অমর কুমার বলিল "ধর্ম্মাবতার আমার দরকার ১০৲ টাকা, আমি ৫০৲ টাকা কেন নেব?" সাহেব হাকিম অমর কুমারের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে ৪০৲ টাকা ফেরত লইয়া পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিলেন "You are destined to be good and great. Go, if you fail here, see me again."

অমর কুমার কাঠগড়ার বাহিরে যাইবার সময় তাহার পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া চলিয়া যাইবে, এমন সময় কনকপ্রভার দল, তাহার উকিল, মোক্তারদল, তাহার পৃষ্ঠপোষক বড় বড় বাবুদের মোসাহেবের দল, পেয়াদা পাইক ও স্তাঙাৎ সজ্জন, অমর কুমারকে চারিদিক হইতে ঘেরাও করিল ও "নরম গরম পত্রমিদং

কার্য্যনঞ্চাগে" উহাদিগকে অব্যাহতি দিবার দরবার আরম্ভ করিল। অনেক অনুনয় বিনয়, অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক পীড়াপীড়ি, এমন কি ভদ্রলোকের ছেলের পক্ষে ইজ্জৎ হানিকর ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া কিছু খেসারৎ বলিয়া টাকা কড়ি দিবার প্রলোভন ও সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রদর্শন চলিতে লাগিল। প্রয়োজন হইলে, আদালতে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনাও দাখিল করিতে প্রস্তুত এ কথাও বলিল। এই সকল ব্যাপারের মাঝখানে অমর কুমার কেবল একটি কথা বলিয়া চলিয়া গেল। "লিল আজ আমার উদ্ধার সাধনের সহায় আমার শ্যালক কার্ত্তিক বাবুর উপর সমস্ত ব্যবস্থার ভার রহিল। তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে।

দ্বিতীয়-স্তবক

অমর-ধাম

দ্বিতীয় স্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

চাকুরির চেষ্টা

অমর কুমার সাহেবের পত্র লইয়া ইউল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আলিপুরের আদালত গৃহ ত্যাগ করিয়া, যাইবার সময়ে শ্যালক কার্ত্তিক চন্দ্র বলিল, "ভাই! আজ সন্ধ্যার সময়ে একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করিও। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার মায়ের চোখে ছানি পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। আমার মায়ের অবস্থা দেখে আমারও ঘরে থাকা দায় হয়ে পড়েছে। একবার যাবে?" অমর বলিল "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, অবস্থা ভাল না হ'লে, আত্মীয় স্বজনের কাহাকেও মুখ দেখাইব না। আগে

ভাল হই, আর অবস্থা ভাল করি, পরে যাব, মাকে এই কথা বলিবে। বলিবে তাঁহার জামাই জামাইএর মত হ'য়ে তাঁকে প্রণাম কর্ত্তে আস্‌বে।" কার্ত্তিক আবার বলিল "আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তে হবে না, কেবল একবার মাকে দেখা দিয়ে চলে আস্‌বে।" অমর কুমারকে এ বিপদে উদ্ধার করার জন্য শ্যালক কার্ত্তিক চন্দ্রের অসঙ্গত শ্রম স্বীকার, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পথে পথে, পুলিশে ও জেলখানায় দৌড়াদৌড়ি স্মরণ হওয়াতে একটু মিষ্ট ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল "ভাই! পণ ভঙ্গ করে কি সুখী হবে?" বলিতে বলিতে কার্ত্তিক চন্দ্রের দিকে তাকাইবামাত্র অমর কুমার দেখিল কার্ত্তিকের চক্ষে ক্ষরিত অশ্রু সংগ্রামের আভাস দিতেছে, দেখিয়া অমর কুমার স্থির ও কঠোর থাকিতে পারিল না। বলিল "যেখানে চলেছি, সেখানে কাজ কর্ম্মের সুবিধা হয় ত যাব। নতুবা যাব না।" বলিয়া পলায়ন করিল। দৌড়িতে দৌড়িতে কার্ত্তিককে বলিয়া গেল, ঐ গুলার সঙ্গে একটা লেখা পড়া ও ঘা'ট স্বীকার করাইবার ভার তোমার উপর। যাহা করিবে আমি তাহাই স্বীকার করিয়া লইব।

কনকপ্রভা ও তাহার বন্ধুরা এখন কার্ত্তিক চন্দ্রের কৃপাদৃষ্টি লাভের চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহার নিকটে আসিল, তাহাদের উকিল আসিয়া কার্ত্তিক চন্দ্রকে বলিলেন "মহাশয় এখন আপনি যা করেন। এরা মেয়েছেলে, না বুঝে এক কাজ করেছে, দয়া করে এদের ছেড়ে দিন। আপনি সেরূপ ইঙ্গিত করিলে, এখনই একটা লেখা পড়া করে আদালতে দাখিল করে দিই, কি বলেন?"

কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "মহাশয় আপনারা ব্যাপারটা যত সহজ ভাবিতেছেন, ও যত হাল্‌কা বলিয়া আমাকে বুঝাইতেছেন, বিষয়টা আপনার মত তত হাল্‌কা নয়। এদেরই আয়োজনে ঐ ভদ্র লোকের ছেলে প্রায় দেড়মাস বিনা দোষে জেলে পচ্‌লো। আপনি কি ভাবছেন, এখন ওরা স্ত্রীলোক ব'লে, হাসিমুখে বাড়ী গেলেই বেশ সব মানায় ভাল, এই কি আপনার কথা? আমি আগামী কল্য অমর কুমারকে আনাইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে আদালতের আদেশ মত নালিস রুজু করিব। গতকল্যকার মত আজ উহারা পূর্ব্ব জামিনে আবদ্ধ থাকিবে। আমি এখনই সেই মর্ম্মে আদালতে অমর কুমারের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত দাখিল করিয়া দিয়াছি। উকীল বাবু তবায় এই সংবাদ তাঁহার মক্কেলদের গোচর করিলেন।

কনকপ্রভা নিতান্ত কাতর ভাবে কার্ত্তিক চন্দ্রের কাছে আসিয়া বিনয় নম্র ভাবে বলিল "এমনটা হয়েছে আমরা বুঝ্‌তে পারিনি, না বুঝে অন্যায় করেছি, বাবু। আর আমাদের আদালতে হাজির করিবেন না। দয়া করে ছেড়ে দিন। হাজার হোক আমরা মেয়ে ছেলে, অত শত কি বুঝেছিনুম? এমন সময় সেই আলিপুরের আদালত প্রাঙ্গনের পার্শ্বস্থিত একখানি ব্রুহাম হইতে এক গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি বাবু বাহির হইয়া কার্ত্তিক চন্দ্রকে ডাকাইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র দূর হইতে বাবুকে নমস্কার করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "এ বিষয়ে এখানে আজ কাহারও সঙ্গে কোন কথাই হইবে না। যাহা হয়, কাল বেলা এগারটার পর আদালত গৃহেই স্থির হইবে।" তখনই বাবুটি নিকটে আসিয়া একটু মৃদু মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন

"আপনি কি চান্! এই তিনটি স্ত্রীলোক জেলে যায়, এই কি আপনার ইচ্ছা?" কার্ত্তিক চন্দ্র একটু কম্প স্বরে বলিল "ভদ্র-লোকের ছেলে, যখন আপনাদের দলে পড়ে জেলে গিয়াছিল, তখন কোথায় ছিলেন? তাকে বাঁচাতে আসেন নি কেন? আজ ভারি দয়ার দাবি দেখাইতেছেন! থাক্ সে সব কথার প্রয়োজন নাই, আজ আমি কিছুই বলিতে পারিব না। অমর কুমারের অভিপ্রায় মত কাল আদালতে যাহা হয় একটা স্থির হইবে।" এমন সময় পূর্ব্ব জামিন বাহাল রহিল বলিয়া আদালতের আদেশ বাহির হইল। সকলেই চলিয়া গেল।

ক্লাইভ্ ষ্ট্রীট কমার্শিয়াল্ বিল্ডিংয়ে উপস্থিত হইয়া অমর কুমার ইউল সাহেবের আফিস্ খুঁজিয়া বাহির করিল। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়াছে, সাহেব টিফিনের পর কাজে বসিয়াছেন, এমন সময়ে অমর কুমার ইউল সাহেবের বেয়ারার হাতে পত্র খানি দিয়া সাহেবকে দিতে বলিল। বেয়ারা তাহাকে বসিতে বলিয়া সাহেবের ঘরে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া অমর কুমারকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল।

অমর কুমার ইতিপূর্ব্বে আর কখন কোনও কারণে কোন কাজের অনুষ্ঠান সময়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করে নাই; আজ সর্ব্ব প্রথম দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের নাম আপনা আপনি অমরের কণ্ঠে উচ্চারিত হইল। ধীর পাদ-বিক্ষেপে অমর কুমার সাহেবের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নানা চিন্তার ভারে তাহার মুখে কোন কথা বাহির না হইলেও, সে

সাহেবের সম্মুখস্থ হইবামাত্র আপনা আপনি সম্ভ্রমে মস্তক নত করিল, কিন্তু ঠিক কপালে করস্পর্শ করিয়া সেলাম ও করিল না। সাহেব তাহার মুখে অঙ্কিত মনের ভাবকে সেলাম বলিয়াই বুঝিলেন।

সা। তোমার নাম কি?

অ। অমর কুমার বসু।

সা। বসু ভদ্র জাতি, না?

অ। কায়স্থ। এদেশে ব্রাহ্মণের পরেই কায়স্থ জাতি।

সা। লেখা পড়া জান?

অ। ইংরাজী বাঙ্গালা দুই সামান্য কিছু জানি।

সা। হাট বাজার করিতে পার?

অ। খুব ভাল পারি।

সা। আর কি কাজ খুব ভাল পার?

অ। কি বলিবে ভাবিয়া পায় না। এমন সময়ে কে যেন বলাইল "টাকা কড়ি আদায় করিতে ও হিসাব রাখিতে পারি।"

সা। টাকা কড়ি আদায়ের কাজে বিশ্বাস করে ঠক্‌তে হবে না?

অ। আমি সে কথা কেমন করে ব'লবো? খুব অল্প কাজ দিয়ে দেখ্‌তে পারেন।

সা। কত বেতন হ'লে কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে?

অ। জানি না, যা দেবেন, তাতেই কাজ কর্ব্বো। আমার খরচ চল্লেই হ'লো।

সাহেব নিজের বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া এক টুক্‌রা কাগজ, অমর কুমারের হাতে দিয়া বলিলেন "তুমি কাল সকালে সাতটার সময়ে এই ঠিকানায় আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিবে। আমি তোমাকে কালই কাজ দিব। এখন তুমি যাও। এইবার অমর কুমার সাহেবের হাত হইতে ঠিকানা লইয়া চলিয়া আসিবার সময় সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিল "আমি কাল ঠিক সাতটার সময় এই ঠিকানায় হাজির হবো।"

অমর কুমার বাহিরে আসিল, এইবার তাহার নিজের সমস্ত কথা স্মরণ হইল। দৌড়াদৌড়ি, ভাবনা চিন্তা ও গুরুতর শরীরিক ও মানসিক শ্রম নিবন্ধন একটু বসিবার, একটু বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা হইল। খিদেও পেয়েছে, তৃষ্ণারও সীমা নাই, তখন অমর কুমার বেজা ময়রার দোকানে গিয়া বসিল, একটু বিশ্রাম করিয়া কয়েক পয়সার খাবার লইবার সময় জিজ্ঞাসা করিল "নোটের টাকা হবে?"

দো। (একটু রুক্ষ স্বরে) কত টাকার?"

অ। দশ টাকার।

দো। এই বই ত নয়? আমি এলি বা দুশ পাঁচশ।

অ। আমরা গরীব লোক, দুশ পাঁচশ কোথায় পাব ভাই।

দো। আপনি জল খাবার খাবেন্ খান্, অত কথায় দরকার কি?

অমর কুমার দেখিল লোকটা সুবিধার নহে, হাতে মুখে জল দিয়া খাবার লইয়া খাইতে খাইতে নিজে নিজেই বলিতেছে "এ দুনিয়ার এ চিড়িয়া খানায় হরেক রকম বোল শুনতে পাওয়া যায়।" এক

ভদ্রলোক পাশে বসিয়া জল খাইতে ছিলেন, তিনি পূর্ব্বাপর সব কথাগুলি শুনিয়াছেন, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন "পিপ্ড়ের পালক উঠে মরিবার জন্য।"

অ। কেন মহাশয়, এমন কথা বল্লেন? আমার কি কিছু দোষ হয়েছে?

ভ। না বাবা! তোমাকে বলি নাই।

দো। দাদা ঠাকুর তিরস্কারটা কি তবে আমার উপর পড়িল?

ভ। নিরীহ ভদ্রলোকের ছেলেকে বিনা দোষে অতগুলি কথা কেন শুনাইলে বলত? বেগুনি ফুলুরি, সন্দেশ রসগোল্লা বেচে খাও, না হয় কিছু পয়সাই করেছ, সে পয়সা যেতে কতক্ষণ, শুধুশুধু লোককে রুক্ষ কথা ব'লো না।

দো। (অমর কুমারকে লক্ষ্য করিয়া) বাবু কিছু মনে কর্‌বেন না, মাপ্ কর্‌বেন্।

আজ দেড়মাসের পর অমর কুমার বাহিরের বায়ু সেবন করিয়া নূতন মানুষ হইয়াছে। কারাবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বাহিরের বায়ু সেবন ও কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরের বায়ু সেবনে কত প্রভেদ, তা ত সকলে অনুভব করিতে পারিবে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক থাকা মানুষের পক্ষে যে কি গুরুতর দণ্ড, তাহা মুক্ত বায়ুসেবীর পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। আবার যদি সেই দণ্ড বিনাদোষে, অকারণে, অবস্থার ফেরফারে ঘটিয়া যায় ও মানুষকে তাহা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার তীব্রতা

আরও ভীষণ আকার ধারণ করে এবং তাহার দ্বারা মানুষকে আইন-আদালত, নিয়ম-কানুন, বিধি-ব্যবস্থার বিদ্রোহী করিয়া তুলে, এই শ্রেণীর নির্দোষ ব্যক্তিও, সময়ে সমাজ ও শাসনদ্বেষী ও অত্যাচারী হইয়া উঠে, ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম।

অমর কুমার এই সাধারণ অবস্থা অতিক্রম করিবার শক্তি ও ভাগ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা না হইলে, এক কণ্ঠস্বরের গুণে পরিচিত অপরিচিত, স্বদেশী বিদেশী, শিষ্ট দুষ্ট সকলেই কেন সহজে তাহার বশ হইবে? মানুষ সাধারণতঃ অল্পাধিক একটা না একটা শক্তি বল, ভাগ্য বল, প্রাক্তন বল, লইয়া এ সংসারে ভূমিষ্ঠ হয়, অনেক স্থলেই তাহারা নিজের দোষে তাহা হারাইয়া ফেলে। ভাগ্য পরীক্ষায়, সেই বিধাতা প্রদত্ত সম্বল হারাইয়াই মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। তবে নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ ভোগের জন্য কেহ সংসারে আসে না। সেই সম্বল যাহাদের জীবন গঠনের মূলধনে পরিণত হয়, তাহারাই সংসারে কিছু করিতে পারে। অমর কুমার এই মূলধনের সর্ব্বপ্রথম অপব্যবহারে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিয়াছে। পরে কোথায় কি ভাবে এই অভিমানী ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকের জীবন-গতি চালিত হইবে, তাহাই দেখিবার বিষয়। অল্পকালব্যাপী কারাবাস যদি তাহার জীবনের উপর কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত সে জীবনের দুর্গম পথে জয়লাভ করিলেও করিতে পারে। কিন্তু এ পথ—সংসারের এ পথ, এমনই পিচ্ছিল, তাতে আবার এ সংসারের মায়া ও মোহমুগ্ধ মানবসঙ্গ পদে পদে যেরূপ বিপদের, তাহাতে আত্মরক্ষা ভূত সহজ ব্যাপার নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক চন্দ্রের বাড়ী

কলিকাতার পূর্ব্বদিকের মহারাষ্ট্র খাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশটাকে গড়পার বলে। এখানে 'গড়পার' নামে একটা রাস্তাও আছে। ঐ গড়পার রোড্ পূর্ব্বমুখে 'বিপ্রদাস রোডে' গিয়া মিলিত হইয়াছে। 'বিপ্রদাস রোডের' পূর্ব্বোত্তর দিকের পাড়ার মধ্যে একটি অপ্রশস্ত গলির মধ্যে পঞ্চান্ন গ্রাম তৌজিভুক্ত আন্দাজ পাঁচ কাঠা নিষ্কর ভূমির উপর কার্ত্তিক চন্দ্রদের ক্ষুদ্র একটু বাগানের মধ্যে তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। জমির উত্তর পশ্চিম সীমায় পূর্ব্বমুখে দুটি ও তাহাদের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ একটি ঘর। দক্ষিণের ঘরটিকে বাহিরের ঘরও করা যায়। বাড়ীর অপর সমস্ত দিকটা অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত। উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রাচীরের বাহিরে ভূমিখণ্ডের অবশিষ্টাংশ লোহার তারের বেড়ায় ঘেরা বাগান। উত্তর দিকের প্রাচীরে, ভিতর দিকে পাকশালা, বাহিরের দিকে একখানি গোয়াল ঘর, গোয়ালে গোবৎস-সহ একটি গাভী প্রতিপালিত হয়। একটু দুগ্ধও হইয়া থাকে। গাভীটির নাম 'গৌরী' ছোট্ট বাছুরটির নাম 'গণেশ'। বাড়ীতে

একটি পোষা কুকুর আছে। নাম বাঘা। রাত্রিতে তাহার চৌকিদারীর ফলে পাড়ায় চোরের অত্যাচার নাই। একটি পোষা বিড়াল আছে, নাম 'ষষ্ঠী'। সংপ্রতি তাঁহার ছোট্ট ছুটি শিশু লইয়া সে নিজে এবং বাটীর কন্যাদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী পরমানন্দে সময় কাটাইয়া দিতেছে।

গোয়াল ঘরের দিকে উত্তর সীমানায় কয়েক ঝাড় কলা গাছ, সর্ব্বদাই পাতা, থোড়, মোচা, পাকা ও কাঁচ কলায় গৃহের অনেক অভাব দূর করিয়া থাকে। ঐ অঞ্চলে গৃহিণীর সামান্য মূলধনের কারবার। কতকগুলি নারিকেল ও সুপারীর চারা তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। পূর্ব্বদিকে প্রাচীরের বাহিরে, তারের বেড়ার মধ্যে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর ভূমিতে কার্ত্তিক চন্দ্রের পিতার আমলের একটু ক্ষুদ্র "নরসরি" ক্ষেত্র। এখানে নানা জাতীয় ফল ফুলের চারা ও কলম্ প্রস্তুত হইয়া মজুত। নানা স্থানের লোক আসিয়া নারিকেল, সুপারী ও নানা জাতীয় আমের কলম, জাম, গোলাপ জাম ও জামরুলের চারা ও কলম্, বিবিধ জাতীয় গোলাপ ও অন্য নানা ফুলের চারা ও কলম্ ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। এতেই কার্ত্তিক চন্দ্রের ক্ষুদ্র সংসার কায় ক্লেশে চলিয়া যায়। ভাত কাপড়ের কষ্ট হয় না।' ইহার উপর কার্ত্তিক চন্দ্র, মাসে মাসে কয়েকটি টাকা আনিয়া মায়ের হাতে দেয়, তাহাতে অভাবের মাত্রা আরও একটু কমিয়াছে।

বাড়ীর বাহিরে, দক্ষিণ দিকে, সম্মুখের খোলা ভূমিটুকু দেখিলে, সে স্থানটুকুর সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য এতই মনোমুগ্ধকর যে, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে, চক্ষু ফিরাইতে পারা যায় না, চারিদিক

যেন ডাকিয়া বলিতেছে, আমাকে আগে দেখ। আগন্তুক কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা আগে দেখিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভোরপুর হইয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। সে সৌন্দর্য্য সম্ভোগ সম্ভব, কিন্তু কবির কাব্যে তাহা ফুটাইয়া তোলা কঠিন কাজ। সে বেশ দৃশ্যটুকু। প্রবেশ দ্বার হইতে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে রজনীগন্ধার শীষগুলি মস্তকে পুষ্পগুচ্ছ ধারণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে চারিদিকে আপন গন্ধ বিস্তারের আয়োজন করিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে পথের উভয় পার্শ্বে নানা জাতীয় গোলাপের ঝাড়, মুকুল ও ফুলে সজ্জিত হইয়া আপনার আনন্দে আত্মহারা। ইহার পর পথের উভয় দিকের ক্ষেত্রাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রে এক একটি মার্শালনীলের ও পরে পরে দুদিকে দুটি মাধবীর মণ্ডপ, ঐ মণ্ডপ চারিটির চারিদিকে অন্যান্য নানা জাতীয় ফুল গাছের কেন্দ্র। ইহাদের পর একটু দূরে কাঁঠালী চাঁপার কাটাছাটা বন। সে ব্যবস্থা—সে ব্যবস্থার অন্তরালে লুক্কাইত রুচিটুকু বড়ই চিত্তাকর্ষক। সে ব্যবস্থা হইতে, ঐ ক্ষুদ্র গৃহের রুচিপ্রবৃত্তিরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়ীর দক্ষিণ দিকের সীমানায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় কোণে দুটি বকুল গাছ ধীরে ধীরে আপনার আয়তন বৃদ্ধি করিতেছে, আর প্রবেশ দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি স্বর্ণচম্পক, আর তাহাদের নিকটেই দুদিকে দুটি কামিনীর ঝাড়।

এতগুলি নির্ম্মল পবিত্র ও সুন্দর স্বর্গীয় দ্রব্যের সঙ্গ যাহারা নিত্য নিত্য সম্ভোগ করে, তাহারা এই সংসারের অর্থসম্পদপুষ্ট

জনমণ্ডলীর দৃষ্টিতে যতই সামান্য হউক না কেন, তাহারা যে সৎ ও সুন্দর সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। এ সুন্দরকে যাহারা গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহারা নিজে সুন্দর না হইলে, কখনই পারিবে না। বিধাতা সকলকেই সব উপকরণ দিয়াছেন, বুদ্ধিও দিয়াছেন, কিন্তু গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা, আগ্রহ ও প্রবৃত্তি লইয়াই মানুষ আপন পথে চলে। এই ক্ষুদ্র গৃহের গৃহিণী, ছেলেটি ও মেয়ে দুটি নিয়ে এমন পথে চলিয়াছেন, যাহাতে এই সৎ ও সুন্দরের একত্র সমাবেশ সম্ভব হইয়াছে। ইহাই ঐ গৃহের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহাদের বাহিরের ধন দৌলত কিছুই নাই, কিন্তু স্বভাব সৌন্দর্য্যে ইহারা প্রতিবেশীদের প্রিয় ও আপনাদের ব্যবহারে আপনারা সন্তুষ্ট।

এই সদা সন্তুষ্ট ক্ষুদ্র গৃহের দক্ষিণের ঘরের বাহিরে রকে এক খানি পিতার আমলের পুরাতন চেয়ারে বসিয়া কার্ত্তিক চন্দ্র তাহার মায়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। মা ঘরের দরজায় একাকিনী বসিয়া পুত্রের কথা শুনিতেছেন, ও প্রয়োজনমত প্রশ্ন করিতেছেন। দুটি বোন্ কার্ত্তিক চন্দ্রের চেয়ারের উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মীসরস্বতীরূপে দাঁড়াইয়া মা ও ছেলের কথা শুনিতেছে; উভয়ের কাহারও মুখে একটি কথাও নাই। নিস্পন্দ ও শান্ত ভাবে নীরবে কথা গুলি শুনিয়া যাইতেছে। সহসা দেখিয়াই বোধ হইবে যেন, কোন নিপুণ কুম্ভকার (কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকাশিল্পী) দুটি সুন্দরী-কিশোরী মূর্ত্তি গড়িয়া ঐ পুষ্পোদ্যানের শোভা বর্দ্ধনের জন্য স্থাপন করিয়াছে। আর কার্ত্তিক চন্দ্র সেই পুতুল দুটির মধ্যস্থলে স্থিত কাষ্ঠাসনে বসিয়া

মায়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অবশ্য এই রকম্ টা হ'লেই ভাল হ'ত, কিন্তু তা হ'লো না।

কার্ত্তিক চন্দ্র মায়ের শেষ কথার উত্তর দিতে গিয়া বলিলেন, "অমর যেথানে গিয়েছে; সেথানে তার একটা কাজ কর্ম্মের আশা পেলে, সে নিশ্চয় আজ তোমার সঙ্গে দেখা কত্তে আস্‌বে, সে যেমন তেমন ছেলে নয়, যখন ব'লেছে, সুবিধা হ'লে আস্‌বে, তখন অবশ্যই আস্‌বে। দুই বোন্ এই কথা শুনিয়া পুত্তলিকার জড়ত্ব পরিহার করিয়া একবার পরস্পরের দিকে তাকাইতে না তাকাইতে, অমর কুমার, সেই সন্ধ্যার ছায়া পাতে ছায়ার ন্যায়, পুষ্পোদ্যানের প্রান্ত ভাগে অগ্রসর হইতেছে, দেখা গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুরালয়ে অমর

কার্ত্তিকচন্দ্র দূরে দৃষ্টিপাত করিয়া মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, ঐ দেখ, অমর কুমার আসিতেছে।" গৃহিণী দূরে জামাতাকে আসিতে দেখিয়া কন্যাদ্বয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতে, কন্যাদ্বয় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। গৃহিণী গাত্রোত্থান করিলেন। কার্ত্তিক চন্দ্র আসন ত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানের দ্বারদেশে দৌড়িলেন, সেখান হইতে সাদরে অমর কুমারের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "মা একবারে অস্থির হইয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, আর যত বিলম্ব হইতেছে, ততই নিরাশ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিলেন, আমি তাঁকে বল্লুম, সে অবশ্যই আসিবে, বলিতে বলিতে তোমাকে দেখ্‌তে পেলুম।"

অমর কুমারের হাত খানি ধরিবামাত্র অমর কুমার নিতান্ত কাতর হৃদয়ে দাঁড়াইয়া বলিল "ভাই! মায়ের কাছে আমার মুখ দেখাইতে লজ্জা হইতেছে, আমি তোমার ঋণ কোন দিন শোধ করিতে পারিব না, তাই তোমার অনুরোধ রক্ষার জন্য এসেছি,—আজ আমাকে এখান থেকেই বিদেয় দাও, আমি আজ আর যাব না।"

বলিতে বলিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। কার্ত্তিকচন্দ্র অমর কুমারকে সাদরে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন "কেঁদ না, মান সম্ভ্রম সবই যখন বজায় থেকেছে, তখন আর কান্না কেন? বিপদ আপদ সকলেরই হয়. ওকি ছি! কেঁদ না, তোমাকে কাঁদতে দেখ্‌লে বাড়ীর সকলেই কাঁদিয়া এমন একটা গোল করিবে যে শেষে পাড়ার লোক সব জড় হবে।"

কার্ত্তিকচন্দ্রের মা জামাইএর আসার বিলম্ব সহ্য করিতে পারিতে-ছেন না, বিলম্ব দেখিয়া নিজেই অগ্রসর হইলেন। তখন শ্যালক ভগ্নীপতিকে বলিলেন "ঐ দেখ তোমার বিলম্ব দেখিয়া মা আসিতে-ছেন।" তখন অমর কুমার নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অগ্রসর হইল, এবং শাশুড়ীর চরণতলে মাথা রাখিয়া চক্ষের জলে চরণ ধৌত করিতে লাগিল। গৃহিণী জামাতার হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বাহিরের ঘরে লইয়া বসাইলেন। আধ ঘণ্টার অধিক সময় সকলে নীরবে কাটাইয়া দিলেন। সবে সন্ধ্যাকাল, কিন্তু ঐ ক্ষুদ্রগৃহে যেন গভীর রজনীর নিস্তব্ধ ভাব পলে পলে অনুভূত হইতে লাগিল। গৃহিণী নিজ হৃদয়ের গভীর যাতনার আবেগ সংবরণ করিয়া পরে বলিলেন "কেমন আছ বাবা?" অমর অতি মৃদুস্বরে বলিল "ভালই আছি।"

গৃ। ওঠ, উঠে হাতে মুখে জল দাও, জল খাও, আমরা তোমার জন্য পথ পানে তাকাইয়া বসিয়াছিলুম। কতকাল তোমাকে দেখিনি. সে কি আজকের কথা! জল্ খেয়ে দুই ভায়ে ব'সে বিশ্রাম কর, আমি তোমাদের খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করিগে।

অ। আমি থাক্‌বো না, এখনই যাব। একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ব্বো, বলেছিলুম, তাই এসেছি। আমি এখন কিছুতেই থাক্‌বো না, খাবো না, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি" অবস্থা ভাল না হ'লে, কোথাও জলস্পর্শ করিব না, বাড়ীতেও না, আপনার এখানেও না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন ভাল হ'তে পারি।

গৃ। আমার কথা শোন, তোমার সব হবে, তোমার বাপ মা, বাড়ী ঘর, তোমার সব, তোমার হবে, আমি নিত্য নিয়ত ভগবানকে স্মরণ করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমার কথা শোন, লক্ষ্মী বাপ আমার।

অ। আপনি মা হ'য়ে আমার পণ ভঙ্গ করিতে চাহিতেছেন কেন?

গৃ। মায়ে কি কখন পণ ভঙ্গ করায়? মা—ই ত ছেলে মেয়ের প্রাণে প্রতিজ্ঞা পোষণের শক্তি বাড়াইয়া দিয়া থাকে। আমি তোমার পণ ভাঙ্গিব না।

অ। এই ত ভাঙ্গিয়া দিতেছেন?

গৃ। বাবা! আমি মা হ'য়ে কি ছেলের পণ ভেঙ্গে দিতে পারি? পণ হ'লো প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞা রক্ষার নাম "সত্য রক্ষা" মায়ে কি কখন তা ভাঙতে বলে?

অ। তবে কেন আমার হাত মুখ ধুতে, জল খেতে ও থাক্‌তে বল্‌ছেন?

গৃ। ঐ গুলা কি তোমার পণ।

অমর কুমার থতমত খাইয়া, অপ্রস্তুত হইয়া, একবার শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া সলজ্জ চক্ষু নত করিল ও ভয়-ভক্তি বিমিশ্রিত মুখের ভাবে সন্ধ্যার প্রদীপের আলোকে লজ্জা দিয়া ধীরে ধীরে বলিল "ও গুলা আমার পণের অংশ, তাই অঙ্গ। আপনি কি পণের অঙ্গ ভঙ্গ করিতে বলেন?"

গৃ। বাবা! তোমার ভুল। ও গুলা পণের অঙ্গ হইতে পারে না। পণ ত "সত্য" আমি মা হ'য়ে তোমাকে সত্য ভঙ্গ করিতে বলিব না। ও গুলা সত্যের অংশ নহে। নারায়ণ না করুন, এখনই যদি আমার কার্ত্তিকের কি লক্ষ্মী মাতার কি সরস্বতী মায়ের এমন কোন অসুখ হয়, যে আমি সে বিপদে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্য চাই, তুমি এখানে উপস্থিত আছ, তুমি তোমার পণ রক্ষার জন্য চলিয়া যাইবে? আর আমি পাড়ার লোক ডাকিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিব?

অমর কুমার পরাজয় স্বীকারের ভাবে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মনের আবেগে ও অভিমানের ঝোঁকে অনেকগুলি বিষয়কে আমার পণের সঙ্গে জড়াইয়াছি, বুঝিতে পারি নাই।

গৃ। মহাভারতের ঠাকুর তাঁহার পরম প্রিয়পাত্র অর্জ্জুনকে অসঙ্গত "পণ—প্রতিজ্ঞা—সত্য" ভঙ্গ করিতে বলিয়াছিলেন। কোন বিষয়ে অন্যায় বা অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা, অথবা অযথারূপে "সত্যবদ্ধ" হওয়াও ভাল নহে। তাতে হিত অপেক্ষা অধিক অহিত হইয়া থাকে। তোমার এ আবদারও সেই রূপ। মানুষ হ'বে বাড়ীর আল হ'বে

ব'লে, প্রতিজ্ঞা কর, আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সত্যমুক্ত হও, সে ভাল কথা, আর তাতে "ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ" সবই বর্ত্তমান। এখন যাও হাত মুখ ধোওগে।'

অমর কুমার কার্ত্তিক চন্দ্রের সঙ্গে নীরবে ঘরের বাহিরে রকে আসিয়া একখানি পাতা মাদুরে বসিল। লক্ষ্মী আসিয়া হাত মুখ ধুইবার জল ও একখানি তোয়ালে দিয়া গেল। গৃহিণী জল-খাবার লইয়া আসিলেন এবং নিজে নিকটে বসিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। মায়ের আদেশে লক্ষ্মী পাকশালার কার্য্যে নিযুক্ত, সরস্বতী লক্ষ্মীর কাজে সহায়তা করিতে ব্যস্ত।

দুটি বোনে অনেকক্ষণ নীরবে কাজ করিল। ইতাবসরে গৃহিণী একবার আসিয়া কন্যাদের কাজ কতদূর অগ্রসর হইল, তাহা দেখি-লেন এবং পরে পরে যেরূপ করিতে হবে বলিয়া দিয়া আবার বাহিরে গেলেন। যাইবার সময় লক্ষ্মীকে বলিয়া গেলেন "এ দিককার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকের ঘরে খাটের বিছানাটি ঝেড়েঝুড়ে ফরসা চাদর পাতিয়া বালিসের ওয়াড়গুলি বদ্‌লাইয়া ভাল ক'রে বিছানাটি ক'রে রাখ্‌বে।"

ইডেন সাহেবের সঙ্গে যে সকল কথা হইয়াছে, সে গুলি অমর কুমার পর পর বলিয়া আগামী কল্য প্রাতঃকালে ৭টার সময় সাহেব তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়াছেন, সেই সংবাদ শাশুড়ী ও শ্যালকের নিকট বলিতেছে, এমন সময়ে বাগানের দ্বারে কে একজন 'কার্ত্তিক বাবু বাড়ী আছেন' বলিয়া ডাকাডাকি করিতেছে শুনিতে পাইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র [illegible]লেন

পাকশালায় রন্ধন কার্য্যে নিযুক্ত ষোড়শবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী ছোলার ডা'লে সম্বরা দিতে দিতে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কনিষ্ঠা সরস্বতীকে বলিল "আজ আর তোকে আমার কাছে শুতে দেবো না। আজ তোকে ঐ বড় ঘরে শুতে হবে। আজ আমি মনের সাধ মিটিয়ে সুন্দর করে বিছানা করবো, আর এই রাত্তিরে বাগানের ফুলে বিছানা সাজাব। আজ ফুলগুলোর জন্ম স্বার্থক হবে।"

সরস্বতী লক্ষ্মীর কথার কোন উত্তর দিল না বটে, কিন্তু এই শুভাশুভ বিমিশ্রিত অন্তরের একটা অপরিজ্ঞাত, নিগূঢ় আকর্ষণ জড়িত ভয় ভাবনার তাড়নায় আন্দোলিত চিত্তে, লুচির ময়দা মাখিতে গিয়া ময়ান দিবার সময়ে ঘৃতের পরিবর্ত্তে ময়দাতে তেল ঢালিতে যাইতেছে। লক্ষ্মী দেখিতে পাইয়া বলিল "করিস্ কি? ময়দায় তেলের ময়ান কিরে? তখন লক্ষ্মী প্রদীপ লইয়া ছোট বোনটির মুখের কাছে ধরিয়া দেখে, ছোট বোনের শুভ্র সুন্দর মুখ-কমলে আজ বাগানের সকল ফুলের সৌন্দর্য্য একত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। লক্ষ্মী সরস্বতীর মুখ-কমলে আলো ধরিবামাত্র সরস্বতী ব্রীড়াক্রান্ত মুখ নত করিল, সে বিন্দু বিন্দু স্বেদসিক্ত শ্বেত শতদল অপূর্ব্ব পূর্ব্বরাগে রক্তিমাভ হইয়াছে। লক্ষ্মী জ্যেষ্ঠা হইলেও, ষোড়শবর্ষীয়া হইলেও, সে বালিকা আজ ভাগ্যদোষে যে চিন্তার ভারে অবসন্ন হইবার অধিকারে বঞ্চিত বলিয়া, এ মর্ত্ত্য জীবনের সে দিব্য সুখের আস্বাদন লাভের জন্য ব্যস্ত নহে, কিন্তু ছোট বোনের ছোট্ট মুখখানি দেখিয়া লক্ষ্মী বুঝিল, এ স্বর্গীয় ভাবের আবেগ ও আস্বাদন লাভের অধিকারী কেবল সেই, যাহার হৃদয়ের প্রেমজাহ্নবী-সলিল-স্রোত এ সংসারের

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিত্যপূজ্য হৃদয়দেবতা নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মচ্যুত হয় নাই, সেই —সেই নারীই কেবল এই দুর্লভ সুখ ভোগ করিবার অধিকারিনী। কি আশ্চর্য্য! আজ এই ক্ষুদ্র গৃহের পর্ণকুটীরের পাকশালায় পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না ও অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার, পূর্ণ হৃদয়ের আশার হিল্লোল ও শূন্য হৃদয়ের সুতীব্র অবসাদ সহসা কেমন পাশাপাশি বিরাজ করিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মীমাংসার প্রস্তাব

কনক প্রভার উকিলের এক মুহুরী উকিলের পত্রসহ কার্ত্তিক বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। কার্ত্তিক চন্দ্র অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইয়া পত্রখানি গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে আনিয়া বসাইয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্র পাঠ :—

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আমার মক্কেলদের অনুরোধ যে আগামী কল্য আর আদালতে নূতন মকদ্দমা রুজু না হয়। এজন্য উঁহারা আপনার নিকট ও আপনার ভগ্নীপতি অমর বাবুর নিকট গোপনে বা প্রকাশ্য আদালতে লিখিত দরখাস্তে অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছে। আর অমর বাবুর মর্য্যাদা হানিকর কার্য্যের জন্য খেসারৎ হিসাবে ও আপনার মকদ্দমা খরচ হিসাবে অমর বাবু ও আপনি সম্ভবমত যে টাকা চাহিবেন, তাহাও তাঁহারা দিতে প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে আপনার নিকট হইতে একটা সদুত্তর পাইলে, আমি নিজে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্তই

পরি—

স্থির করিয়া আসিতে পারি। অনুগ্রহ করিয়া এই লোকের হাতে পত্রের উত্তর দিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আর এক কথা এই যে কোন্ সময়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, কাজের সুবিধা হইবে, তাহাও জানাইবেন। আমরা আজ রাত্রিতেই এ বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিয়া আদালতে দাখিল করিবার জন্য আর্জ্জি তৈয়ারী করিয়া রাখিতে চাই। আপনার অসুবিধা না হ'লে ও আপত্তি না থাকলে পত্রোত্তরে আমি মক্কেল সহ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি।

একান্ত বশংবদ
শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য

কার্ত্তিকচন্দ্র পত্র পাঠ করিয়া অমর কুমারকে শুনাইলেন। অমর কুমার সমস্ত শুনিয়া বলিল, "ও বিষয়ে আমার কোন কথাই বলিবার নাই। তুমি অসঙ্গত পরিশ্রম করিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, যাহা করিলে ভাল হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার তোমার উপর দিয়াছি। আমি কেবল তোমার ব্যবস্থার একটা সম্মতি দিব ও স্বাক্ষর করিব মাত্র, কারণ আমি সজ্ঞান হইয়াছি কিনা, আদালত জানিতে চাহিতে পারে। আমার এর বেশী আর কিছু বলিবার ও করিবার নাই। কেবল একটা কথা এই যে, আমার কর্ম্ম ভোগের অংশ ওদের মধ্যেই ভাগ হওয়া উচিত, কিন্তু আমি নিজে একটি পয়সাও চাই না, লইবও না।"

কার্ত্তিক চন্দ্র বলিলেন "তুমি এক পয়সা না নিলে ওদের আর কি দণ্ড হবে? স্ত্রীলোক তিনটা জেলে যায় আমরা এ ইচ্ছা ত করিনা। তখন আর আলিপুরের আদালতে বৃথা দৌড়াদৌড়ি করিয়া আর ওদের ক্লেশ দিয়া ও কতকগুলা টাকা জরিমানার হিসাবে আদালতকে ও উকিল মোক্তারদের খাওয়াইবার কি প্রয়োজন?" তখন অমর কুমার বলিল "আচ্ছা তুমি আইনানুসারে উহাদের নিকট কোন্ হিসাবে টাকা আদায় করিতে পার?" কার্ত্তিক চন্দ্র বলিলেন "তোমাকে অকারণ ক্লেশ দেওয়ার জন্য মর্য্যাদা হিসাবে যথেষ্ট টাকা আদায় হইতে পারে। আর আমার মকদ্দমা খরচ বলিয়া যে টাকা দিতে চাহিয়াছে, ঐ টাকা আমি নিতে পারি কিনা, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। আমাদের উকিলকে জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমি এই পত্রের উত্তরে নিজের মামলা খরচ বলিয়া কোন টাকা লইবার কথা আদৌ বলিতে পারি না। কারণ শেষে সেটা যদি অবৈধ ভাবে অর্থ গ্রহণের আকারে দাঁড়ায়, তাহা হইলে, খুব অন্যায় কাজ হইবে, তাই সাবধান হইয়া এই পত্রের উত্তর দেওয়া উচিত।

অ। অবৈধ হইলে, ওদের উকিল কি পত্রে লিখিয়া ঐ আকারে টাকা দিবার প্রস্তাব করিতে সাহস করে?

কা। আমাদের সাবধান হইতে দোষ কি? আমরা এক কথায় কেনই বা সম্মত হইতে যাই।

অ। তবে লিখে দাও কাল সকালে, তোমার উকিলের বাড়ীতে উহাদের সঙ্গে দেখা হবে। এবং উভয় পক্ষ ও উভয়

পক্ষের উকিল মিলিত হ'য়ে সাতটা হইতে আটটার মধ্যে সমস্ত ঠিক করিবে। যদি তাতে না মেটে, তা হ'লে আদালতের কাজ যেমন চলিবার তেম্‌নি চলিবে।

কা। এই কথাই ভাল কথা। কিন্তু কাল সকালে সাতটার সময় তুমি ত ইউঙ্গ সাহেবের বাড়ীতে যাবে। তুমি না থাক্‌লে কেমন করে হবে?

অ। মিট মাটের কাজ করিবার সময়ে, আমি না থাকাই ভাল। তোমার সঙ্গে পরিচয় নাই, সুতরাং তোমার বাধ্যবাধকতা অল্প। আমার চক্ষুলজ্জায় অনেক কাজ হয় ত নষ্ট হ'তে পারে, আর আমি ঐগুলার সঙ্গে দেখা করিতেও রাজি নই। ঐ কথাই লিখে দাও। মিটে গেলেও ত আদালতে কাল একবার যেতে হবে?

কা। নিশ্চয় যেতে হবে। মাম্‌লা আমাদের, আমরা গর-হাজির হ'তে পারি না। যেতেই হবে।

অ। তবে আর কি? যদি কিছু গোল থাকে, আদালতেই মিটিবে।

ঐরূপ পরামর্শমত পত্র লিখিয়া উকিল বাবুর লোকের হাতে দিয়া, কার্ত্তিক বাবু বলিয়া দিলেন "কাল সকালে সাতটা হইতে আটটার মধ্যে সুকিয়া ষ্ট্রীটে উকিল হরকালী বাবুর বাড়ীতে আমরা যাব, সেখানে এলেই সব ঠিক হবে। বাবুকে লিখিয়া দিলাম, তুমিও মুখে বলিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়ের সূচনা

আহারের আয়োজন হইলে, গৃহিণী পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিক, বাবা, অমরকে নিয়ে খেতে এস।" কার্ত্তিকচন্দ্র অমর কুমারকে লইয়া বড় ঘর পার হইয়া, বাড়ীর ভিতরে মাঝখানের ঘরে খাইতে যাইবার সময়ে বড় ঘরে শয্যার শোভা ও রাশি রাশি ফুলের সজ্জা-সৌষ্ঠব দেখিয়া অমর কুমার কুন্ঠিত ও কাতর হইয়া চুপে চুপে শ্যালককে জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি বল ত? তোমার ঘরে আজ রাজযোগ্য সমাদরপূর্ণ শয্যা রচনা কি আমার জন্য?"

কা। বোধ হয়।

অ। তা হ'লে আমি খেয়েই পালাবো।

কা। এই রাত্রিতে কোথায় পালাবে? এখনও একটা বাসা ঠিক হয় নাই। এইখানেই থাকবে, যখন এসেছ, তখন আর বায়না ক'রো না।

অ। এখানে থাকতে হ'লে, আমি আজ তোমার সঙ্গে একত্র থাকবো। আমি একা স্বতন্ত্র থাকবো না।

কা। একলা থাক্‌বে কেন? সরস্বতী কাছে থাক্‌বে। মা বোধ হয়, সেইরকম ব্যবস্থা ক'রেছেন।

অ। তা কিছুতেই হবে না। আমি তোমার কথা রক্ষা ক'রেছি, মায়েরও কথা রক্ষা ক'রেছি, আমাকে আর অধিক বিপন্ন ক'রো না। এবার তুমি আমার সহায় হও, আমার একটা কথা শুন্‌তেই হবে। না শুন্‌লে, নিশ্চয় পালাবো।

দুইজনে আহারে বসিল, উভয়েই একটা বিষম উৎকণ্ঠায় আহার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া, গৃহিণী বলিলেন, "এতক্ষণ দু'জনে এত কথা হচ্ছিল, আর খেতে ব'সে একবারে নীরব কেন? এর ভেতর কি হ'লো? কার্ত্তিক-চন্দ্র হাসিতে হাসিতে মাকে বলিলেন, "না, বিশেষ কিছু নয়।"

গৃ। অবিশেষ কিছু কি?

কা। যে বেয়াড়া জেদাল জামাই ক'রেছ, ও আজ আমার সঙ্গে একত্র শোবে।

গৃ। এই কথা? তা—তাই হবে, সেজন্য চুপ্‌চাপ্‌ কেন? ও যে আমার হারাণ ধন, ঘরে ফিরে এসেছে, মায়ের কথা শুনেছে, এই যথেষ্ট, আজকালকার ছেলে মেয়ে কি আর মা বাপের সব কথা শোনে? ও ত আমার বাপের ঠাকুর।

কা। মা! তবে কি বল্‌তে চাও, আমি তোমার সকল কথা শুনি না।

গৃ। কথার এমন ক'রে খুঁত ধর্‌লে কি চলে বাবা?

কা। তবে ও একা তোমার বাপের ঠাকুর কি ক'রে হ'লো?

গৃ। না—তুমিও আমার বাপের ঠাকুর, আমার ভাগ্যি কি কম্?

অমর কুমারের অর্দ্ধেক জেদ্ শাশুড়ীর স্নেহপূর্ণ অভয়দানেই ভাঙ্গিয়া গেল। অমর কুমার দেখিল, দীর্ঘকাল দূরে থাকিয়া, ইহাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া, সে নিজেকেই একটা সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছিল, সে তাহার শাশুড়ীর স্নেহমাখা মিষ্ট কথায় অতি সহজে শাসিত হইতেছে, এবং এরূপ শাসনের সুখ মানুষ কেবল ভোগ করিতে চায় ও পারে; কিন্তু এ নিরাকার শব্দমাত্রে আবদ্ধ মধুবিন্দুর মাধুরী বুঝাইয়া দেওয়া বড়ই কঠিন।

শাশুড়ী নিকটে বসিয়া পুত্র ও জামাতাকে আহার করাইতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী স্বয়ং পরিবেশনে ব্যস্ত। মা যেমন যেমন বলিতেছেন, কন্যা ঠিক সেইরূপ একের পর এক এক করিয়া সব আনিয়া দিতেছে। খাওয়ার সময়ে কোন্‌টা কেমন হ'য়েছে, তাহাও পরে পরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া বিষাদভরে অবনত হৃদয়ের গুরুভার অন্তরে চাপিয়া রাখিয়া, বলিলেন "ছোট মেয়েটা সব যোগাড় দিয়েছে, বড় একাই সব রাঁধিল. আমি রাঁধ্‌তে চাইলুম, বল্লে 'তুমি তোমার জামাইএর কাছে ব'সো গে, আমরা দু'বনে যা হয় এক রকম কর্‌বোকোন্। তা বাবা, ভাল হ'লেই ভাল, আর আমাদের যেমন পোড়া কপাল! ওর ত কপাল পুড়েছে, এখন তুমি কেন আর আমাদের কাছ থেকে দূরে থেকে, আমাদের দুঃখ যাতনা বাড়াও! এ ঘর বাড়ী তোমারেরই, সর্ব্বদা আস্‌বে যাবে, দু'টি ভায়ের মত এই খেতে ব'সেছ, দেখে

চক্ষু জুড়ুয়ে যাচ্চে। বলিতে বলিতে চক্ষে দরবিগলিত ধারা আপনা আপনি প্রবাহিত হইল। গৃহিণী অতি সাবধান লোক, পাছে ছেলে জামাই জানিতে পারিলে, তাদের সুখের ব্যাঘাত হয়, তাই ত্বরায় কাজের অছিলায় উঠিয়া গেলেন, এবং বাহিরে গিয়া চোখের জল মুছিয়া একটু সাম্‌লাইয়া পরে আসিয়া বসিলেন।

লক্ষ্মী দুধ আনিয়া পাতের নিকট রাখিবা মাত্র, অমর কুমার মৃদু হাসি হাসিয়া লক্ষ্মীর দিকে পলকে তাকাইয়া মস্তক নত করিয়া বলিল, "আমি দুধ্ খাই না।" লক্ষ্মী মাকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "মা! দুধ্ ত খাবেন না, তবে যে ক্ষীরটুকু আছে, আনিয়া দিই?" গৃহিণী বলিলেন " হ্যাঁ, দুধ্ না খায় ত ক্ষীরটুকু দাও। ঘরের গরুর দুধের ক্ষীর, খুব ভাল, খাও বাবা খাও। তোমাদের খাবার সময় এখন, খাওয়া দাওয়ায় অযত্ন হ'লে শরীর নষ্ট হবে। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে কখন অযত্ন ক'রো না।

শাশুড়ীর কথার মধ্যে "শরীর নষ্ট হবে" কথাটা শুনিয়া কয়েদী জয়পালের কথা স্মরণ হইল, জয়পাল বলিয়াছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিয়ের পর একত্র থাকা ভাল না, শরীর নষ্ট হয়। জয়পালের কথা স্মরণ হইবা মাত্র, অমর কুমারের প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা আরও বৃদ্ধি পাইল। আহারান্তে বাহিরে আঁচাইতে গিয়া, অমর কার্ত্তিকচন্দ্রকে বলিল "দেখ ভাই, আমি এখানে আজ থাকলে, অবশ্যই তোমার সঙ্গে একত্র শয়ন করিব। আমি এখন স্বতন্ত্র থাকবো না। তোমাকে আমার এই উপকারটি ক'র্‌তেই হ'বে। এটি না হ'লে আমার অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে। এ বিষয়ে আমাকে

তোমার সাহায্য কর্‌তেই হবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।"

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই বোনে খাইতে বসিয়াছে। গৃহিণী সেইখানে বসিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতেছেন। কার্ত্তিকচন্দ্র শয়নকক্ষে গিয়া অমর কুমারকে শয্যায় বসাইয়া এবং নিজেও পার্শ্বে বসিয়া পান দিলেন। অমর কুমার শ্যালকের হাত হইতে পান লইয়া মুখে দিতে দিতে বলিল, "এত অল্প সময় মধ্যে এত ফুল কে কোথা হইতে যোগাড় করিল? কি সুন্দর সাজাইয়াছে। দেখে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এ কার কাজ?" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন, "বোধ হয় লক্ষ্মীর কাজ, তুমি আজ আসিবে শুনিয়া অবধি সে আনন্দে দিশাহারা হইয়াছে। নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইবে, নিজে ঘর সাজাইয়া তোমাকে সমাদর করিবে বলিয়া সরস্বতীকে শাসাইতেছিল।" বলিতেছিল, "তোকে ঠিক যেমন ক'রে জামাই বাবুর কাছে বস্‌তে বোল্‌বো, ঠিক সেই রকম না কর্‌লে, আমার কাছে মার খাবি। গুরুতর সাজা দেব।" অমর কুমার নীরবে বসিয়া শ্যালকের কথা শুনিতেছে, এমন সময়ে কার্ত্তিকের মা কার্ত্তিকচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "তবে এখন শোবার কি ব্যবস্থা করিব?" পুত্র চুপে চুপে, "এই ত সবে নটা বাজিয়াছে, আমি অমরকে একা ঘরে রেখে, একবার নিকটে উকিলের বাড়ী যাই। তাঁহার সঙ্গে যে সব পরামর্শ করিবার আছে, আজই সেরে আসি। তুমি অমরকে বলিয়া বুঝাইয়া যদি সম্মত করিতে পার, অথবা লক্ষ্মীর কথায় যদি নরম হয়, তবে সতীকে ঘরে দিয়া, এ ঘরে আমাদের যেমন শোয়ার

ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহাই করিবে, নিতান্ত না হয়, আমি আর ও একত্র ঐ ঘরে শয়ন করিব।"

মায়ের সঙ্গে এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, কার্ত্তিকচন্দ্র অমরকে আসিয়া বলিলেন, "তুমি ভাই একটু বিশ্রাম কর, নিকটেই উকিলের বাড়ী, আমি একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা ক'রে কাল্‌কের ব্যাপারের একটা পরামর্শ করিয়া আসি। তুমি মায়ের সঙ্গে কথা কও, আমি শীঘ্র আসিব, যদি তুমি আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে না চাও, আসিয়া দুজনে এই ঘরেই শোবো।" অমর কুমার বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে যাই না। দুজনে গেলে পরামর্শটা জমাট বাঁধ্‌বে ভাল।" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন, "না, তা হবে না, মা তোমার সঙ্গে কি কথা কহিবেন বলিতেছেন।"

লক্ষ্মী, সরস্বতীর খাওয়া হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী তাঁহার দুই কন্যা সঙ্গে লইয়া অমর কুমারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, লক্ষ্মী সম্পর্কে বড় হইলেও, হাসিমুখে অমর কুমারকে নমস্কার করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন গৃহিণী কনিষ্ঠা কন্যা সরস্বতীকে একটু অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "মা! অমরকে প্রণাম কর।" সরস্বতী অতি কষ্টে মায়ের আদেশ পালনরূপ বৈতরণী পার হইয়া একটা বড় রকমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়িল। সরস্বতীর প্রাণপাখী উড়ু উড়ু করিতেছিল, এখন আবার দেহপিঞ্জরে স্থির হইয়া বসিল। গৃহিণী তাহাকে শয্যার এক প্রান্তে বসিতে বলিলেন, সে দাঁড়াইয়া আবার ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিল। সে এখন দেখ্‌ছে, প্রণাম করা বরং সহজ ছিল, মায়ের সম্মুখে, বিশেষভাবে লক্ষ্মীর

অপরিচিত বরের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মায়ের আদেশ পালনরূপ বেয়াদবিটা করিতে তাহার মন কিছুতেই সায় দিতেছে না। সে, সে কাজ কিছুতেই পারিল না দেখিয়া, মা অগ্রসর হইয়া কন্যাকে শয্যাপ্রান্তে বসাইয়া, নিজে জ্যেষ্ঠা কন্যাকে লইয়া একখানি বেঞ্চে স্বতন্ত্র আসনে বসিলেন।

গৃহিণী আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, "আমার ঘর আলো করা এমন মানিক তুমি, আজ দেখদেখি কেমন দেখাচ্ছে?" অমর কুমার নত মস্তকে বলিল, "আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। আমি আপনাদিগকে না দেখিয়া, আপনাদের কোন সংবাদ না রাখিয়া, অন্যায় করিয়াছি, আরও দিন কতক এই ভাবে যাবে। আমি আমাকে দাঁড় করাইতে না পারিলে, আপনাদের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিব না।" গৃহিণী বলিলেন, যেখানেই থাক, বাড়ীতেই থাক, আর অন্যত্র থাক, শনিবার রবিবার তোমাকে এখানে এসে থাকতেই হবে, তা না হ'লে, আমি শুনবো না। রাগ করবো।"

অ। আমি অঙ্গীকার করিব না, যতটা পারি চেষ্টা করিব।

গৃ। আচ্ছা বাবা, তাই ক'রো। আমি তোমাকে বেশী পীড়াপীড়ি করবো না। তুমি তোমার ইচ্ছামত আসা যাওয়া করলেই হ'লো।

অ। মা! এদের খাওয়া হয়েছে? আপনি জল খাইয়াছেন?

গৃ। ওদের দু'বোনের খাওয়া হয়েছে, আমি এখনও জল খাই নাই; কার্ত্তিক আসুক, একটু পরে খাবোকোন্।

অ। এরা আর রাত করে কেন, এদের শুতে বলুন। আপনি বরং সে না আসা পর্য্যন্ত আমাব কাছে বসুন।

এইবার লক্ষ্মী মায়ের পিঠের দিকে মুখ লুকাইয়া হাসিয়া ফেলিল দেখিয়া, অমব কুমাব বলিল, "রাত হ'য়েছে শোবে গিয়ে, এতে হাসির কি আছে?" এই কথা বল্‌তে না বল্‌তে লক্ষ্মী হো হো ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বাড়ীর ভিতর দিকের ঘরকে চলিয়া গেল। গৃহিণী কন্যাকে তিরস্কারের ছলে উঠিয়া গেলেন, এবং নিতান্ত নিরুপায় হইয়া লক্ষ্মীকেই বলিলেন, "যা অমরকে ঘরের দরজা দিতে ব'লে আয়।

ল। না মা, আমি ওকথা বল্‌তে পার্‌বো না। আমি সতীর সঙ্গে একটু কথা কইতে ব'লে আসি, তাবপর দাদা এলে সতী চলে আস্‌বে, কি বল, বল্‌বো?

গৃ। আচ্ছা, যা, তাই ব'লে আয়।

ল। (হাসি সাম্‌লাইয়া ঘরে আসিয়া) সতী বরের সঙ্গে দুটা কথা কও, তারপর দাদা বাড়ী এলে ওঘরে যাবে।

এই বলিয়া লক্ষ্মী বাড়ীর ভিতর যাইতেছে, এমন সময়ে অমর কুমার বলিল, আমার একটা কথা শুনে যাও, তুমি একটা কথা শুনে না গেলে, আমি আজ ওর সঙ্গেও কথা কবো না। তখন লক্ষ্মী একগাল হাসি হাসিতে হাসিতে মুখে কাপড় দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অ। আজ বিছানা করেছে কে?

ল। বাড়ীর ঝি কর্‌য়েছে,

অ। সে কি চলে গেছে?

ল। গেছে বল্লেও হয়, আছে বল্লেও হয়, কেন ঝি নিয়ে কি হবে?

অ। সে কেমন ঝি দেখবার জন্য?

ল। কেন?

অ। এমন সুন্দর করে যে ফুলশয্যা রচনা করেছে, তাকে কিছু দেওয়া উচিত।

ল। সে কিছুই চায় না। সে এ রকম করেই যে সুখবোধ করেছে, তার উপর কেউ বেশী কিছু দিতে পার্‌বে না। যদি নিতান্তই তাকে কিছু দিতে ইচ্ছা হয়, তবে ওকে একটু আদর কর্‌লেই সে খুসী হ'বে বলিয়া, বাড়ীর ভিতর গিয়া দরজার শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

সরস্বতী শান্ত স্থির ভাবে বসিয়া রহিল। অমর কুমার ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া পরে সরস্বতীর হাতখানি ধরিয়া উঠাইয়া তাহাকে নিকটে বসাইল। এবং দীর্ঘ অবগুণ্ঠনরূপ শত্রুকে স্বয়ং নিপাত করিয়া, সরস্বতীর মুখখানিকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া বলিল, আমার দিকে তাকাও, আজ আমি তোমাকে ভাল করিয়া দেখিয়া যাইব। একাধিক বার "আমার দিকে তাকাও" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী অতি বিনম্রভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইল। অমর কুমার নিজের পদ্মপলাশ লোচনদ্বয় ভরিয়া সরস্বতীর অতি সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল ও ক্ষণকাল পরে সে রূপরাশির লীলাবিলাস কিশোরীর সে মুকুলিত মুখ কমলের প্রচুর

সমাদর করিয়া বলিল, "তুমি এখন যাও, আজ দিদির কাছে শোওগে, আবার দেখা হবে। আগে তোমার অবস্থা একটু ভাল ক'রে নিই।" এই কথা বলিয়া সরস্বতীকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে, কার্ত্তিকচন্দ্র আসিয়া বাহিরের রকে অমর কুমারকে ডাকিলেন। লক্ষ্মী দরজা খুলিয়া দিবামাত্র, সরস্বতী বাহির হইয়া যাইতে না যাইতে, অমর কুমার কার্ত্তিকচন্দ্রকে দরজা খুলিয়া দিল। শ্যালক গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে ভগ্নীকে, গৃহের বাহিরে যাইতে দেখিয়া বলিলেন, "সরস্বতী ঘরে ছিল? তুমি কি তাকে তাড়ালে নাকি?" অমর বলিল, মা-ই দুজনকে নিয়ে এ ঘরে এসে ব'সেছিলেম, তারপর সে অল্পক্ষণ এখানে ছিল, আমি তাড়াই নাই, ও ঘরে পাঠাইয়া দিলুম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বের জের

কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমর কুমার শয়নের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী অগ্রসর হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল অমর এখান হইতে খাওয়া দাওয়া করিয়া কাজে যাইবে। আমি সেই ব্যবস্থা ক'রে রাখ্‌লুম্।" অমর কুমার নীরব। কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন, "তোমার ব্যবস্থা তুমি করিয়া রাখ, তাহার ব্যবস্থা সে করিবে।" এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

অমর কুমার বলিল, "উকিল কি পরামর্শ দিলেন, বল।" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন, "উকিল কেবল পরামর্শ দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, একেবারে মিট্‌মাটের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কাল প্রাতঃকালে অপর পক্ষ যদি সে ব্যবস্থায় সম্মত হয়, তবে আমাকে কেবল একবার আলিপুরের আদালতে হাজির হইতে হইবে বলিয়া, আর্জ্জি বাহির করিয়া পাঠ করিলেন।" "ভদ্রসন্তানের মর্য্যাদা হানিকর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া অমর কুমার বসুর কারাবাসে সহায়তা করার জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া এক সহস্র টাকা খেসারৎ দিতেছি,

আর প্রকাশ থাকে যে, তিনি যদি ঐ টাকা নিজে গ্রহণ করিতে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহার স্বেচ্ছামত কোন সাধারণ হিতকর কার্য্যে ঐ টাকা, বা মকদ্দমা খরচা বাদে বাকি টাকা তিনিই ব্যয় করিবেন।” অমর কুমার সমস্ত শুনিয়া বলিল, “ওদের কাছে এত টাকা নেওয়াটা কি ভাল? টাকায় চরিত্রের মূল্য হয় না। কি জানি, আমার ধারণা ভিন্ন প্রকারের। যাক্, যা ভাল মনে কর, তুমিই করিবে। তবে আর মামলা করিয়া বেড়ান পোষাবে না। আমি আর নূতন মামলাতেও নাই, আর টাকাতেও নাই। তবে আমাকে বোধ হয় একবার হাজির হ’তে হ’বে, কারণ হাকিম হয় ত একবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন। আমি কাল সাহেবের বাড়ী থেকে একেবারে আদালতে যাব। আদালতের কাজ শেষ ক’রে, তার পর স্নান আহারের ব্যবস্থা, কি বল?

কা। ইউল সাহেবের বাড়ীতে যদি তোমার কাজ শীঘ্র শেষ হয়, তবে এসে নেয়ে খেয়ে যাওয়াই ভাল, আর তা না হ’লে আদালতের কাজ সেরে এসে, সে কাজ সার্‌তে হবে।

অ। টাকাটা কি করিতে চাও?

কা। টাকাটায় সতীর গহনা গড়াইয়া দিব।

অ। এ ভাল কথা হ’লো না। জেলে গিছি ব’লে, মানের খাতিরে টাকা আদায় ক’রে পরিবারের গহনা হওয়া ভাল না। আমার পক্ষে অপমানজনক কাজ। কোন ভাল কাজে টাকাটা দেওয়াই ভাল।

কা। সব টাকাটা?

অ। মামলা হিসাবে তুমি যে টাকাটা খরচ করেছ, সেটা না হয় নিয়ে যাও।

কা। সে আর কটা টাকা? আচ্ছা আমি যে এত খেটে মলুম, আর তোমাকে খালাস কল্লুম, আমাকে কিছু পুরস্কার দাও, আমি সেই টাকা হইতে সরস্বতীর গহনা গড়াইব।

অ। তোমার পরিশ্রমের পুরস্কার বলিলে, হাজার টাকায় কি হয়। তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লাখ্ টাকার কাজ ক'রেছ। আমি আজ এখানে তোমার সঙ্গে শুয়ে কথা কহিতেছি, এটা তোমার অসামান্য অনুগ্রহের ফল।

কা। আমার অনুগ্রহ ব'লো না। আমি না ক'রে পারি না, তাই করেছি, এতে অনুগ্রহের লেশমাত্র নাই। আমার অসঙ্গত শ্রমের ফলে, আজ আমার মা তোমাকে দেখ্তে পেলেন, এইটা আমার পরম সৌভাগ্য। আমার বোন্ ছু'টা নিয়ত তোমার জন্যে ছট্‌ফট্ ক'রেছে। তারা ছেলে মানুষ, তাদের বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার প্রাণটা ফাটিয়া যাইত। মায়ের চক্ষের জল আর দীর্ঘ নিঃশ্বাস আজ হাসিতে পরিণত হ'য়েছে. বোনদের আজ আনন্দ ধরে না। বড়টা মনের আনন্দে আজ কি সুন্দর ক'রে বিছানা সাজ্'য়েছে দেখ না, তাহার এই অকৃত্রিম নিঃস্বার্থ আনন্দে আজ আমার বুকের বল দ্বিগুণ হ'য়েছে, আমাদের বাড়ীর এই সুখে দীর্ঘকাল ধরিয়া শেল বিঁধিয়াছিল, বিধাতা দয়া ক'রে আজ সেই শেল উঠাইয়া লইয়াছেন, এই আমার সুখ ও পরম লাভ। আমার কাজে কিছুমাত্র অনুগ্রহের ভাব ছিল না, থাকতে পারেও না।"

অ। তবে বল, ঘোর স্বার্থপরতা।

কা। নিশ্চয়—নিশ্চয়, আমার ঘরে ট্যাকা দায় হ'য়ে ছিল, আজ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম্।

অ। তবে ঐ টাকা লইয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, করিও, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, কেবল একটা কথা।

কা। কি কথা বল?

অ। যদি আলিপুর জেলের কয়েদীদের কিছু খাওয়াইতে দেন, তবে তাহাদিগকে কিছু খাওয়াইতে ইচ্ছা হইতেছে। দেখ, ওদের উপর সংসারের লোকের দয়া মায়া নাই, কিন্তু আমি এই দেড় মাস তাদের রাশি রাশি দয়া মায়া, স্নেহ মমতা ভোগ করিয়াছি, উহারাও আমাদের মত মানুষ, আর কত অপরাধীর সঙ্গে, কত নিরপরাধীও জেলে যায়, তার সংখ্যা হয় না।

কা। আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করিব। কত টাক খরচ হবে?

অ। লোকহিসাবে খাবারের পরিমাণ না ধরিলে আর সেটা ঠিক হবে না।

কা। এটা আমি অবশ্যই করিব। এ বেশ কথা।

পরদিন প্রাতঃকালে উকিলের বাড়ীতে উভয় পক্ষ মিলিত হইয়া কথাবার্তা ও বাক্ বিতণ্ডার পর স্থির হইল, এক হাজার টাকা খেসারৎ, ও মামলা খরচ সহ আদালতে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া ঐ কুকর্ম্মের শেষ যবনিকা পাত হইবে।

আদালতে হাকিম অমরকুমারকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সঙ্গে সাহেবের দেখা হইয়াছিল? তিনি কি বলিয়াছেন?"

পূর্ব্বদিন যাহা যাহা হইয়াছিল, অমর কুমার হাকিমের নিকট ঠিক ঠিক বলিয়া জানাইল যে আজ প্রাতঃকালে তাঁহার বাটীতে যাওয়ার পর, সাহেব তাহার কাজ দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে আজ হইতে তাহার ১৫৲টাকা বেতনে সাহেবের বাড়ীতে চাক্‌রি হইল। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ সাহেব এই সংবাদে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া বলিলেন Boy, go on doing your duties faithfully. And I believe, you will prosper. See me as often as you can."

সহচরীসহ কনকপ্রভা আদালতে হাজির হইয়া হাজার টাকা মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দণ্ড দিয়া ও অপরাধ স্বীকার ও মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিল। বাবুরা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া আপনাদের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া পরমানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ফিরিবার সময় কোন কোন মাইডিয়ার (My dear) অমর কুমারকে ডাকাইলেন এবং বহু অনুনয় বিনয় করিয়া সঙ্গে যাইবার জন্ত ও সে দিনকার সান্ধ্য মজ্‌লিসের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্ত সাধ্য সাধনা করিলেন। কনকপ্রভার দলও যে সে অনুরোধে আপনাদের সুমিষ্ট মধুর আব্‌দার যোগ করিল না, এমন নহে, কিন্তু অমরকুমার তীব্র কঠোর শ্লেষ বাক্যে বাবুদের সে অনুনয় বিনয়ের মাথায় পদাঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতীর দলও সে তিরস্কারের আক্রমণে নত মস্তক হইল

অমরকুমার পুনরপি কোমল ভাবে সেই নর্ত্তকীদল-পরি-

শোভিত বন্ধুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমি আজ আপনাদের সদগুণে ও আপনাদের সঙ্গিনীদের সৌজন্যে, একটা অপূর্ব্ব ধন অর্জ্জন করিয়াছি, সেটা কারাবাস! ঐ কারাবাস আমার উত্তম শিক্ষালাভের পাঠশালা, আর আপনারা সেই পাঠশালার গুরুমহাশয় সুতরাং ইহারা গুরুপত্নী। আপনাদের সকলের সদগুণে, আমার যে জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছে, তাহাতে আপনাদের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইয়া, আপনাদের সম্মুখে আমার আর কোন প্রকার বেয়াদবী ভাল দেখাবে না, কারণ আপনারা আমার জীবনের গুরু ও গুরুপত্নী, সুতরাং আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আর যেন কোনও ভ্রমে আপনাদের ঐ পথে পা দিতে না হয়।

কনকপ্রভার দল যাইবার সময় হাসিতে হাসিতে অমরকুমারকে অভিসম্পাৎ করিয়া বলিয়া গেল " তুমি নিপাত যাও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব জাগরণ

বিবাহের রাত্রির হাস্য কোলাহল, আহার বিহার ও আমোদ প্রমোদের স্মৃতিজড়িত একটা অপরিচিত সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ বালিকা সরস্বতী এতদিন পরে স্বামীর সম্মুখে নীত ও প্রণত হইল। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃৎপিণ্ডের চঞ্চলগতি সে বালিকাকে স্থাণুবৎ নিশ্চল করিল। মাতৃদেবী যখন জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মীর সহিত স্বতন্ত্র আসনে বসিলেন ও সজ্জিত শয্যার একপ্রান্তে বালিকা সতীকে বসাইয়া দিলেন, তখন সরস্বতী এ সংসারের কোন্ লোকে ছিল, তাহা তাহার স্মরণ ছিল না। মা ও ভগ্নী নিকটে থাকিলেও, সেই নূতনের নৈকট্য যে তাহার কন্যাসুলভ কোমল হৃদয়ের উপর এক অব্যক্ত প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছে, সে তাহা পলে পলে বেশ অনুভব করিতেছিল। আর সেই অনুভূতির সঙ্গে, ভয়, ভাবনা ও তজ্জাত একটা কম্পন তাহাকে অধীর করিতেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাল্য জীবনের চপলতার মৃত্যু ও তাহার সমাধিক্ষেত্রে কোন অজ্ঞাত পুরুষের যাদুবিদ্যাবলে পলক মধ্যে এক নূতন নারী-হৃদয় গড়িয়া উঠিতে

পাগিণ, সে নবজীবনের সূচনা ও তাহার আকার গ্রহণ নৈসর্গিক নিয়মে আপনা আপনি স্ফুট ও পুষ্ট হইয়া উঠিল।

কেবলমাত্র দণ্ডাধিককাল পূর্ব্বে শয়নশালার লক্ষ্মী সরস্বতীকে আজ একসঙ্গে শয়ন-সুখে বঞ্চিত করিবার ভয় দেখাইতেছিল, তখনও পর্য্যন্ত সরস্বতী বালিকা, সে বালিকা সোৎসাহে নিজ কার্য্য করিতে করিতে, বালিকার হাসি হাসিয়া সে কথা উড়াইয়া দিয়াছে। সে ত বেশীক্ষণের কথা নহে, এ কি হইল, এত অল্প সময় মধ্যে এরূপ বিরাট পরিবর্ত্তন মানুষে সর্ব্বদাই ঘটিতেছে, কে সে সকলের সংবাদ লয়, কেই বা সে সকলের হিসাব রাখে? এইরূপে নিত্য নিয়ত পুরাতনের মৃত্যু ও তাহার স্থানে নূতনের জন্ম হইতেছে। এই ভাবে পুরাতনের ধ্বংস ও তাহার স্থানে নব কিশলয়সদৃশ নূতন অমূল্য রত্ন সকলের সৃষ্টি হইতেছে, তাই এই বিচিত্র সংসারটা রাশি রাশি দুঃখ ক্লেশ ও বেদনাভার বহন করিয়াও মানুষের বাসোপযোগী। তাই একই বিশ্ব, বিশ্বের একই বিধান, দিনের পর দিন, চির-পুরাতন সূর্য্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবে নূতন শ্রী সম্পদে সজ্জিত হইয়া মানব হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ডাকিয়া বলিতেছে "পুরাতন ত্যাগ কর, নবজীবনের নূতন সংবাদ তোমার দ্বারে আসিয়াছে, সাদরচুম্বনে তাহাকে গ্রহণ কর, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলে, পূর্ব্বের পুরাতন জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে।

তাই আজ অমরকুমারের জীবনের পক্ষে পুরাতনের অবসান ও নূতনের সমাগম হইয়াছে। কারাবাস, কারাক্লেশ, ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অবসানে, আজ তাহার ভাগ্যদেবী অপার

জীবনের জঞ্জালজড়িত সাধুতার উত্তম পুরস্কার লইয়া জননীরূপে দ্বারে দণ্ডায়মান। তাই আজ, সরস্বতী স্বরূপে সকল দিক আলো করিয়া মাতৃ আদেশে অমর কুমারের চরণপ্রান্তে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই আজ, সে বালিকা শয্যাপ্রান্তে বসিতে না বসিতে, অমরের হৃদয়ের পর্দ্দায় পর্দ্দায় তাহার লহরী উঠিয়াছে, অমর কুমার অবসর পাইবামাত্র তাহার কচিকোমল হাতখানি ধরিয়া তাহাকে নিজের নিকটে আনিয়া বসাইল। তাহার সে সমাদরে অবসন্নতা, তাহার বাল্য জীবনের "যমপুকুর" ও "সেঁজুতি" ইত্যাদি বালিকাসুলভ কুমারীব্রত নিয়মের ফল বল, আর তাহার পূর্ব্বজন্মের স্বতন্ত্র ভাগ্য-লিপিই বল, সে অবসন্নতার সৌন্দর্য্য তাহার নিজের নিকট ভোগের বস্তু, আর প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে জগতের লোকের তাহা দেখিবার জিনিস। যে তাহার স্পর্শ পায়, সে যেমন নবীনে সজীব হইয়া উঠে, যে দেখে সেও সে দৃষ্টি-সুখে সজীব হইয়া উঠে। আজ অমর কুমারের সমাদরে সরস্বতী আপনাকে হারাইয়াছে, অমর কুমারও সরস্বতী সম্ভাষণে আপনার পুরাতন পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতনে গড়িয়া উঠিবার উপকরণ লাভ করিয়া ধন্য হইল।

সরস্বতীকে মায়ের কাছে যাইবার অনুমতি দিয়া, তাহাকে গৃহের মধ্যে দুই এক পদ অগ্রসর হইতে দিয়া, অমর কুমার পুনরায় তাহাকে ধরিল, আবার কি বলিল, আবার আদর করিবার ইচ্ছা, তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া শয্যায় বসাবে, এমন সময় বাহিরের দ্বারে কার্ত্তিক চন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ভিতর দিক

হইতে লক্ষ্মী দ্বার খুলিয়া দিবামাত্র সরস্বতী পলায়ন করিল। কার্ত্তিক চন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সরস্বতীর হৃৎকম্প পূর্ব্ববৎ সমান থাকিলেও, তাহার ভয় ভাবনা, ভাবে—অনুরাগে পরিণত হইতেছিল, সে বালিকা বেশ বুঝিতেছিল যে ঐ স্থানই তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান, ঐ খানে বসিয়াই ভাল লাগিতেছিল, একবার পলকের জন্য মনে হইল, উনি কেন আমাকে বিদায় করিলেন। বিদায় না করিলে ভাল হইত, আমি বেশ ছিলুম। লক্ষ্মী আসিয়া হাত দুইখানি ধরিয়া নিজের শয্যায় লইয়া বসাইল। মা ও ভগ্নী দুইজনেই বুঝিতে পারিলেন যে সরস্বতী আজ সেই ঘরে থাকলেই ভাল হইত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

অমর কুমার ও কার্ত্তিকচন্দ্র বৈষয়িক কথা আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইল। গৃহিণীও নানা চিন্তার আক্রমণের মধ্যে আজ জামাতাকে ঘরে পাইয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেলেন। ছোট বোনটির সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী লক্ষ্মী সরস্বতীকে নিকটে শোয়াইয়া কথার পর কথা ক্রমে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল, সরস্বতী কোন কথারই উত্তর উত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল "আমাকে তাঁর দিকে তাকাইতে বলিলেন।"

ল। তুই কি করিলি?

স। আমার দম্ আট্‌কাইতে লাগিল, আমি ভয়ে ভয়ে অনেক কষ্টে একবার তাকালুম্।

ল। তবে আজ তোদের শুভদৃষ্টি হ'য়ে গেছে, কাল আমি অমরকে তোকে নিয়ে যেতে বল্‌বো। কি বল?

সরস্বতী নীরব।

ল। আর কি বলিল?

স। আর আসিবার সময় বলিলেন 'আবার দেখা হইবে।'

ল। তুই নিজে উঠে এলি?

স। না। তিনি আস্‌তে বল্লেন।

ল। আর কি কথা ক'লো।

স। আর কিছু না।

ল। একটু আদর টাদর করে না?

সরস্বতী নীরব। ক্রমে লক্ষ্মীও কথা কহিতে কহিতে ঘুমাইল। কিন্তু সরস্বতীর আর সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। এক হিসাবে আজ সরস্বতীর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আজ কি এক অপূর্ব্ব মন্ত্র বলে কে যেন তাহার হৃদয়ের শান্তি হরণ করিল। সে এতকাল যে দিদির সঙ্গে এক শয্যায় মায়ের ঘরে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রাগিয়াছে, আজ সেই চির-প্রিয় শয্যা ভাল লাগিতেছে না, বালিকা ইহার সম্যক কারণ অবগত না হইয়াও, সুখ শান্তি হারাইয়া, উত্তপ্ত হৃদয়ে ব্যাকুল প্রাণে কোন একটা কিছুর অভাব অনুভব করিয়া ক্লেশে সময় কাটাইতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি একটা বাজিল, দুটা বাজিল, তিনটা বাজিল, দাদার ঘরের ঘড়িটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় সময় জ্ঞাপন করিয়া অশান্তির মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি শেষ হইল, কিন্তু সরস্বতীর চিন্তার শেষ হইল না। প্রতিদিন পাঁচটার সময় দুহিতৃ গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাকন্যার নাম স্মরণ পূর্ব্বক ঠাকুর দেবতাদের স্মরণ করিয়া, ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিয়া, গুরুপুরোহিতকে স্মরণ

পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন। অতঃপর পুত্রবধূকেও তদনুরূপ অনুষ্ঠান শেষ করিয়া উঠিয়া দেখেন সরস্বতী জাগ্রত অবস্থায় নিদ্রিতা লক্ষ্মীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।

গৃ। কেন মা, এত সকালে তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে? কোন অসুখ হয় নাই ত?

স। না মা, আমি বেশ ভালই আছি।

গৃ। তোমাকে দেখে মনে হচ্চে, রাত্রিতে ঘুমাও নাই।

স। ঘুম ভাল হয়নি। কেন জানি না।

গৃহিণী সবটা বুঝিতে পারিলেন, কন্যাকে আর কিছুই বলিলেন না। মাতা ও কন্যার কথায় লক্ষ্মীরও ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে, লক্ষ্মী তার মাকে বলিল, মা! ও রাত্রিতে মোটে ঘুমায় নাই।

স। তুমি ত সমস্ত রাত্রি ঘুমে'য়েছ, কেমন ক'রে জান্‌লে যে আমি মোটে ঘুমাই নাই।

ল। এই ত, তোমার কথাতেই ধরা পড়ে গেলে। আমি যে সমস্ত রাত্রি ঘুমে'য়েছি, তা তুমি কি করে জান্‌লে, জেগে ছিলে বলে ত? কেমন ধরা পড়েছ?

গৃ। যা, সকাল বেলা একটা গোলমাল করিস নে।

ল। আমি গোল কর্‌বো না, কেবল ওর বরকে [illegible] কর্‌বো, আর তাকে খুব বোকুবো।

স। দেখ—মা—মা।

ল। ঐ দেখ মা!, এখনই ওর এই একদিন পাঁচ মিনিট ধরে

গিয়ে বস্‌তে না বস্‌তে টান দেখ? ছুটো বোক্‌বো তাও সহ্য হ'লো না। দেখ্‌লে? আমি বোক্‌বো, আর এ কথাও ব'লে দেবো।

স। যাও বোন্‌, তোমার যা ইচ্ছে করগে, আমি কিছুই বোল্‌বো না।

ল। কাকে? আমাকে না তাকে?

সরস্বতী হাসিতে হাসিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল ও বলিল, "তুমি লড়ায়ে গোরা, তোমাকে আমি ঝগড়ায় এঁটে উঠ্‌তে পার্‌বো না।"

ল। আমি একথাও ব'লে দেবো।

স। বলগে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সরস্বতীর সূর্য্যোদয়।

জগতের অসংখ্য কোটী জীবের জীবনে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতেছে, ভাগ্যদোষে কেহ বা বক্ষে করাঘাত ও অশ্রুপাত করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ের সাক্ষাৎ লাভ করে, আবার কেহ বা সেই নবীন লোহিতরাগ-রঞ্জিত উষালোকের মাধুরী-লীলায় আত্মহারা হইয়া যায়, কেহ বা সেই দিব্যালোকে আপনার হৃদয়ের মধুর সুন্দর চিত্রপট দর্শন করিয়া আনন্দে ভাসিয়া যায়, কেহ বা নিজের নূতন জগতের নূতন চিত্র সংসারের চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে বসে— আজ সরস্বতীর তাহাই হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে তাহার সঙ্গিনীদের যে যখন তাহাকে দেখিতেছে, সেই অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া, হাসিয়া আটখানা হইয়া, তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, আর বলিতেছে, "ভাই! তোর চোখে মুখে কে এমন নূতন বাহার ফুটাইয়াছে? তোকে আজ কি সুন্দর দেখাচ্ছে! তোর কি হ'য়েছে?"

স। কই, আমার ত কিছুই হয় নাই।

স। না না, কিছুই না, কাল ওর বর এসেছিল।

১ম স। তোদের ভারি অন্যায় ভাই, আমাদের জানতে দিলি না, আমরা একবার দেখে আসতুম।

২য় স। না রে না, ওরা ভাই এখন আর আমাদের তেমন ভালবাসে না, দেখলি ভাই, খবরটা দেয় নাই।

৩য় স। বেশ ভাই বেশ, ঘরের কাজে ব্যস্ত ছিলুম ব'লে কি, এমনটাই করতে হয়।

৪র্থ স। আচ্ছা বেশ, 'এক মাঘেই শীত পালায় না,' আবার আসবে ত, তখন ডাকলেও যাব না।

এতগুলি মন্তব্য প্রকাশের পর, সরস্বতী বলিল "তোমরা আমাকে এমন কি দেখলে যে এত পাক দিতেছ?" সবগুলি সখী এক সঙ্গে একযোগে বলিল, "ওলো, কাল দুপুর বেলা যখন সবগুলা মিলে খুঁটি খেলেছি, তখনকার সে চেহারায় আর আজকার চেহারায় একশ বাড়ী তফাত, সে তুই, আর আজকের তুই, দুটা আলাদা জিনিস লো, তা জানিস। লোককে ভূতে পায়, তোকে বরে পেয়েছে, তোর মুখে ফুটে বেরুচ্ছে। তুই তা ঢাকবি কি করে লো?"

সরস্বতী সেখান হইতেও ত্বরায় পলায়ন করিল। লক্ষ্মী বলিল, "ভাই রাগ করো না, আজ বিকেলে যদি আসে, তোদের সকলকে খবর দেবো। সে দেখতে বেশটি হ'য়েছে। ওর সঙ্গে মানে'য়েছে ভাল। আর তার ওকে খুব মনে ধ'রেছে, ওরও খুব মনের মত হ'য়েছে। তাই ওর ভেতরের ভাবটা চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে, না ভাই?"

বেলাবসানের সঙ্গে সঙ্গে, সরস্বতী আশা করিতেছিল, হয়ত

আজ আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, কিন্তু সরস্বতীর দাদা বাড়ী আসিয়া সংবাদ দিল, অমর আজ আর আস্‌বে না। পোটোটোলার এক মেসের বাসায় তাহার থাকার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়ে এলুম। তাকে বল্লুম, "আজ আমাদের বাড়ীতে চল, কাল থেকে বাসায় খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করিও।" কিছুতেই শুনিল না, বলিল, "কাল কেবল তোমার আব্‌দার এড়াইতে না পারিয়া, মাকে দেখা দিতে গিয়েছিলুম। এখন আর যাব না।" আমি আর বেশী পীড়াপীড়ি কল্লুম না। ওকে খুব সাবধানে বাগাইয়া চালাতে হবে। একটু গড়ে গেলে, তখন সব কথা শুন্‌বে এবং কথামত কাজ কর্‌বে।"

সরস্বতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; মনে মনে বলিল, "তিনি যদি আসিবেন না, তবে কাল আমাকে অত তাড়াতাড়ি বিদায় করিলেন কেন? আমাকে আর একটু কাছে থাক্‌তে দিলেইত পারিতেন। আমি একথা ত কাহাকেও বলিতে পারিব না। আমার ত বিষম বিপদ হ'লো। এখন উপায়?" সন্ধ্যার প্রদীপ ঘরে ঘরে অন্ধকার দূর করিল, কিন্তু সরস্বতীর মনে হইল, সকল বাড়ীর অন্ধকার যেন ঘনীভূত হইয়া তাহার হৃদয় দ্বার আবৃত করিল, সে বালিকা এখন বেশ বুঝিতে পারিল, একলা ছিল ভাল, এ দোকলার ঝাপটে এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি প'ড়েছে। গৃহিণী সন্ধ্যার পর পুত্র কন্যাদের আহারে বসাইয়া অমর কুমারের বাসায় ঘরটি কেমন হ'লো, তার শোবার ব্যবস্থা কিরূপ হ'লো, ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয় একটি একটি ক'রে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তার পর শনিবার

দিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে ও তাহাকে আনিবার ব্যবস্থা করিতে পুত্রকে বলিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "সে কি এত শীঘ্র আস্‌বে?" তখন গৃহিণী বলিলেন "আমার নাম করিয়া পীড়াপীড়ি করিলে অবশ্যই আসিবে। আমাদের বাড়ীর উপর কা'লই তার খুব টান প'ড়েছে," বলিতে না বলিতে, সরস্বতী সকলের অজ্ঞাতসারে মস্তক নত করিয়া এক বিন্দু মৃদু হাসি হাসিয়া লইল। ভাই বোনের দৃষ্টি এড়াইলেও, সে মায়ের দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। গৃহিণী সেটুকু লক্ষ্য করিয়াছেন, তাই আরও একটু জোর দিয়া বলিলেন, "আমি তাকে শনিবারে আনাইব। এলে গেলে আমাদের কত সুখ।"

বড় মেয়ে ও ছেলে মায়ের সঙ্গে কথা কহিতেছে। সরস্বতীই কেবল নীরব, সরস্বতী নিজের খাওয়া শেষ করিয়া বিড়াল ছানা দুটিকে পাতের কাছে আনিয়া দুধ ভাত খাওয়াইতে লাগিল, আর তাদের আহারের ব্যস্ততায় বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিল দেখিয়া, লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে বলিল "ওদের তাড়াতাড়িতে তুই বিরক্ত হয়ে বক্‌ছিস, আর আমি তোর তাড়াতাড়ি দেখে হেসে মরছি। এত ব্যস্ত কেন?" মা ও ভাই কথাটা কানে নিলেন না, সরস্বতী কল্পিত কোপভরে স্থান ত্যাগ করিল। বাহিরে অন্ধকারে গিয়া নিজে নিজে বলিতেছে "আমি এত চেষ্টা করেও মনের ভাব লুকাইতে পাড়িতেছি না, না, ইহারা সকলে আন্দাজে আন্দাজে আমাকে নিয়ে এই রকম করিতেছে? এমন করে কয়দিন কাটাবো? রাশ্‌রে আমার যে এক দিনকে এক যুগ ব'লে মনে হ'চ্ছে। আজ ত বুধবার, রাত পোয়ালে হবে বিষ্যুদ্‌বার, তার পর শুক্রবার,

তার পর শনিবার, সে যে অনেক দিন, এই এত দিন ফুলবাগানের দরজার দিকে হা করে তাক্'রে বসে থাক্তে হবে ? এ বড় কঠিন কাজ, আবার তার উপর দিদির দৌরাত্ম্য আছে, পাড়ার সঙ্গীদের অমলা, সরলা, জয়া, জয়স্তি ত জানিয়াছে, যে গুলা বাকি আছে, সবগুলা মিলে আমাকে পাগল কর্‌বে দেখ্‌ছি। পাগল করুক, তাতে দুঃখ নাই, এখন দেখা হ'লে বাঁচি। কি সুন্দর মুখ, কেমন বড় বড় চোখ, কেমন সুন্দর মিষ্টি কথা ! সে মুখের সে কথা এখনও যেন কাণে বাঁসীর মত বাজ্‌তেছে, যেন শুন্‌তে পাচ্ছি। আঃ কি ভাল !

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া ছোট বোন্‌টির গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমার উপর রাগ ক'রে চলে এলি ? তোকে রাগ্‌য়ে, তোকে বিরক্ত করে, আমার কত ভাল লাগ্‌ছে, তা কি তুই বুঝিস্ ? তা যদি বুঝ্‌তিস্, তা হ'লে আর আমার উপর রাগ হ'তো না।"

এইবার সরস্বতী বাগে পাইয়া বড় বোনকে খুব সমাদরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "ওরা বলে বলুক, তুই কেন বল্‌বি ? তুই ওদের সঙ্গে যোগ দিলে, আমার প্রাণটা কেমন আরও বেশী বেশী আন্‌চান্ করে। কি যেন কি একটা পেতে পেতে পেলুম না, হারয়েছি বলে, নিরন্ত জল পিপাসা লাগিতেছে, তার পর আবার কবে পাবো, তা ভেবে আরও কষ্ট বাড়্‌তেছে, তার উপর বাক্য-গঞ্জনা আমাকে আজ সমস্ত দিন অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তার পর আর একটা কথা, সে কথা আর আমি তোকে বোল্‌তে পার্‌বো

না, যেটা যেন একটা বিষম বুক্‌চাপ্‌ হইয়া আমায় নিয়ত জ্বালা-ইতেছে। দুঃখিনীর সে দুঃখ বোধ হয় মলেও যাবে না। আমি এমন হতভাগিনী হ'য়ে জন্মেছিলুম" বলিতে বলিতে সরস্বতীর দুই চক্ষে ধারা প্রবাহিত হইল।

লক্ষ্মী সরস্বতীকে সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া শান্ত করিতে লাগিল, সে বালিকা বড় লোমের বুকে মুখ লুকাইয়া চক্ষের জলে তাহার বক্ষ ও বক্ষবস্ত্র সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। লক্ষ্মী ভাবি-তেছে এ কিসের কান্না, এ চোখের জলের প্রত্যেক ফোটা আমার বুকে যেন তপ্ত লৌহ শলাকার মত বিঁধিতেছে, কেন এমন হইল? সরস্বতীর উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে লক্ষ্মীর প্রাণের প্রান্তরটা যেন শুষ্ক মরু-ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে, আর এক অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়া এক অপরিজ্ঞাত ভাষায় বলিয়া দিতেছে, আজ পুরাতন পরিত্যাগ কর, ঐ দেখ নূতন আসিয়া নব বেশে তোমায় বরণ করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। লক্ষ্মী সেই ইঙ্গিতানুভূতির আবেগে আক্রান্ত হইয়া ত্বরায় সরস্বতীকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিল, তাহার স্পর্শ সুখের আস্বাদন কোন একটা কি যেন অন্তরের অন্তঃপুরে জাগাইতে যাইতেছিল, তাই ত্বরায় সে বালিকা বিষয়ান্তরে মনোযোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পলায়ন করিল।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সরস্বতী ঘুমায় নাই। নানা চিন্তার ভারে বালিকা আজ ব্যথিত হইয়া শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। লক্ষ্মী একক্ষণ নিদ্রার ভাণ করিয়া শয্যায় শায়িত

ছিল। এখন বেশ বুঝিল, তাহার মা ঘুমাইয়াছেন। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সরস্বতীকে নিকটে টানিয়া আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "যা করেছ, ঐ পর্য্যন্ত, আর যেন ওরূপ কান্না-কাটি ক'রো না। মায়ের প্রাণ! একবিন্দু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে, তাঁহার ক্লেশ ও গ্লানির সীমা থাকবে না। এমনই আমার জন্য তাঁহার দুঃখের সীমা নাই, তার উপর তুমি যদি ঐ ভাবে আমার জন্য ব্যাকুল হও, তাহা হইলে, আমাদের মা অকারণ মারা যাবেন। সত্তি কথা, আমাদের আর কেহ নাই, খুব সাবধান। এই বলিয়া ছোট বোন্‌টির মুখ চুম্বন করিয়া আবার বলিল "আমি প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ করি, তুমি যে অমূল্য রত্ন পেঁয়েছ, তাই নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর, নিত্য নূতন সুখের তরঙ্গ তুফানে ভাস্‌তে ভাস্‌তে সংসারে পাড়ি দিয়ে চলে যাও। আমি মন্দভাগিনী, আমার অমাবস্যার অন্ধকার বক্ষে ধারণ করিয়া আমার কর্ম্মফল ভোগ করি। বিধাতা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার অন্ধকার হৃদয়ের ভগ্ন পর্ণকুটীরে প্রদীপের আলোও যেন না জ্বলে।" সরস্বতী বলিল, "আমি তোর ছোট হ'লেও কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, ঠিক যেন উল্টা হয়। তোর প্রাণে একদিন যেন বিদ্যুতের ধব্‌ধবে আলো জ্বলে।"

নবম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মক্ষেত্রে অমর।

অমর কুমার ইউল সাহেবের বাড়ীতে বাজার সরকার নিযুক্ত হইয়া প্রায় তিন মাস হইল ১৫৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেছে। উড়ে বেয়ারা ও মুসলমান খানসামাদল বাজারে অনেক পয়া চুরি করিত। প্রতিদিনের বাজারের খরচ যাহা হইত, অমর কুমারকে নিযুক্ত করার পর হইতে নিত্য ব্যয়ের অর্দ্ধেক টাকার পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে আসিয়া থাকে। মেম্‌সাহেব বাজারের নূতন ব্যবস্থায় তুষ্ট হইয়া সরকার বাবুকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা স্বতন্ত্রভাবে দিয়া থাকেন। ইউল সাহেবের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অমর কুমারকে খুব ভালবাসে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকে, বাঙ্গালা হিন্দী ও ইংরাজী মিশ্রিত এক প্রকার চল্‌তি ভাষায় সাহেবের ছেলে মেয়েরা অমর কুমারের সঙ্গে কথা কহিয়া থাকে, কিন্তু অমর কুমার সর্ব্বদাই তাদের সঙ্গে ইংরাজীতেই কথা কহিতে চেষ্টা করে, তাই ক্রমে তাহারা সরকার বাবুর সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে হিন্দী কোন বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া খাটি ইংরাজীতেই কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। অমর কুমার এই সুযোগে ক্রমে

চল্‌তি কথ্য ইংরাজী ভাষা বেশ শিখিয়া লইতেছে। পরে তাহার সুবিধা হইবে, এই আশায় অমর কুমার এই সুযোগের উত্তম ব্যবহার করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতেছে।

এই ভাবে প্রায় ছয় মাসকাল অতীত হয়, এমন সময়ে, সাহেবের আফিসে ১৫৲ টাকা বেতনে এক বিল সরকারের কর্ম্ম খালি হইল। সাহেব অমর কুমারকে একদিন প্রাতঃকালে বাজারের পর বলিয়া দিলেন, "তুমি আজ বেলা ১২টার সময়ে একবার আফিসে আমার সঙ্গে দেখা করিবে।" অমর কুমার আহারান্তে যথা সময়ে সাহেবের আফিসে উপস্থিত হইল। সংবাদ দিবামাত্র সাহেব ঘরে ডাকাইয়া বলিলেন, "আফিসে একটা কাজ খালি আছে, তোমাকে দিতে চাই, ক'র্‌বে?

অ। সে কি চাক্‌রি?

সা। বিল সরকারের কাজ, টাকা আদায় করিতে হইবে, আমি সে কাজ তোমাকেই দেবো ঠিক ক'রেছি।

অ। বেতন কত?

সা। পনের টাকা।

অ। আপনি কি আপনার বাড়ীর কাজে আমার উপর সন্তুষ্ট নন্?

সা। খুব সন্তুষ্ট।

অ। তবে আমাকে সে কাজ হইতে তাড়াইতেছেন কেন?

সা। এ কাজ আফিসের কাজ, পরে ভাল হবে। তোমাকে

বাড়ীর কাজ থেকে সরাইলে, মেম্ সাহেবের খুব গোসা হবে। মেম্ সাহেব হয়ত তোমাকে ছাড়্‌তে চাবেন না।

অ। আমিও আপনার বাড়ীর কাজ ছাড়্‌বো না।

সা। কেন ছাড়্‌বে না?

অ। আমার বই পড়া ইংরাজী বিদ্যা এত অল্প যে সে কিছুই না। আপনার ছেলে মেয়েরা আমাকে খুব ভালবাসে, তাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় আমার চল্‌তি ইংরেজীটা বেশ শেখা হ'চ্চে।

সা। (স্থির দৃষ্টিতে অমর কুমারের মুখের দিকে তাকাইয়া) আমরা সে সুযোগ রক্ষা করিবার উপায় করিব। আজ তুমি আমাদের এই চাকরিটায় ভর্ত্তি হও। আমি তোমাকে ঐ কাজে আজ হইতে বাহাল করিতেছি। তুমি বড় বাবুকে ডাকিয়া দাও। আর আজ তিনটা পর্য্যন্ত আফিসে থাক। অমর কুমার নীরবে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বড় বাবুর ঘরে গিয়া এক নমস্কার করিয়া দাড়াইবামাত্র তিনি একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কি হে? সাহেব আমাকে ডাকিয়াছেন, না?"

অ। আজ্ঞে হাঁ।

বড় বাবু মন্মথনাথ দত্ত সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া অমর কুমারকে কাজ দিবার আদেশ লইয়া চলিয়া আসিলেন। অমর কুমার বড় বাবুর কামরার দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজ হইতে তোমার ১৫৲ টাকা বেতনে আমাদের এখানে চাকরি হইল। তুমি এত বিল কয়খানি লইয়া এই সব আফিসে একবার ঘুরিয়া এস, আর যদি কিছু টাকা আদায়

করিতে পার, চেষ্টা দেখ। তুমি ছেলে মানুষ, এ সব কাজ কি পারবে?"

অমর কুমার নীরবে বিল কয়খানি লইয়া বাহির হইরা গেল। যে যে স্থানে যাইতে হইবে, সে সব স্থান পরস্পর হইতে অনেক দূরে। তাই প্রাপ্ত বিলগুলির মধ্যে যে দু একখানির আদায় স্থান নিকটে ছিল, সেই সেই স্থানে টাকা আদায়ের জন্য আগে গেল। তাহার কেমন বরাত. সে দিন, সেই সেই স্থানে টাকাগুলি যাইবামাত্র আদায় হইল। অমর কুমারের আনন্দ ধরে না। সে, বেলা ৩৹টার মধ্যে দুই খানি বিলের টাকা লইয়া আসিয়া বড় বাবুর নিকট টাকা মজুত করিবামাত্র, ঘটনাচক্রে সাহেব সেই সময়ে সেখান দিয়া কি কাজে যাইতেছিলেন, বড় বাবুর সম্মুখে আসিয়া অমর কুমারের বিল আদায়ের সংবাদ লইয়া জানিতে পারিলেন যে অনেক দিনের এক খানা ৩৭৫৲ টাকার বিল, আর একখানা ৪৪০৲ টাকার বিল আদায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে।

তখন সাহেব বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "Now, what do you say about the boy, Mr. Dutta, will he not suit you? I hope he will do better than anybody else." বড় বাবু বলিলেন "It seems so."

আজ মথুর বাবু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তাঁহার একটি আত্মীয়কে আজ ঐ কাজে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ছিল, তিনি সে লোকটিকেও আফিসে আনিয়াছিলেন। অমর কুমারের আগেই সাহেবের কাছে তাহাকে উপস্থিত করিয়া কাজ দিতে অনুরোধ করিয়া বড়ই

অপ্রস্তুত হইয়াছেন। সাহেব বলিয়াছিলেন "আমার একজন জানা লোক আছে।" এই সেই জানা লোক। এখন এই জানা ছোকরাকে অকর্ম্মণ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারিলে ত আর নিজের আত্মীয়টিকে আফিসে প্রবেশ করান হয় না। তিনি এই নিদারুণ চিন্তা-তাড়িত হইয়া বহুদিনের অনাদায় ৪ খানি বিল অমর কুমারের হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি ছেলে মানুষ এ সব কাজ কি পারবে ?" সেই চারি খানি বিলের দুইখানি আজই বাহির হইয়া, আজই টাকা আদায় করিয়া আনিল দেখিয়া, মথুর বাবু কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন "এর বাহাদুরী আছে, বোধ হয় কাজ কত্তে পারবে। তবুও দেখা যাক্, কত দূর গড়ায়।"

অমর কুমার ছয় মাসকাল সাহেব বাড়ীতে কাজ করিয়া, সাহেবের পরিবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও, সেখানে অনেক গুলি শত্রু সৃষ্টি করিয়াছে। সাহেবের ছয় মাসের বাজার হিসাবে যে পরিমাণ টাকা অমর কুমারের হাতে ব্যয় হইয়াছে, তৎপূর্ব্বে প্রত্যেক ছয় মাসে বেয়ারা খান্‌সামার হাতে প্রায় তাহার দ্বিগুণ খরচ হইয়া আসিয়াছে। সাহেব ও মেম্‌সাহেব এই কর্ম্মপটু বিশ্বাসী যুবকের হাতে টাকার সদ্ব্যবহার দেখিয়া এবং অনর্থক অর্থ ব্যয় হইতে আত্মরক্ষার সুযোগ পাইয়া, অমর কুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অমর কুমার তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, আর বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনের পথে বাধা পড়ায় বাবুর্চি, খান্‌সামা, বেয়ারা যে বিরূপ এবং অনিষ্ট করার চেষ্টায় আছে, তাহাও সে বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু সাহেব কিংবা মেম্‌সাহেবকে সে, সে বিষয়ে কোন

কথা বলে নাই। যাহাতে কাহারও অনিষ্ট হয়, অমর কুমার সহজেসে পথে পদার্পণ করিবার লোক নহে।

নিম্নস্তরের চাকরদের বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করিয়া আত্মরক্ষা করা ও সাবধানে তাহাদিগকে শাসনে রাখা কতকটা সহজ কাজ, কিন্তু আফিসে বড় বাবুর বিরুদ্ধাচরণ সাম্‌লাইয়া লইতে পারা,সহজ ব্যাপার নহে, তাই কিছু দিন কাজ করিতে করিতে তাহার মনে হইয়াছে যে, সে একবার সাহেবকে সকল কথা পরিষ্কার ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে।

একদিন প্রাতঃকালে অমর কুমার সাহেবের বাড়ীর সমস্ত কাজ শেষ করিয়া চলিয়া আসিবে, এমন সময়ে ইউল সাহেব তাঁহার বাটীতে আফিসের ঘরে বসিয়া, অমর কুমারকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া সেলাম করিবামাত্র তাহাকে বলিলেন "তুমি আজ কয়েক দিন আমাকে কিছু বলিবে বলিয়া চেষ্টা করিতেছিলে, কি বলিতে চাও, তাহা আমি বেশ জানি, এখানে these menials যেমন সর্ব্বদা তোমার অনিষ্ট চেষ্টায় আছে ; আফিসেও বড় বাবুর দল তোমাকে তাড়াইবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে, আমি এসব বেশ বুঝিতে পারি। তুমি এখানে ও আফিসে কোথাও ভয় পেও না। আমি যখন তোমার কাজে সন্তুষ্ট আছি, আর তোমাকে বিশ্বাস করি, তখন তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি মনে মনে অশান্তি পোষণ করিও না। "Don't harbour uneasy feelings. Every thing will be set right in no time, and you will enjoy the result thereof very shortly. Be of good heart and

go on with your usual duties both here and there. I know how to deal with the wicked-minded men."

অমর কুমার পুনরায় একটি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাসায় আসিবার সময়ে পথে অমর কুমার ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছে, "ভাল করে কাজ করেও সর্ব্বত্র শত্রুহাত এড়াইতে পারা যায় না। 'আমি কাহারও অনিষ্ট করি না' এ যুক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে, আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, কেবল ভালমানুষীতে কুলায় না, কিন্তু তাই বলিয়া শত্রু দমনের জন্য, অন্যায় পথে পা দেওয়াও ত ভদ্রের কাজ নহে! অগ্র পশ্চাৎ শত্রু নিপাত করিতে করিতে জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া এক বিষম কাজ, মানুষকে কি আপনার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা এইরূপ অবস্থায় পড়িতে হয়? এখানে না হয়, সাহেব আমাকে বিশ্বাস করেন ব'লে, অনুগ্রহ করিলেন, কিন্তু সব যায়গায় ত আর লোক এই রকম মনিব পায় না! নিজের মাথা বাঁচাইয়া পেটের ভাত করিয়া খাওয়া ত একটা কঠিন কাজ। আমার বোধ হয়, ছোট চাকরিতেই এই রকম হয়।

ইউল সাহেবের অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকায় অমর কুমারের অসুবিধা গুলি এক এক করিয়া কাটিয়া যাইতেছে। অমর কুমার প্রাতঃকালে সাহেবের বাড়ীর কাজ সারিয়া আসিয়া স্নানাহার ও বিশ্রামের পর সর্ব্বদাই প্রায় ১২টার সময়ে আফিসে যায়। অপরাহ্ণ সাতটা পর্য্যন্ত আফিসের কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু যাহা ধরে,

তাহা শেষ করিয়া আসে, কোন কাজ হাতে রাখে না। আফিসের কর্ত্তারা মাসের শেষে দেখেন অন্যান্য বিল সরকারদের তুলনায় অমর কুমারের আদায় বেশী। কোন কথা বলিবার উপায় থাকে না।

এই ভাবে দুই তিন বৎসর অমর কুমার সাহেব বাড়ীর কাজ ও আফিসের কাজ চালাইতেছে। নিজের খরচ পত্র বাদে কিছু টাকা সঞ্চয়ও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বের দুঃখ কষ্ট ও বিপদ, এবং বর্ত্তমান হীন অবস্থা সর্ব্বদাই তাহার শিক্ষক ও শাসনদণ্ডরূপে সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে সুপথে লইয়া চলিয়াছে। যে বাসায় থাকে, সে বাসার বহু লোক, সহরের বহু স্থানের রংতামাসার সংবাদ লইয়া আসে. কান আছে, সে কান পাতিয়া শোণে সে সব বিষয়ে একটা কথাও কোন দিন কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে না। তাদের সে সব আলাপে কোন প্রকার আগ্রহও দেখায় না। বড় লোকদের বৈটকখানায় লইবার জন্য মোসাহেবের দল যে পুনঃ পুনঃ তাহার সংবাদ লয় নাই, এমনও নহে, অনেক সাধ্য সাধনায় আর সে সব লোকের প্রলোভনায় কর্ণপাত করে নাই। কখন কখন কোন কোন বাবু নিজ নিজ শকটে আরোহণ পূর্ব্বক অমর কুমারের মেসের বাসার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে. অমর কুমারকে ডাকাইয়া সঙ্গে লইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছে, তাতেও সে সম্মত হয় নাই। হাসিতে হাসিতে নমস্কার করিয়া বলিয়াছে "ক্ষমা করুন, আপনাদের মজলিসে বসিবার উপযুক্ত হই, পরে বসিব। আমি এখন আপনাদের সঙ্গে মেশার মত মেকদারের লোক নই। আগে পেটের ভাত, পরে আমোদ আহ্লাদ। আপনাদের ভাতের অভাব নাই, আমার আছে,

ক্ষমা করিবেন, নমস্কার।" এইরূপ ভাবে অনেক লোককেই বিদায় করিয়া দিয়া, আপন মনে অবস্থার উন্নতি করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

একদা এক সঙ্গীতপ্রিয় সিংহ সন্তান আসিয়া অমর কুমারকে নিজালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিলেন। তিনি খুব রসজ্ঞ ধনী সন্তান। অমর কুমার তাঁহাকে করজোড়ে বলিল "আজ্ঞে সে বসন্তের কোকিল, জেলখানারূপ জ্যৈষ্ঠ মাসের কালো জাম খাইয়া গলা ভাঙ্গিয়াছে, আবার নূতন বসন্তকাল না আসিলে আর, তার গলায় সুর ফুটিবে না। এখন ভাঙ্গা গলায়—সে ছেঁড়া তারে সুর বাহির হইবে না। আবার বসন্তকাল আসিলে দেখা যাবে। নমস্কার।"

দশম পরিচ্ছেদ

সংসার জীবনের সূচনা

কার্ত্তিকচন্দ্র অমর কুমারকে সময়ে সময়ে নিজের বাড়ী লইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু অমর কুমার সহজে যাইতে চায় না। সহজে যায়ও না। শ্বশুরালয় হইতে প্রথম চলিয়া আসার পর এ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কয়েকবার পূজার সময়ে, বড় দিনের ছুটির সময়ে ও জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে এক এক দিন শাশুড়ী ও শ্যালকের অনুরোধে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। আর যায় নাই। শ্বশুরবাড়ীর আকর্ষণ যে তাহাকে আকৃষ্ট করে না, এমন নহে, যাইতে ইচ্ছা যে হয় না, তাহাও নহে; কিন্তু তবু সে যায় না। ইচ্ছার প্রবলতাকে শাসনে রাখিয়া আপনার অভিপ্রেত পথে চলিয়াছে, কিন্তু সে অভিপ্রেত পথের সম্মুখের সবটাই অনিশ্চিত ও অন্ধকার। সামান্য আয়ে তাহার সংসার পাতিয়া বসিতে সাহসে কুলায় না। কিন্তু সম্মুখের পথে ভবিষ্যতের নিকটে বা দূরে, এমন কোন আশার আভাস পায় না, যাহাতে তাহার ভাল হইবে। তাহার স্বল্প আয়োজনবিশিষ্ট জীবনের সমগ্রভাগটাই উঞ্ছবৃত্তির সংবাদই আনিয়া দেয়। সাহেবের

বাড়ীর বাজার করিয়া ১৫।~০ টাকা বা আফিসে ১৫৲ টাকার বিল সরকারি করিয়া বিশেষ একটা কিছু সুবিধার সম্ভাবনা নাই।

এই জন্য সে শ্বশুরবাড়ী যায় না। নিজের বাড়ীতেও যায় না। পিতার সঙ্গে দেখা করে না। পিতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কোন সংবাদ রাখেন না, সেও কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু বাপের জন্য, বিমাতার জন্য, ছোট ভাইদের জন্য, সময়ে সময়ে মনটা কেমন কেমন করে, ইচ্ছা হয়, ভাইগুলি আসুক, অন্ততঃ তাদের সঙ্গে মিলে মিশে বাড়ীর সম্বন্ধটা যতটা সম্ভব বজায় রাখে। কারামুক্ত হওয়ার পর, শ্যালক কার্ত্তিকচন্দ্র এক দিন অমরের বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া কারামুক্তির সংবাদ দিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু অবিচলিত ভাবে সে সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "বেশ ভালই হইয়াছে।" তাহার পর আবার দেখা করিয়া কার্ত্তিক বাবু বলিয়াছিলেন, "অমর এখন বেশ শান্তভাবে কাজ কর্ম্ম করিতেছে, দুই স্থানে চাকুরি করে, ৩০।৩৫৲ টাকা মাস মাস উপার্জ্জন করে।" শুনিয়া গোবিন্দ বাবু বলিয়াছিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, সে সুখী হউক" কিন্তু পুত্র ও পুত্র-বধূকে গৃহে আনিবার মত কোন প্রকার ভাব ভক্তি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করেন না। অমর কুমার এ সকল সংবাদ অবগত আছে। সুতরাং বাড়ী যাইবার ইচ্ছা হইলে, বলপূর্ব্বক সে, সে ইচ্ছা দমন করে। এই ভাবে আরও কিছু দিন যায়, এমন সময়ে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। গড়পারের ক্ষুদ্র গৃহের গৃহিনী আরও অধিক দিন পুত্রের বিবাহে বিলম্ব করিতে সম্মত নহেন। বিশেষতঃ একটি মনের মত মেয়ে পেয়েছেন, সেই জন্য আরও ব্যস্ত

হ'য়ে পড়েছেন। ছেলের মত থাকলেও সে বিলম্ব করিতে চায়। তাহার ইচ্ছা পুলিসের সব্‌ইনস্পেক্টর হ'য়ে বিবাহ করিবে। এখন হেড্‌কনষ্টবল বেতন ২৫৲ টাকা। অবস্থা আরও একটু ভাল করে বিবাহ করা তাহার ইচ্ছা। গৃহিণীর তাহাতে মত নয়, অগত্যা কার্ত্তিকচন্দ্র মায়ের মতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। শুঁড়োয় কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতুলালয়। জ্যেষ্ঠ মাতুল হরমোহন বসু এই বিবাহের উদ্যোগী, তিনি শুঁড়োর মিত্র বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান, পিতার আমল হইতে শুঁড়োয় বাস। গৃহিণী সহোদরের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া দিন স্থির করিলেন। পত্রাদি হইয়া গেল, বৈশাখের শেষ ভাগে বিবাহ হইবে। কার্ত্তিকচন্দ্রের মা বৈবাহিক গোবিন্দ বাবুকে পুত্রের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া কাজ কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক পত্রসহ পুত্রকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ বাবু পত্র পাঠ করিয়া ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া, কার্ত্তিক বাবুকে বলিলেন "আমি এ পত্রের লিখিত উত্তর দিলাম না। তোমাকেই ভার দিতেছি, বেয়াইন্‌কে বলিবে যে, যখন আমার পুত্রই আমার বশে নাই, তখন সেই সম্বন্ধ সূত্রে আমার তোমাদের বাড়ীতে উপস্থিত থাকা কি সঙ্গত ও শোভনীয় হইবে? আমার বিবেচনায় সে কাজ ভাল দেখাবে না। আমি ক্ষুণ্ণ মনে দূরে থাকিতে বাধ্য হইব।

কার্ত্তিকচন্দ্র এই উত্তরে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সাবধানে সে ক্রোধ সংবরণ করিয়া শান্তভাবে বলিলেন, "আপনি আপনার পুত্রকে আপনার গৃহে ডাকিয়া আনিলেই পারেন।

আনেন না কেন?" গোবিন্দ বাবু এইবার একটু বিরক্ত হইয়া বলি-লেন, "বাবাজী কেন আনি না, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে কেন দিব? তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষের মত কাজ কর, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই তোমার মাকে বলিবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র "যে আজ্ঞে। তাই বলিব।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। এই উপলক্ষে কার্ত্তিকচন্দ্রের মা, পিতা পুত্রে মিলন সাধন করিয়া নিজ কন্যা সরস্বতীর শ্বশুরালয়ে যাওয়ার একটা সহজ পথ খুঁজিতেছিলেন, তাহা হইল না, এই দারুণ সমস্যার পূরণ কে করিবে? দারুণ ভবিষ্যতই কেবল ইহার সদুত্তর দানে সক্ষম। এখন যেমন চলিতেছিল, সেই রূপই চলিতে লাগিল। কেবল অমর কুমার শাশুড়ীর অসঙ্গত স্নেহের টানে ও সাধ্য সাধনায় শ্বশুরালয়ে যাতায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

শ্বশুরালয়ে যাতায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে অমর কুমারের মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেখানে গৃহের সুখ শান্তি ও তৃপ্তি লাভের যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও, সেই সুখ শান্তি ও তৃপ্তির অন্তরালে অশান্তির আগুন ধীরে ধীরে অমর কুমারের হৃদয় অধিকার করিতেছে, আর সেই আগুন তুষানলের ন্যায় গোপনে গোপনে অমর কুমারের হৃদয় দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন সে যখনই কার্ত্তিকচন্দ্রের গৃহে পদার্পণ করে, অমনি যেন আপনা আপনি বিষণ্ণভাব তাহার প্রাণস্পর্শ করে, কি যেন একটা উৎকট অশান্তির ভারে তাহাকে অবসন্ন বলিয়া সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। কাজ কর্ম্মে তাহার

আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব নাই। বাসায় যখন থাকে, তখন তাহার স্বাভাবিক চল্‌তি ভাবের ব্যত্তিক্রম হয় না। কিন্তু শ্বশুর বাড়ীতে, সে ভাব কে যেন বল পূর্ব্বক হরণ করে, অমর কুমার সরস্বতীকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসে,সরস্বতী অমরের আদরে আটখানা হইলেও, সে সুখে সে বালিকা সর্ব্বদা আপনাকে ডুবাইয়া দিবার সুযোগ পায় না। অমর কুমার শ্বশুর বাড়ী আসা যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেও সে অধিকাংশ সময়ে রবিবারের প্রাতঃকালে আসিয়া সমস্ত দিন কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গে ও মায়ের সঙ্গে সময় কাটাইয়া ও সে সময়ের অনেকাংশ পুষ্পোদ্যানের পরিচর্য্যায় কাটাইয়া দেয়। কেবল দ্বিপ্রহরে আহারান্তে ক্ষণকাল শ্বাশুড়ী ও শ্যালকের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তায় কাটায়। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সামান্যাকারে অত্যল্প সুযোগ পাইয়া এক একবার তাহার সঙ্গে কথা কহিতে ও আত্মীয়তা করিতে পায়।

একদা এইরূপ এক রবিবারের দ্বিপ্রহরের পর আহারান্তে কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমর কুমার অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় পরস্পরে নানা কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে কার্ত্তিকচন্দ্রের আহ্বানে লক্ষ্মী পান লইয়া দাদাকে দিতে আসিল। কার্ত্তিকচন্দ্র পান লইয়া অমরকে দিলেন।

অ। আমি ও পান খাবো না।

কা। কেন খাবে না?

অ। তুমি চাহিয়াছ,তোমার ভগ্নী তোমাকেই আনিয়া দিয়াছে, ওতে আমার ভাগ নাই।

ল। (হাসিতে হাসিতে) আছে আছে, ওতে তোমারও ভাগ আছে।

অ। না, আমার ভাগ থাক্‌লে আমাকেও দিতে, আমাকে ত তা বল নাই।

ল। এখন বল্‌ছি, খাও রাগ করো না। আমার ভুল হ'য়েছে। দুজনের পান বলে দিলেই হ'তো। ক্ষুঁত ধরো না। খাও।

অ। কিছুতেই খাব না। তবে আমাকে ওর মত আলাদা পান এনে দিলে, খেতে পারি!

ল। এই কথা! এ ত সহজ কাজ।

এই বলিয়া লক্ষ্মী আবার পান আনিতে গেল।

অমর কুমার কর্ত্তিকচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল "দেখ এদের দুই বোনকে যদি কিছু লেখা পড়া শিখাইতে পারিতে, তা হ'লে বড় ভাল হ'তো, বিশেষতঃ লক্ষ্মী এই দীর্ঘ জীবনের পথে একাকিনী জীবন স্বার্থক করিবার উপায় পাইলে কি সুন্দর হ'তো! ওর আর কি আছে? কিছু লেখা পড়া জানা থাক্‌লে, হয়ত পড়া শুনায় কতকটা উচ্চ চিন্তায় সময় কাটাইবার সুযোগ পেলে, ওর যথেষ্ট উপকার হ'তো।

কার্ত্তিকচন্দ্র একটু হাসিয়া, নিজ জননীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা! একবার এই দিকে এস, তোমার জামাই বাবু কি বলিতেছেন, একবার শোন।"

গৃ। কেন? অমর কি বলিতেছে?

কা। জিজ্ঞাসা কর।

গৃ। কি বাবা? কি ব'লছ?

অ। লক্ষ্মী এখনই পান দিতে এসেছিল, তার সঙ্গে একটু কোঁদলও হ'লো, তাকে দেখে, তার পরিণাম ভেবে, সহসা আমার মনটা বড়ই খারাপ হ'য়ে গেল। তার বিষয়ে সবটা ভাবতে গেলে, আমার আর আপনাদের এখানে আসতে ইচ্ছে হয় না। তাই তাকে কিছু লেখা পড়া শিখাবার কথা আপনার ছেলেকে

গৃ। (চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে) আর বাবা, ও দুটা মেয়েকেই ত আমি নিজে ঘরে বোসে সেই ক, খ, থেকে আরম্ভ করে, রামায়ণ মহাভারত পর্য্যন্ত সব পড়িয়েছি. বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি বেশ পড়িতে ও বুঝিতে পারে। কেন তুমি কি তা জান না?

অ। না না, আমি জান্‌তুম না।

এমন সময়ে লক্ষ্মী পান নিয়ে এসে বলিল "এইবার খাও," বলে অমরের কাছে পান রাখিল।

অ। আমাকে হাতে তুলে না দিলে, আমি ও দেওয়া মঞ্জুর কর্‌বো না।

গৃ। দাও না মা! হাতেই তুলে দাও না।

ল। (হাসিতে হাসিতে হাতে তুলে দিয়ে) এইবার হ'য়েছে? খাও?

অ। পান কে সেজেছে?

ল। সে "জমা খরচে" তোমার দরকার কি?

অ। কেমন পান সাজ্‌তে পার, তাই দেখ্‌বার জন্য। তোমাকে পরীক্ষা কর্‌বো।

ল। তবে যে সেজেছে, তাকে ডেকে দিই, পরীক্ষা কর।

অ। না, তোমাকেই পরীক্ষা কর্‌বো।

ল। আমি সাজিনি, কেমন করে আমার পরীক্ষা হবে।

অ। তবে তুমি পান সেজে নিয়ে এস, সেই পান খেয়ে তোমাকে পরীক্ষায় পাস্‌ কর্‌বো।

ল। পরীক্ষায় পাস্‌ হ'লে কি পুরস্কার দিবে বল?

অ। কি পুরস্কার চাও বল। যা চাবে, তাই দেবো।

লক্ষ্মী আপন বাচালতার জন্য কুণ্ঠিত ও শেষ উত্তরে লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিল। গৃহিণী বলিলেন, "বাবা মেয়ে ছুটিকে আমি ঘরে বোসে যতটা পড়াইতে পারি, তা শিখ্‌য়েছি। ওদেরও আর তার বেশী দরকার নাই। তবে কি জান, ওর যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, ওর মাথায় যে বাজ পড়েছে, তার আর প্রতিবিধান নাই। যে কয়দিন বাঁচবো, ওকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। সকলেই বিষণ্ণ,—সকলেই নীরব, গৃহিণীর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত।

অমর কুমার বহুক্ষণ নীরবে শয্যায় পড়িয়া রহিল, পরে অপরাহ্নে উঠিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, বাসায় যাইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে গৃহিণী বলিলেন, "আজ এখানে থাক্‌লে হ'তো না। এখন ত প্রায়ই থাক না। আজ থাক্‌লে খুব ভাল হয়, মনটাও ভাল নয়, তবু তুমি থাক্‌লে, কতকটা ভাল থাকি।" অমর কুমার বলিল, "আচ্ছা, আজ থাক্‌বো।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

কঠিন সমস্যা

অমর কুমার সে দিন শ্বশুরবাড়ীতে রহিল। অপরাহ্নে জলযোগের পর নিকটবর্ত্তী সারকুলার রোডে বেড়াইতে গেল। কার্ত্তিক চন্দ্রের মা পুত্রকে লইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া লক্ষ্মীর বিষয়ে পুত্রের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গৃহিণী বুঝিয়াছেন, অনেক দিন হইতে বুঝিতে পারিতেছেন, জামাই যে শ্বশুর বাড়ী আসিয়া রাত্রিতে থাকিতে চাহে না, ইহার ভিতর জামাইয়ের ব্যবহারে একটা সদ্ভাব বর্ত্তমান, কিন্তু তাহার সে ভাব রক্ষা করিতে, তাহার ও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্তদিকে অনিষ্ট হইতেছে। "সরস্বতীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার উপায় থাকলে, আমাদিগকে এ অসুবিধায় পড়িতে হইত না, হইলেও যেটুকু অসুবিধা হইত, সেটুকু কোন রকমে সামলাইয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু এই যে দুটি মেয়ে সর্ব্বদা একত্র বাস করিতেছে, ইহাদের উভয়ের মধ্যে একজনের বিয়-বিলাতির বাড়াবাড়িতে, আর একজনের সুখের সংসার পড়িয়া উঠা কঠিন হইয়াছে [illegible] ... —আর আছে ব্যাপারটা [illegible] [illegible]

করিয়াছে, তাই সাবধান হইয়া চলিতে চায়, এতে আমাদের আবার অন্যদিকে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, এখন উপায় কি? অমরকে বাসা করিয়া, সরস্বতীকে লইয়া যাইতে বলা, আমাদের ভাল দেখায় না। আমরা সে কথা বলিতে পারি না।” কার্ত্তিক চন্দ্র মাকে বলিলেন, “মা! আজ আমার চক্ষু ফুটিল। আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া অমরের সঙ্গে মেলা মেশা করিয়াও উহার মনের ভাব তলাইয়া বুঝিতে পারি নাই। সেই যে, সে প্রথম আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া গেল, তাহার পর সপ্তাহে তুমি তাহাকে আনিবার জন্য আমাকে পাঠালে। আমি গেলুম। তোমার কথা বল্লুম। আসিবার খোল আনা ইচ্ছা, তবুও কেমন গোলমাল করে কাটিয়ে দিলে, এল না। আমি কিছুই বুঝি নাই, তারপর যখন যখন আস্‌তে বলেছি, আস্‌তে চায়, শেষে আসে না। যে দুচারি বার রাত্রিতে এখানে থেকেছে, সে কেবল আমাদের অত্যধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় সঙ্গে থাকিয়াছে, কিন্তু সরস্বতীর ভাবভঙ্গীতে অমর কুমারের কোন অযত্ন কিংবা ভালবাসার অভাব কিছুমাত্রও বুঝা যায় না। এ এক আশ্চর্য্য লোক।

গৃ। খুব ভাল ছেলে, এখন আমাদের ভাগ্যগুণে সব-দিক বজায় থাকলেই রক্ষা। আমাদের বরাত যে বড় মন্দ।

কা। মা! তুমি অমন কথা ব’লো না। আমাদের ভাল হবে, আমরা ত কখন কাহারও অনিষ্ট করি নি। বরং যথাসাধ্য লোকের ভালই করিতে চেষ্টা করি। বিধাতা আমাদের কেন মন্দ করবেন। তিনি ভালই করবেন। মা! তুমি দুঃখ ক’রে

কথায় কথায় চোখের জল ফেলো না। ওতে আমার বড়ই কষ্ট হয়।

গৃ। আমার বোধ হয়, লক্ষ্মীর অবস্থা স্মরণ ক'রে, সে এখানে আমাদের ঘরে স্বতন্ত্র থাকতে চায় না।

কা। মা! তুমি ঠিক বলেছ, এখন তুমি প্রতি রবিবার তাকে আমার কাছে শুতে দাও, খুব আস্‌বে ও থাক্‌বে। যত গোলোযোগ সরস্বতীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ঘরে থাকায়। এতেই নারাজ। অথচ আস্‌তে, বস্‌তে, কথা কহিতে, আমোদ আহ্লাদ করিতে বেশ রাজি।

গৃ। তবেই ত আমাদের ত এটা ভাবিবার বিষয়। এখন উপায় কি?

কা। অমরের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলি কথা কহি, কেমন হয়? তাতে কি কোন অনিষ্ট হবে মনে কর?

গৃ। যে রকম ছেলে, তাতে অনিষ্টের ভয় নাই। তবে কি জান, কোন্ কথায় কি দাঁড়ায় তা'ত বলা যায় না। কথা কহিতে হইলে, খুব সাবধানে কথা কহিতে হইবে। তুমি ছেলে মানুষ পারবে কি?

কা। না হয় তুমি নিকটে ব'সে থেকো।

গৃ। তা'হলে আবার সে হয়ত বেশ মন খুলে কথা বল্‌তে পারবে না।

কা। তবে আজ সে এলে, তাকে নিয়ে আমিই কথা কহিয়া, ভিতরের ভাবটা আনিতে চেষ্টা করি। কোথাও ঠ্যাকে তোমাকে ডাকবো।

গৃ। তাই নয়। এ ভাবে আর বেশী দিন যেতে দেওয়া ভাল না।

এমন সময়ে অমর কুমার বেড়াইয়া আসিল। কার্ত্তিক চন্দ্র তাহাকে সাদরে নিকটে বসিতে বলিলেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর এক জনকে পান, আর এক জনকে তাকিয়া দুটা বাহিরে দিতে বলিলেন। সরস্বতী পান দিয়া গেল, লক্ষ্মী তাকিয়া দুটা দুইবারে আনিয়া দিল। অমর কুমার হাসিতে হাসিতে লক্ষ্মীকে বলিল, তোমরা এই বাবুর বাড়ীর ঝি।

ল। পোড়া কপাল, আমরা ঝি কেন হ'বো, আমরা আমাদের দাদার বোন।

অ। তবে চাকরাণীর কাজ করো কেন?

ল। দাদার কাজ কর্‌বো না?

অ। আচ্ছা, দাদারই না হয় বোন ব'লে চাকরাণীর কাজ করলে, আমার ঝিয়ের কাজ ক'রো কেন?

ল। সর্ব্বদেবময়োঽতিথি। আপনি যে আমাদের অতিথি, তাই দেবতা।

অ। ভায়া। তোমার ভগ্নী আমার সব সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া, আমাকে কেবলমাত্র আতিথ্যের অধিকারী করিলেন। তবে আমি উঠ্‌লুম্। আমার অতিথি সৎকারের দরকার নাই, আমার বাসায় ভাত আছে। (এই বলিয়া কপট কোপভরে গাত্রোত্থান)।

লক্ষ্মী হাসিতে হাসিতে পলায়ন করিল। হাসিতে হাসিতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন গৃহিণী বলিলেন, ব্যাপার কি?

দাসী বলিল, "তোমার জামাই বাবু বাসায় যাচ্ছেন।" গৃহিণী ত্বরায় অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি হ'লো?

কা। কই কি?

গৃ। মেয়েটা কি বল্‌ছে, অমর বাসায় যাচ্ছে।

অ। কই না, তার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছিল। তাকে ভয় দেখাইয়া ব'লেছি।

গৃহিণী গৃহাভ্যন্তরে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র অবসর পাইয়া ক্রমে ক্রমে কথা কহিবার আয়োজন করিলেন।

কা। আচ্ছা দেখ ভাই, তোমাকে ত আমাদের বাড়ীতে আনিবার জন্য সর্ব্বদাই সাধ্য সাধনা করি, কিন্তু তুমি সহজে এদিকে আসিতে চাও না, কেন বল দেখি? আবার যদি বা এস, তাও অনেক সময়ে সন্ধ্যার আগেই চলিয়া যাও, রাত্রিতে থাক না, ইহার প্রকৃত কারণটা আজ আমাকে বল্‌বে?

অ। সে অনেক কথা, বল্‌তে রাত পো'য়ে যাবে।

কা। আচ্ছা, যায় যাবে, যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে বল, আমার জান্‌বার জন্য বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। বল্‌বে?

অ। জয়পাল নামে একটা জেলের কয়েদী আমাকে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছে, অন্ন বয়সে বিবাহের পর ছেলেমেয়ে একত্র থাকা ভাল নয়, আমি সে কথাটা ঠিক বলিয়া বুঝেছি, তাই থাক্‌তে চাই না। আর কিছুদিন যেমে পর থাক্‌বো, আর না হয় নিজের একটা আড্ডা ক'রে সেখানে [illegible] লইয়া যাইব।

কা। অবশ্য [illegible] উপর আর বল্‌বার বা আর কিছু

জান্‌বার নাই। এ কথা খুব বড় কথা, আর এরূপ সাবধান হইতে পারায়, বিশেষ একটা বড় উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখ্‌তে হয়। আজ এ কথা শুনে, তোমার উপর যে টান বা ভালবাসা ছিল, তা বেড়ে গেল, বেশীর ভাগ একটা শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। আশা করি, এই সব ভাব নিয়ে তুমি মহৎ লোক হ'বে।

অ। এ বিষয়ে যদি তোমার কোন সন্দেহ না থাকে, তবে তুমিও আমার মত সাবধানে চলিলে, আমি যারপর নাই সুখী হবো।

কা। নিশ্চয় চলিব। এ ত মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, দুঃখ এই যে, আজকাল লোক এ সব মেনে চলে না। এটা বড়ই দোষ।

অ। কয়েদী জয়পাল আমাকে সেটা সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিল। সে জেতে বাগ্দী হ'লে কি হয়, এ বিষয়ে সে আমার গুরু।

কা। আচ্ছা ভাই। ওটা ত বেশ বুঝ্‌লুম্‌। আমাদের বাড়ী হইতে দূরে দূরে থাকার আর কোন কারণ আছে কি ?

অ। কেন ভাই, তোমাকে যখন এত বড় একটা কারণ দেখালুম, তখন আর কোন কারণ আছে কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি ? এর চেয়ে বেশী কি চাও ?

কা। এর চেয়ে বেশী কিছুই চাই না, কিন্তু যদি কিছু থাকে।

অ। আর কিছু থাক্‌তে পারে,এমনটা মনে করার কারণ কি ?

কা। আমি আরও একটা কিছু ভাবি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

অ। কি ভাব, বল ?

কা। তা বল্‌বো না, যদি আর কিছু থাকে, তুমিই বলিবে। আমার বল্‌বার কিছু নাই।

অ। আর কিছু ছিল, এমন যদি হয়, তা হ'লে তা না বলাই ভাল, সব কথা কি সকলের কাছে ভাল লাগে?

কা। তুমি কি বলিতে চাও যে, তোমার অন্য কিছু বল্‌বার থাক্‌লে, তা আমার অপ্রিয় হবে? এ পর্য্যন্ত তোমার কোন ব্যবহার বা কোন কথা আমার অপ্রিয় বোধ হয় নাই, আজ কেন হবে? সে কথা যদি সত্যই অপ্রিয় হয়, তবু তুমি বল! আমি শুনিতে চাই। তবে যদি তোমার সে কথা বলিতে গুরুতর বাধা কিছু থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।

অ। তুমি দেখি নাছোড়বান্দা, নিতান্তই শুনিবে?

কা। হ্যাঁ শুন্‌বো।

অ। তবে শোন, আমার সঙ্গে যার বিবাহ হ'য়েছে, তাকে আমি প্রাণভরে ভালবাসি, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র কৃপণতা বা কপটতা নাই, আর লক্ষ্মীকে ঠিক সেইরূপ ভালবাসার সঙ্গে সম্মানের চক্ষে দেখি। এই তিন বৎসরের মধ্যে আমি যে কয়দিন এখানে এসে স্বতন্ত্র শয়ন করেছি, প্রথম দিন বাদে, সেই কয় দিনই আমি তৃপ্তি অপেক্ষা অত্যধিক অশান্তি ভোগ ক'রেছি।

কা। কেন এমন অশান্তি ভোগ করিলে?

অ। তোমার বিবাহ হইয়াছে। বৌটি এখানে আসিলে, তাহাকে লইয়া স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন করিতে হইলে, তখন আমার কথার তাৎপর্য্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে কদাচন।

কা। আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলো।

অ। লক্ষ্মী তোমার সহোদরা, আমার শালী, কিন্তু আমি তাকে তোমারই মতন ভালবাসি। তাই তাহার বৈধব্যদশা আমার আনন্দের মাঝখানে গভীর বিষাদের সঞ্চার করে। মনে হয়, সরস্বতী সুখী, লক্ষ্মী দুঃখিনী। কিন্তু লক্ষ্মী কোন্ পাপে, কার দোষে, এ দীর্ঘ যাতনা ভোগ করিবে, কেন করিবে, তুমি কি ইহার প্রতিবিধান না করিয়া সুখে সংসার সুখ ভোগ করিতে পার? আমি পারি না। লক্ষ্মীও ত বালিকা, ছয় বছরে বিয়ে হ'য়ে সাত বছরে বিধবা হ'য়েছে, তাকে তোমার বা আমার পান ও তাকিয়া যোগাইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এই কি ব্যবস্থা? আমার প্রাণ এতে সায় দেয় না, কাজেই আমি তোমার বাড়ীতে আসিয়া পরমানন্দে তোমার সঙ্গে শয়ন করি, এ বাড়ীতে আমার স্বতন্ত্র থাকা আদৌ অভিপ্রেত নহে। কিন্তু এ বাড়ীর ব্যবস্থার উপর আমার কথা কহিবার কোন অধিকার নাই, কাজে কাজে নীরবে দূরে দূরে থাকিয়া সুসময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

কার্ত্তিক চন্দ্র অমর কুমারের হৃদয়ের অপরিমেয়তায় আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গেলেন। বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সংসারে সাধারণতঃ লোক যেরূপ ভাবে চলে, তুমি তাদের অপেক্ষা উত্তমতর পথের পথিক। তোমার ভিতরটা যে এত সুন্দর, তা আগে বুঝিতে পারি নাই।"

অমর কুমার বলিল, "তুমি আমি যদি সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ-ভোগে আমাদিগকে ডুবাইয়া দিই, তাহা হইলে, তোমার আমার

তাহার প্রাণটাকে—হৃদয়টাকে মরুভূমি করিয়া রাখিবার অধিকার নাই। তা হ'লে তাহার বিবাহ দিয়া সংসারে তাহাকে সুখের ঘরকন্না করিবার সুযোগ দাও, আর তা না পার, তাহার বিবাহ দিও না। তাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা হইলে এস, তুমি আমি আপন আপন কার্য্যের দ্বারা তাহার ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা করি। ব্রহ্মচর্য্য কেবল বিধবার জন্য নহে, আর তাই যদি হয়, তবে এস নিজ নিজ আচরণ দ্বারা তাহার ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন সহজ সাধ্য করিয়া দিই। সে বুঝুক, তাহার অবস্থার অংশ গ্রহণের জন্য অন্যেও সংযত জীবন যাপন করিতে পারে।"

এইবার কার্ত্তিকচন্দ্র অমর কুমারকে অতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, "তোমার বয়স অল্প হইলেও তুমি যে বিজ্ঞ-জনোচিত কর্ত্তব্যের পথ দেখাইলে, ইহাই জনসমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য। সংসারের সর্ব্বপ্রকার সুখ ও আরামে ডুবিয়া থাকিব, আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিব, বিধবার জীবনের পথে 'পান থেকে চুণ খসিলেই' সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিব। এরূপ নীতি-বৈষম্যই বোধ হয় আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে এতটা হীন করিয়া রাখিয়াছে।"

অমর কুমার বলিল, "সমাজকে কতদূর হীন করে, তাহা হয়ত সকলে সব সময়ে তলাইয়া দেখে না, ভাবেও না। পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের উদাসীনতা ও নিজ নিজ সুখপ্রিয়তার মাঝখানে অল্প বয়স্কা বিধবার জীবনে যদি দৈবক্রমে কোন বিপত্তি ঘটিল, তাহা হইলে, তাহার ফল কতদূর গড়ায় তাহা কেবল সেরূপ

অবস্থাপন্ন বিপন্ন পরিবার ও তৎসংস্পৃষ্ট লোকমণ্ডলী বেশ বুঝিতে পারে।" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন, "আর বলো না, বলো না, এই সেদিন আমাদের পাড়াতেই একটা বড় ঘরে ঐরূপ সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে।" অমর বলিল, "তোমাদের পাড়ায় কেন, খুঁজিলে সর্ব্বত্রই পাইবে। আমি মনু টনু বুঝি না ভাই, আমার বিদ্যেও নাই, তবে এটা বুঝি যে বর্ত্তমান সমাজের চল্‌তি জীবনযাত্রার মাঝখানে মানুষ আর মনুর ব্যবস্থা মানিয়া চলে না, মানিয়া চলিতে চায়ও না। মানুষ চল্‌ছে এক রকম, আর বল্‌ছে আর এক রকম। 'লোক ভাজে ঝিংএ, বলে পটোল।' আর কেবল বিধবাকে সংযত রাখিবার জন্য যত বিধি ব্যবস্থা নিয়মপদ্ধতি। বিধবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ করিতে হয় কর, কিন্তু নিজে গৃহকর্ত্তা বা সমাজশিরোমণি হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় চলিবে, আর অপরের সংযমের ব্যবস্থা আঁটিবে. এ কি কখন হয়? হয় না। তাই সব ভাসিয়া যাইতেছে, কিছুই ট্যাকে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্যার মীমাংসা

রাত্রিতে আহারান্তে অমর কুমার ও কার্ত্তিকচন্দ্র বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় গৃহিণী সে খানে আসিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র মাকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "মা এসেছ, ব'সো, তোমার জামাই যে সব কথা বলে, সে গুলা তোমার শোনা দরকার।" গৃহিণী বলিলেন, "কি বাবা, কি কথা?"

অ। আমি সে সব কথা আপনাকে বল্‌তে পার্‌বো না। কার্ত্তিকের দিকে তাকাইয়া কেন তুমিই বল না।

গৃ। তা বেশ ত, যে হয় একজন বল।

কা। ও বলে কি, স্বতন্ত্র বাসা করে থাকার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এই ভাবেই চালাইবে, সহজে বাড়ী যাবে না, এখানেও থাক্‌তে নারাজ।

গৃ। কেন এটা শ্বশুরবাড়ী ব'লে?

কা। না মা, সে জন্যে নয়।

গৃ। তবে কি হ'লো? এখানে বাড়ীর মত আদর যত্ন হয় না ব'লে?

অ। না না, সে সব কিছু নয়, ও আপনাকে গুছ'য়ে ব'লতে পাচ্ছে না।

গৃ। তবে তুমিই বল না বাবা।

অ। না, আমি আপনাকে অত কথা বল্‌তে পার্‌বো না।

কা। কথাটা এই যে, সে সরস্বতীকে লইয়া স্বতন্ত্র থাক্‌তে খুব রাজি, কিন্তু তাতে আরও একটু বিলম্ব হবে।

গৃ। বিলম্ব হউক না, আমরা ত পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হই নাই, নিয়ে যাবার মত সময় ও সুবিধা হ'লেই নিয়ে যাবে, আজ হ'লে কাল বলিব না।

অ। ঠিক কথাটা না ব'লে, কেবল আশে পাশে ঘুরিতেছ কেন? সোজা কথাটা সোজা ভাবে বল না?

কা। ভাই অমর, তুমি একটু ও ঘরে লক্ষ্মীদের কাছে ব'সো গে, আমি মায়ের সঙ্গে কথাটা কহিয়া লই।

অ। না! যা বলবে, আমার সাম্‌নে বল, তারপর এমন কিছু ব'লে বস্‌বে, যা আমার কথা নয়, তা হবে না।

কা। তবে তোমার সঙ্গে আমার যে সব কথা হ'য়েছে সব বলি?

অ। হ্যাঁ বল। (এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া বাহিরে গেল।

কা। ও বলে, এখনকার দিনে আমাদের দেশে ঘর সংসারে পূর্ব্বের উত্তম রীতিপদ্ধতি সব বদ্‌লে গেছে। তোমার দুটি মেয়ে, তাদের একটি বিধবা,, সে তাকে যথেষ্ট সম্মান করে, তার

অবস্থা স্মরণ হ'লে তাহার পক্ষে এ বাড়ীতে সুখে, স্বচ্ছন্দে বাস করা কঠিন ব্যাপার। সে বলে, হয় লক্ষ্মীর বিবাহ দাও, না হয় নিজেরা অর্থাৎ আমাকে ও তাহাকে খুব সংযত ভাবে সাবধানে সংসার ধর্ম্ম করিতে বলে, বলে এ বাড়ীতে এমন ভাবে কাহারও বাস করা উচিত নহে, যাহাতে লক্ষ্মীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনে ব্যাঘাত হয়। উঃ কত বড় কথা!

গৃ। আমি ত তোমাকে বলেছি, ও ছেলে যেমন তেমন নয়।

কা। এখন কি ব'লবে বলো।

এমন সময়ে অমর কুমার ঘরে আসিল ও শাশুড়ীকে বলিল, "আপনার সব কথা শোনা হ'য়েছে?"

গৃ। বাবা অমর, তুমি কি তবে লক্ষ্মীর আবার বিবাহ দিতে বল?

অ। কে বল্লে? আমি ঠিক তা বলি নাই।

গৃ। তুমি যা বলেছ আমি সবটাই শুনেছি ও বুঝেছি। কিন্তু সংসারী লোকের প্রত্যেকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ত আর সম্ভব নয়। এখন তা হ'লে উপায় কি?

অ। এখনকার দিনে গৃহস্থের পক্ষে সে রূপ সাবধানে সংসার ধর্ম্ম পালন করা সম্ভব নহে। তাই বলিয়া, এক বিধবা বাদে, বাড়ীর আর সকলে সংসারের সকল সুখে আপাদ মস্তক ডুবিয়া থাকিবে, ইহাও ধর্ম্ম নহে, এই জন্যই বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাঝামাঝি কিছু নাই। হয় এ দিক, না হয় ও দিক। হয় বাড়ীর সকলে ব্রহ্মচর্য্যের পথে অগ্রসর হউন,

আর না হয়, বিধবাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্মীর ন্যায় বালিকা বিধবাদের পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করা আবশ্যই ধর্ম্ম, এতে ধর্ম্ম হানি হয় না, ধর্ম্ম রক্ষাই হইয়া থাকে।

গৃহিণী অবিরল ধারে চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন, "কর্ত্তা এক লক্ষ্মীর শোকেই দেহপাত করিলেন, একটি বৎসর ধরিয়া শোকে তাপে ও রোগে ভুগিয়া মারা গেলেন। মৃত্যুকালে ব'লে গেলেন, যদি পার ত লক্ষ্মীর বিবাহ দিবার চেষ্টা করিবে। এখন আমার কি সাহসে কুলাইবে? আমি গরীব স্ত্রীলোক, বিবাহ দিয়ে এক ঘ'রে হ'য়ে, জাতিতে ঠ্যালা থেকে আমার কেমন করে চল্‌বে? বিদ্যাসাগর মহাশয় এক এক করে অনেক বিধবার বিবাহ দিতেছেন, কিন্তু তারা কি সমাজে জায়গা পায়। আমি ত আর সকল খবর জানি না। তোমরা ব'লতে পার। সমাজে চলে কি?

কা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের ছেলে ত বিধবা বিবাহ করেছেন, কই সে জন্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ত কেহ একঘ'রে করেনি।

গৃ। তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তিনি লোকের চক্ষে দেবতা, তাঁকে একঘ'রে কর্‌বার সাহস কয়জনের আছে? বিপদ ত গরীবের।

কা। মা তুমি যদি মত কর, তা হ'লে আমি লক্ষ্মীর বিয়ে দিয়ে সমাজে ঠ্যালা হ'য়ে থাক্‌তে হয় থাক্‌বো। আমার কোন দুঃখ হবে না।

অ। এতদিন যে কথা বল্‌তে সাহসে কুলায় নাই বলিয়া, আমি

অসীম যাতনা ও ক্লেশ বুকে পুরে দূরে দূরে থাকতুম, আজ তোমার সাহস ও উৎসাহে আমার সে গ্লানি দূর হ'লো—আজ আমার বুকের কাঁটাটা উঠে গেল। আজ এখানে মনের সুখে ঘুমাইব। কথাটা ব'লে ফেলে প্রাণটা হাল্কা হ'লো।

গৃ। আমার প্রাণটা তুষের আগুনে পুড়ছে, তোরা আমার সব। ছেলে, জামাই দুজনে মিলে এক হ'য়ে যদি একাজ কত্তে পার, কর। ও মেয়ের বিবাহে ধর্ম্মহানি হয় না, এ আমি বেশ বুঝি, তোমাদের জন্যেই সমাজ, তোমরা যদি সব অত্যাচার সহ্য ক'রে দাঁড়াতে পার, তবে চেষ্টা কর।

অ। (খুব উৎসাহের সঙ্গে) লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর বর ও কার্ত্তিককে নিয়ে চিরদিন একঘ'রে হ'য়ে থাকতে হয়, তাও ভাল, আমি তাতেও রাজি আছি।

কা। মা তোমার মত হ'লে, আমি সুবিধামত পাত্র পেলেই লক্ষ্মীর বিবাহ দিব। তোমার মত নিয়েই কথা। আমি বিশ্বাস করি, ভাল কাজ ক'রে মানুষকে কখন বিপদে পড়তে হয় না। আমার প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলে দিচ্ছে 'বিধাতা রক্ষা করবেন।'

গৃ। বেশী গোল করো না। মেয়েটা যেন এখন এ কথার বিন্দু বিসর্গও জানতে না পারে। খুব সাবধানে এ কাজে হাত দিতে হবে, এ ছেলেখেলা নয়। গুরুতর ব্যাপার। যতক্ষণ বিবাহ একবারে ঠিক ঠাক না হয়, ততক্ষণ তাহার কাণে কোন কথা যেন না যায়। কারণ যদি শেষে না হয়, তা হ'লে আবার

নূতন করে একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে, সে কাজ আরও খারাপ হবে। তাই বলি খুব সাবধান।

কা। আমরা রাজি হ'লে, আবার বাধা দেবে কে?

গৃ। কত বাধা আছে, তা হয়ত এখন আমরা ভাবতেও পারছি না। নিজেদের মত ও ইচ্ছা থাকলেই কি কাজ সহজে হয়? এ কাজে জামাইয়ের বাপকে বলতে হবে, তোমার মামার মত নিতে হ'বে, তাঁহারা বাধা দিতে পারেন। এ সব কাটিয়ে উঠে তবে ত কাজে হাত দিতে হবে। যা করবে খুব সাবধানে।

কা। মামাকে বলতে হবে, তাঁর অমত হ'লে, বেগ পেতে হবে, কিন্তু অমরের বাবা মত দেবেন না, কিছু বাধাও দেবেন না।

গৃ। আগামী কল্য রবিবার প্রাতঃকালে, কার্ত্তিক, বাবা, তা হ'লে একবার তোমার মামার সঙ্গে দেখা করে ব'লে এস, তিনি যেন অবসর মত যে দিন হউক একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। তবে তাঁহার কাছে তুমি আমার প্রয়োজনের বিষয়ে কোন কথা বলো না, তাতে কাজ নষ্ট হবে।

অ। বাস্তবিক বিষয়টা অত্যন্ত গুরুতর, দেশের লোক এ বিষয়ে যতই সাহস দিক না কেন, কাজের সময় অনেকেই সরে দাঁড়াবে, কার্ত্তিক, ভাই, তুমি খুব সাবধানে এ সকল বিষয়ের কথা কহিবে। যতক্ষণ কাজ না হয়, ততক্ষণ কথা গোপন থাকাই ভাল। মা ঠিক বলিয়াছেন। তবে আমরা চেষ্টা করিলে, কাজ হয়ে যাবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

গৃ। আর বাবা, ভাঙা কপাল জোড়া লাগবে বলে আমার

আমার বিশ্বাস হয় না। তবে বিধাতার ইচ্ছায় সবই সম্ভব হয়, ঈশ্বরের করুণা। তাঁর ইচ্ছা হয়, ত হবে।

পরদিন প্রাতঃকালে কার্ত্তিকচন্দ্র মাতুলালয়ে গেলেন। মাতুলের অবসর ছিল, তিনি কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গেই তদীয় সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। সাক্ষাতে এ কথা সে কথার পর, গৃহিণী সহোদরকে বলিলেন "তোমার সঙ্গে গোপনে একটা বিশেষ দরকারি কথা আছে, সে বিষয়ে কিছু করতে পার, আর না পার, কথাটা যেন গোপন থাকে।" এই বলিয়া লক্ষ্মীর বৈধব্যদশার উল্লেখ করিয়া, কর্ত্তার শেষ সময়ের অনুরোধের উল্লেখ করিলেন। এখন ছেলে ও জামাইয়ের এ বিষয়ে আগ্রহের উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ দিবার কথা পাড়িলেন। সহোদর, বড় ভাই হরমোহন বসু, বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বিষয়টার সবদিক ভাবিয়া, অনেক পরে বলিলেন "আমি হঠাৎ এ বিষয়ে কিছু বলিব না, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, কিন্তু তবুও, মত থাকা এক, আর কাজে করা এক কথা, এ দু'য়ে অনেক প্রভেদ। আমাদের মিত্তির কর্ত্তার* সঙ্গে এ বিষয়ে গোপনে পরামর্শ করিয়া পরে দু এক দিনের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

হরমোহন বাবু আহারান্তে অপরাহ্নে মিত্র কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা বলিলেন। কর্ত্তা শুনিয়া বলিলেন "এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না। আমার একই মত। সে মত বিধবা বিবা-

* [illegible] মিত্র কাশীনাথে ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এল, এল, ডি।

হের স্বপক্ষে। হিন্দু শাস্ত্রে কোথাও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ নহে; অর্থলোলুপ ব্যাখ্যাকারদের ব্যবসাদারীর ফলে এখন নানামুনির নানামত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর যাহা ধরিয়াছেন, সে কথার প্রতিবাদ হয় না, তবে আমি সমাজশান্তি ও সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার অজুহতে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী নহি। আমার মত এই যে, প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক বিধবার পুনরায় বিবাহে অধিকার আছে। বিধবার ব্যক্তিগত অধিকারের বিরুদ্ধ পক্ষকে আমি সমাজের শত্রু কেন, মানব শত্রু বলিয়া মনে করি। ভাগ্নীর বিবাহে তুমি উপস্থিত থাকিতে সাহসী হইলে, আমি সে বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া দলের বল বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত আছি, তোমার ভগ্নীকে এই কথা জানাইবে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পাত্রানুসন্ধান

সপ্তাহের শেষ ভাগে, কার্ত্তিকচন্দ্র এক দিন সন্ধ্যার সময়ে, অমর কুমারের বাসায় আসিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিলেন ও মাতুলের প্রদত্ত সংবাদ জানাইলেন। অমর কুমারের আনন্দ ধরে না। অমর কুমার শ্যালককে বলিল "আমার এক মামাতো ভাই আছে। সে আমারই বয়সী। নাম দেবেন্দ্রনাথ মিত্র। দেখিতে বেশ সুপুরুষ। ফার্ষ্ট আর্টস পাস। লেখা পড়া বেশ জানে। সংপ্রতি তাহার ৫০৲ টাকা বেতনে বেঙ্গল আফিসে চাক্‌রি হ'য়েছে। আজ দুই বৎসর হইল বিবাহ হ'য়ে স্ত্রী মারা গেছে তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছে শুনিয়াছি। ইহার সঙ্গে বিবাহের চেষ্টা করিতে পারিলে ভাল হয়। আমি চেষ্টা করিলে হবে না। কারণ আমি আপাতত সকল আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন। কাহারও সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি না। তুমি পার ত অপর কাহাকেও ধরিয়া এই চেষ্টা করিতে পার।

কা। সে ছেলের কে আছে ?

অ। আমার বড় মামা মামী কেহই নাই। সে নিজেই নিজের কর্ত্তা।

কা। তুমি আমার সঙ্গে যেতে, ও তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া আসিতে পার? তা হ'লে আমি নিজেই চেষ্টা কত্তুম।

অ। তুমি গেলে কাজ হাল্‌কা হ'য়ে যাবে। কোন পদস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তিকে এ কাজের ভার দিতে হয়; তোমার মামাকেই জিজ্ঞাসা কর না।

কা। বেশ কথা, আজ মামাকে এই সংবাদ দিব, ও মামাকে আনিব। তুমি শনিবার সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাড়িতে যাবে। মা বিশেষ ক'রে যেতে ব'লে দিয়েছেন। অনেক কথা আছে।

অ। এখন আর আমার যাবার আপত্তি নাই। খুব যাব।

আজ শনিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে অমরকুমার শ্বশুরালয়ে আসিয়া দেখিল, শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার সহোদরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। কার্ত্তিকচন্দ্র এখনও বাড়ী আসেন নাই। গৃহিণীর আদেশে অমর কুমার মামাশ্বশুরকে ও তৎপরে সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। অমরকুমার, প্রদত্ত শ্রদ্ধার বিনিময়ে উভয়ের আশীর্ব্বাদসহ করস্পর্শে স্নেহাপ্লুত হইয়া নিকটে বসিল। হরমোহন বাবু অমরকুমারের নিকট প্রস্তাবিত পাত্রের বিষয়ে নানা সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া পাত্রের উপযুক্ততায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "এরূপ পাত্র পাইলে ত, আর সুখের সীমা থাকে না। এ উত্তম প্রস্তাব।"

প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল, লক্ষ্মীর বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। অমর কুমারের মাতুলপুত্র পাত্রীর বিষয় অবগত হইয়া, একদা পাত্রী দেখিতেও আসিলেন। লক্ষ্মীকে দেখিয়া ও লক্ষ্মীর বিষয় অবগত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ এ কার্য্যে এক প্রকার অগ্রসর হইতেছিলেন।

দেবেন্দ্র বাবু লক্ষ্মীকে পছন্দ করিলেও, লক্ষ্মী দেবেন্দ্রকে ভাল করিয়া দেখে নাই, এবং নিজের পছন্দ অপছন্দের কথা কাহাকেও বলে নাই, বলিবার প্রয়োজনও হয় নাই। সরস্বতী লক্ষ্মীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভাল মন্দ কিছুই বলে নাই। পাড়ার মেয়েরা —ভাবীসাবীর দল, এ বিবাহের সংবাদে কার্ত্তিকচন্দ্রের বাড়ী ত্যাগ করিয়াছে। পাড়ার প্রধানপক্ষীয়গণ যে এ বিবাহে বিশেষ অনুকূল, তাহা নহে, তবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম শুনিয়া এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাতায়াতে পল্লীবাসী ভদ্রগণ নীরব ও বাহিরে বাহিরে প্রীতিভাবাপন্ন। কার্ত্তিকচন্দ্রের পক্ষে এইটুকুই বিশেষ লাভ।

এই আকারে বিবাহের প্রস্তাব, অগ্রসর হইতে হইতে, অমর কুমারের পিতা গোবিন্দ বাবুর কর্ণগোচর হইল। গোবিন্দ বাবু পাত্রের পিসামহাশয়, তিনি দেবেন্দ্রকে ডাকাইয়া প্রচুর তিরস্কার করিয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্র বাবু স্বপক্ষে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, কার্য্যের পোষকতা করিতে চেষ্টা করায়, গোবিন্দ বাবু একবারে তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি বিদায় হও, তোমার যাহা ইচ্ছা করগে, আমার ক্ষমতা থাকে, আমি ইহার প্রতিবিধান করিব।" অগত্যা দেবেন্দ্র বাবু বিষণ্ণ মুখে স্থান ত্যাগ করিলেন।

গোবিন্দ বাবু পরবর্ত্তী রবিবারে অমরকুমারের মাতুলালয়ে গমন পূর্ব্বক, অন্যান্য শ্যালক ও শ্যালক পুত্রগণের সমক্ষে দেবেন্দ্রের সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিয়া, নিজের আপত্তি ও সে সকল আপত্তির সামাজিক দিক লইয়া আলোচনা দ্বারা সকলকেই স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন।

দেবেন্দ্র বাবুর আত্মীয় স্বজনেরা এ কাজে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া এক প্রকার কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তিনি ক্রমশ হতাশ হইয়া পড়িতেছেন শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেবেন্দ্র বাবুকে একদিন ডাকাইয়া অনেক সাহস ও উপদেশ দিলেন। কিন্তু সমাজ শাসনের ভয় দেবেন্দ্রনাথের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে সাহসহীন ও অবসন্ন-প্রাণ করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্র ব্যাপ্যার বা স্বসমাজের শীর্ষস্থানীয় রাজেন্দ্রলালা মিত্র মহোদয়ের ইংরাজী পত্রাংশ :—"I yield to none in advocating widow marriage, but I advocate it on broad ground of individual liberty of choice, and not on account of immorality, possible or contingent. I have no daughter, but if I had the misfortune to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost to get her remarried."* দেবেন্দ্র বাবুকে ঠিক রাখিতে পারিল না। অমরকুমার ও কার্ত্তিক-চন্দ্র আহারে বসিয়াছেন। গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠা কন্যা লক্ষ্মী পরিবেশন ও আহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "অমরের বাবা শেষটা আমাদের কাজে বাধা দিতে অগ্রসর, তিনি দেখছি লোক সুবিধার নন।" গৃহিণী বলিলেন "ছি, বাবা অমন কথা বলে না। তিনি গুরুজন, তোমার মুখে ও সকল কথা ভাল শুনায় না।

* Dr. Raja Rajendra Lala Mittra, L. L. D.

বিশেষতঃ জামাইয়ের সাম্‌নে তাহার পিতৃনিন্দা গর্হিত কাজ। তিনি যাহাই করুন, তিনি তোমাদের পূজ্য ব্যক্তি। তাঁহার হয়ত ওরূপ করার যথেষ্ট কারণ আছে।" অমর কিছুই বলিল না, শ্বাশুড়ীর রায়ে রায় দিয়া মনে মনে বলিল—

"পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

আর কার্ত্তিককে বলিল, "আমার নিকট বাবার কাজ সমালোচ্য বা বিচার্য্য হইতে পারে না।"

সংসারে নানা শ্রেণীর উদ্যমশীল কর্ম্মপরায়ণ লোক দেখিতে পাওয়া যায়। জন সমাজে সর্ব্ববাদীসম্মত সদনুষ্ঠান কোন দিন সম্ভবপর হয় নাই। দশজনে যে কাজকে ভাল বলে, অপর দশজন সে কাজের ছল ধরিয়া সেটার মূল্য ও মর্য্যাদা হীন করিবার প্রয়াস পায়। জনসমাজের পনের আনা কাজ এই ভাবে পরিচালিত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে। যে শ্রেণীর লোক কোন সৎসাহসের কাজে, সমাজের কোন কল্যাণকর কাজে, সর্ব্ববাদীসম্মত বাহবার উপর নির্ভর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহাদের আর এ মর্ত্ত্যবাসে সামাজিক কল্যাণের পথে, সৎসাহসের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ আসে না। এই জন্য, জনসংখ্যাহিসাবে সংসারে অল্প লোকই, স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের ন্যায় বীরোচিত ভাষায় আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ও তদনুরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের পৃষ্টপোষকতায় অগ্রসর হইবার উপযুক্ত বলবীর্য্য ধারণ করেন। তাই কালক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসামান্য গুণসম্পন্ন বিদ্যাসাগরের বরণীয় নামে, সমগ্র ভারতবাসী

এক কালে পূজার অর্ঘ্যদান করিবে। আর এই জন্যই মানুষের মধ্যে কতকগুলি দেবপদবাচ্য হইয়া এ সংসারে অমর অমরত্ব অর্জন করিয়া থাকেন। সে ভাগ্য সকলের হয় না। দেবেন্দ্র বাবু ইতিমধ্যে এক রবিবারের অপরাহ্নে কার্ত্তিক বাবুদের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিজের সাহসের অভাব ও তজ্জন্য অপরাধ স্বীকার করিয়া কাতর হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমর কুমার উভয়ে দেবেন্দ্রের ঈদৃশ ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেও, তাঁহার সৎস্বভাব, শীলতা, প্রভৃতির জন্য তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। গৃহিণীও অনেক মিষ্ট কথায় দেবেন্দ্র বাবুর আদর আপ্যায়ন করিয়া বিদায় দিলেন।

লক্ষ্মীর জন্য অন্যত্র পাত্রানুসন্ধান চলিতে লাগিল। কার্য্যোদ্ধারে যত বিঘ্ন বাধা ঘটিতে লাগিল, অমরকুমারের উৎসাহ, উদ্যম, যত্ন চেষ্টার প্রবলতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সময়ে সময়ে কার্ত্তিক চন্দ্র নিরাশ হইয়া পড়িতেছেন, দেখিলে,অমরকুমার নিজের ভিতরের অনুরাগ ও আগ্রহ দ্বারা শ্যালকের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে, আর বলে "সাধনার নিকট কোন কাজই অসিদ্ধ থাকে না। এ দুনিয়ার মালিক মানুষের প্রাণ দেখিয়া বিচার করিয়া থাকেন। আমি যদি উহার সুখ সুবিধা সাধনের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বিধাতা অবশ্যই আমাদের সকলের মনোরথ পূর্ণ করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রভাতে সন্ধ্যা

এখনকার মত নহে, সে কালে গড়পার কেন, সমগ্র কলিকাতা সহরেই খোলা ড্রেন্ ময়লা জলে পূর্ণ হইয়া দিবারাত্রি ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত থাকিত, এবং সেই অস্বাস্থ্যকর জল-প্রণালীর দুর্গন্ধপূর্ণ বায়ু হিল্লোলে সহর বাসী জনমণ্ডলী সর্ব্বদাই নানা প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করিত। জ্বর, বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি নানা রোগে সর্ব্বদাই কলিকাতার জন সংখ্যা হ্রাস হইত। এখন আর কলিকাতার সে অবস্থা নাই। স্বাস্থ্য হিসাবে কলিকাতায় যুগান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, সে তুলনায় এখনকার কলিকাতা স্বর্গতুল্য, আর গড়পারের সে ভয়ানক অবস্থা, সে দিন পর্য্যন্ত, বর্ত্তমান ছিল। গড়পার সে কালে অতি ভীষণ অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলেরা গড়পারের নিত্যরোগে পরিণত হইয়া এবাড়ী সে বাড়ী সকল বাড়ীতেই বিচরণ করিত।

একদা একবার বড়বেশী বাড়াবাড়ি হওয়াতে, বাড়ী বাড়ী ক্রন্দনের রোল উঠিল, চারিদিকের আর্ত্তনাদের মধ্যে কার্ত্তিক চন্দ্রদের বাড়ীটি অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাক্রান্ত ও শান্ত রহিল। এইরূপ

সময়ে, একদা রাত্রি নয়টার সময়ে কার্ত্তিকচন্দ্র প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে, অমর কুমারের বাসায় আসিয়া সংবাদ দিলেন, "সরস্বতীর বড় অসুখ, শীঘ্র যাইতে হইবে।" এই নিদারুণ সংবাদে অমর কুমার অবসন্ন হইয়া বিষণ্ণ মুখে বলিল "কি অসুখ, গেলে দেখা হবে ত ?"

কা। কলেরা, দেখা হবে, কিন্তু আমাদের বড় ভয় হইয়াছে। পাশের বাড়ীর রোগী আজ বৈকালে মারা গিয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর অসুখ হ'য়েছে।

অ। ঠিক ক'রে বল, দেখা না হয় ত আর যাই না, আমার হাত পা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। আঁতুড়ে বাচ্ছা কার কাছে আছে ?

কা। ভয় পেলে হবে না, এখন সাহসে ভর কর, শীঘ্র চল। খোকা লক্ষ্মীর কাছে আছে, আর মা সরস্বতীকে নিয়ে ব্যস্ত।

অ। ডাক্তার ডেকেছ ?

কা। পাড়ার ডাক্তারকে ডেকেছি, কিন্তু তাতে কুলাইবে না।

অমর কুমার কিছু টাকা লইয়া ত্বরায় কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল। পথে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সংবাদ দিবা মাত্র,তিনিও হোমিও-প্যাথিক ঔষধের বাক্স লইয়া সেই সঙ্গে কার্ত্তিকদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। রোগীর শয্যাপার্শ্বে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বুঝিয়া তিনি ঔষধ দিলেন এবং লোক পাঠাইয়া ডাক্তার বিহারী লাল ভাদুড়ী মহাশয়কে আনাইলেন। ডাক্তার ভাদুড়ী ও বিদ্যাসাগর মহাশয় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া রোগীর পীড়ার গতি পরীক্ষা

ও ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু দুই জনেই বুঝিতে পারিলেন যে, এ রোগীকে রক্ষা করা যাইবে না। প্রায় দুইটা রাত্রির সময়ে উভয়ে চলিয়া গেলেন। রাত্রি তিনটার সময়ে সরস্বতীর জীবন লীলা সাঙ্গ হইল।

সরস্বতী নূতন জীবনের দুইটি উত্তম ফলের সামান্য আস্বাদন গ্রহণ করিতে না করিতে চলিয়া গেল। সর্ব্বতোভাবে মনের মত স্বামী লাভ, সংসারে অল্প নারীর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ এখনকার দিনে আমাদের দেশে নিতান্ত বিরল, সেই বিরল সংখ্যার পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া সরস্বতী কিছুদিন সংসার পাতিয়া সুখের ঘরকন্না করিয়া আনন্দ লাভ করিতে না করিতে,তাহা ফুরাইয়া গেল। নারী জীবনের দ্বিতীয় গৌরব পুত্রলাভ। প্রসবান্তে সূতিকাগারে কয়েক দিন মাত্র প্রসূত, অফুটন্ত কোরকসদৃশ শিশুর মুখখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই, দেখার সাধ মিটিবার পূর্ব্বেই, সরস্বতী চক্ষু মুদ্রিত করিল সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। তাহার সে বিদায় গ্রহণও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার।

কলেরার রোগী,জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অম্লান জ্ঞানে সকলের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, মায়ের ও দাদার পায়ের ধূলা লইয়া,আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বামীর চরণ স্পর্শ করিয়া, জোড় করে প্রণাম করিয়া, লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া অতি কাতরে, ক্ষীণ স্বরে বলিল "বোন্! আমার বাছাকে দেখিও, সে যেন মায়ের অভাব অনুভব করিতে না পারে। ওকে রক্ষা করিও," বলিতে বলিতে প্রাণ মহাপ্রাণের পথে অগ্রসর হইল। স্বামী নিকটে বসিয়া আছেন।

তাঁহার দিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "তুমি আমার দেবতা, তোমাকে পেয়ে আমার জীবন স্বার্থক হইয়াছে; আমার একবিন্দু দুঃখ নাই, সুখে তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া চলিলাম। বিধাতা করুন, তুমি যেন দীর্ঘজীবী হইয়া আমার বাছাকে রক্ষা করিও। আমি সেখানে দীর্ঘ—অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া,তোমারই জন্ম পথ তাকাইয়া তোমাকে পাইবার জন্ম তপস্যা করিব। মা! প্রাণ যায়—জল দাও; জল—জল—আর একটু জল।" এক মুহূর্ত্ত স্থির ভাবে চারিদিকে দৃষ্টি পাত করিয়া, একবার লক্ষ্মীর দিকে আর একবার অমরকুমারের দিকে শেষ তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অতি ক্ষীণ ও অনুচ্চ স্বরে বলিল, "তোমার চরণে—আর—একটা—নিবেদন—ছিল। যদি—একান্ত—বি—বা—হ—ক—র—তে—অ! মা—র—আ—দ—রে—র—ন—।

হাহাকারে গৃহপূর্ণ হইয়া গেল। সে হাহাকারের তীব্রতা গৃহিণীর হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠা কন্যার বৈধব্য, তজ্জাত শোকে,গৃহকর্ত্তা ভোলানাথ ঘোষ প্রায় বৎসরেক কাল রোগ ভোগ করিয়া যাতনাময় সংসারের মায়া মমতা কাটাইয়া এক পুত্র ও দুটি কন্যাসহ বিধবাকে সংসার সংগ্রামের পথে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন, সে আজ প্রায় দশ এগার বৎসর হইতে চলিল। বিধবা গৃহিণী মেয়ে দুটি ও ছেলেটিকে নিয়ে নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সুখে সংসার করিতেছিলেন। কপালগুণে জামাইটি বেশ মনের মত হ'য়েছিল, সকল দিক আলো করা সংসারটিকে সহসা সরস্বতী এমনই করিয়া ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইবে, এ কেহ

ভাবে নাই। আর আজ অমর কার্ত্তিককে বুকে ধরে, কার্ত্তিক অমরকে বুকে ধরে, কেঁদে গৃহতল সিক্ত করিতেছে, আর বলিতেছে, "এ কি হ'লো, সহসা এ আনন্দ কোলাহলে বিধতা কেন আগুন লাগাইলেন? এ কি হ'লো, এমন সর্ব্বনাশ কেন হ'লো।

লক্ষ্মী নীরবে অশ্রুজলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া একুশ দিনের খোকা-টিকে কোলে ক'রে বসিয়া আছে। পাড়ার প্রবীণ ও প্রবীণারা কেহ কেহ উপস্থিত থাকিয়া শোকার্ত্তদের পরিচর্য্যা করিতেছেন। তাঁহাদেরই আয়োজনে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সরস্বতীর শব নিমতলা ঘাটে লওয়ার ব্যবস্থা হইল। অমর কুমার কাহারও নিষেধ শুনিল না, শবের সঙ্গে নিমতলায় গেল। সরস্বতীর শ্মশান-ভস্ম লইয়া গৃহে ফিরিল।

তৃতীয় স্তর।

অমর-ধাম।

তৃতীয় স্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্মশান-ভস্ম

অমর কুমার অশৌচান্তে একত্রিংশ দিবসে কার্ত্তিকচন্দ্রদের বাড়ীতে পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র রজত কৌটায় করিয়া সরস্বতীর শ্মশান-ভস্ম মৃত্তিকাগর্ভে রাখিয়া, তাহার উপর নিজ ব্যয়ে এক সুন্দর স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। সেই স্মৃতি-মন্দিরের বক্ষে একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত চারি চরণ শোক-গাথা, অঙ্কিত হইয়া, অমর কুমারের হৃদয়ের বিষাদরাশির সাক্ষ্য দান করিতে দীর্ঘ-কালের জন্য নিযুক্ত রহিল।

গাথা :— স্মৃতি-ফলক।

এ গৃহের গৃহতলে, বহু তপস্যার ফলে,
পেয়েছিনু তোমা হেন অমূল্য রতন।
স্বভাবে সরলা অতি, রূপে গুণে সরস্বতী,
ক্ষরিত ঐ মুখে মিষ্ট মধুর বচন॥
পেতেছিনু সুখে ঘর, না পাইতে স্বাদ তার,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে ভেঙে চুরমার।
হৃদয়-ফলকে মোর, দিয়েছ যে প্রেমডোর,
অক্ষয় অমূল্য তাহা মম কণ্ঠহার॥

অমর কুমার আর সে অমর কুমার নাই। যৌবনস্বভাবসুলভ যাহা কিছু চপলতা, যাহা কিছু অবশিষ্ট দোষ ত্রুটি, বা অসংযত ভাব অমর কুমারের নিত্য জীবনে পরিলক্ষিত হইত, সরস্বতীর বিয়োগ-শোকে সে গুলি একবারে লোপ পাইয়াছে। স্বর্ণ যেমন অগ্নি প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়, তাহার সকল মলিনতা চলিয়া যায়, অমরকুমারও এই শোকের আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, সে যাতনার আগুনে পুড়িয়া ক্রমে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ইউল সাহেব ও তাঁহার মেম্ অমর কুমারের এই নিদারুণ দুর্ঘটনাতে ক্লেশ পাইয়াছেন, ও সর্ব্বদা সমবেদনার সঙ্গে তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্যবহারে পরমাত্মীয়ের স্নেহ প্রবণতার পরিচয় পাইয়া অমর কুমার ক্রমে নিজের অন্তরে সবলতা ও শান্তি অনুভব করিতেছে। শাশুড়ীর অশ্রুজল, কার্ত্তিক চন্দ্রের কাতরতা ও অবসাদ, লক্ষ্মীর নীরব যাতনা ও আত্মগোপন

সর্ব্বদাই তাহার অন্তরে তীব্রজ্বালার সঞ্চার করে, সাহেব ও মেম্‌সাহেবের শিষ্ট ব্যবহার ও মিষ্ট কথায় অন্তরালে সেই যতনা জুড়াইবার ঔষধ বর্ত্তমান বলিয়া অনেক সময়, কাজ হ'য়ে গেলেও, তাঁহাদের কাছে থাকে। তাঁহারাও তাহাতে দিন দিন অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আর এই আকর্ষণের ফলে, অমর কুমার দিনের পর দিন, অধিকতর সাবধানতার সহিত সাহেবের বাড়ীর ও আফিসের কাজ করিতে লাগিল। তাহার সবল ও সুস্থ শরীর শোকের আক্রমণে ভাঙ্গিল না বটে, তবে তাহার হৃদয় মন চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে যাইতে ছিল, কিন্তু ঐ বিদেশীয় গৃহস্থের করুণা ও স্নেহের ফলে তাহাও শেষে রক্ষা পাইল।

অমর কুমারের শ্বশুরবাড়ীর যে শোভনদৃশ্য পুষ্পোদ্যান, তাহা আর সে ভাবে রক্ষা পাইতেছে না। পুষ্পোদ্যানে সে যত্ন নাই, স্থানে স্থানে ঘাস ও বাজে লতাগুল্ম হইয়া তাহার সৌষ্ঠব নষ্ট করিতেছে, অন্যান্য বৃক্ষলতা প্রভৃতিরও উত্তম পরিচর্য্যার অভাবে, সে গুলি জঙ্গলে পরিণত হইতেছে, এই ভাবে প্রায় ছয় মাস কাটিয়া যায়, এমন সময়ে একদিন রবিবার মধ্যাহ্ন সময়ে, অমর কার্ত্তিকচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে ও ছোট্ট খোকাটিকে দেখিতে আসিল। এই ছয় মাস কাল, অমরকুমার নিজ ব্যয়ে একটি সন্তানবতী সুস্থ ও সবল স্ত্রীলোককে মাস মাস দশ টাকা বেতনে শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, প্রতি দিন সন্ধ্যার সময় ও প্রাতঃকালে যে কোন একজন লোক আসিয়া শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ে সংবাদ দিয়া যাইবে। শিশু মাতামহীর ও

লক্ষ্মীর রক্ষণাবেক্ষণে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। অমরকুমার ইউল সাহেবের মেমের পরামর্শেই সবল ও সুস্থ কায়া দুগ্ধবতী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া শিশুর পোষণের ব্যবস্থা করিয়াছে, সাহেবের মেম্ কখন কখন শিশুটিকে দেখিতে আসেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকে ঐ শিশু পালনের উপদেশ দেন ও স্তন্যদাত্রীর কোন প্রকার দোষ ত্রুটি দেখিতে পাইলে, সাবধান করিয়া দেন। অমর কুমার ও কার্ত্তিকচন্দ্র বাগানের ফুলে উত্তম তোড়া বাঁধিয়া মেম্ সাহেবকে দেন। মেম্ সাহেব গালভরা হাসি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সে ফুলের তোড়া গ্রহণ করেন। যতক্ষণ থাকেন, ফুলের তোড়ার জন্য শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন সংগ্রাম

এই ভাবে আরও ছয় মাস কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময়ে অমর কুমারের ছোট মামা অমর কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। নানা বিধ কথা বার্ত্তার পর কনিষ্ঠ মাতুল অমর কুমারের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া একটি সুপাত্রীর সংগ্রহ সংবাদ জানাইলেন। এবং সে প্রস্তাবে সম্মতি দিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অমর কুমার মাতুলের পূজা ও পরিচর্য্যা সম্পন্ন করিয়া,তাঁহার নিকটে বসিয়া নীরবে এতক্ষণ তাঁহার সকল কথা শুনিতেছিলেন। এই প্রস্তাবিত পাত্রীটিকে বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে, অমর কুমারের মুখে কথা ফুটিল। অমর কুমার বলিল "ছোট মামা আমার বিবাহের চিন্তা আদৌ উদয় হয় নাই। বাবা অল্প বয়সে আমার বিবাহ দিলেও, সে বিবাহে আমার মতামত দিবার বয়স তখন না হইলেও, আমার যে বিবাহ হইয়াছিল, সেরূপ বিবাহ সচরাচর হয় না। আমার খুব ভাল বিবাহ হ'য়ে ছিল। আমি তাকে এ জন্মে কখন ভুলিব কি না, জানি না। তবে এখনও ভুলিতে পারি নাই, আর

তাহার শূন্য স্থান পূরণ করিবার সাধ এখনও আমার মনে স্থান পায় নাই। আমি বলিতে পারি না, তবে এখন পর্য্যন্ত এই বলিতে পারি যে, সহজে বিবাহের চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। আমার আর প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন হইলে, তোমাকে সংবাদ দিব। মাতুল বলিলেন "এমন সুবিধামত পাত্রী ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। মেয়েটি দেখিতে অতি সুন্দর, বাপ মা সম্ভ্রান্ত বংশীয়, তাহার উপর দুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও দুই হাজার টাকা নগদ দিতে চাহিতেছে। এরূপ সুযোগ কি ছাড়িতে আছে? আমার কথা শুন, এই প্রস্তাবে মত দাও।" কোন মতে মত করিতে না পারিয়া শেষে মাতুল বলিলেন "এ বিবাহ করিলে, বেশীর ভাগ তোমার বাবাও খুব সন্তুষ্ট হইবেন।" অমর কুমার ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া বলিল, "বাবাকে যখন অসন্তুষ্ট করিয়াছি, সম্ভব ও সুবিধা হইলে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেটা আমার ধর্ম্ম, না করিলে অধর্ম্ম হয়, ইহা আমি বেশ বুঝি এবং সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করি। কিন্তু আমি যাহা চাই না, যাহা করিতে প্রস্তুত নহি, যাতে আমার মন সহজে লওয়াইতে আমি অক্ষম, তেমন কাজ করিয়া জীবনব্যাপী একটা অনিচ্ছার বোঝা মাথায় তুলিয়া লওয়া আমার স্বভাব বিরুদ্ধ, আমি তেমন কাজ করিব না, তা চারি হাজার কেন, দশহাজার টাকাতেও আমার মন টলিবে না, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

মাতুল চলিয়া গেলেন এবং অমরের অভিপ্রায় ও অভিপ্রায়ের দৃঢ়তা ভগ্নীপতি গোবিন্দ বাবুকে জানাইলেন। গোবিন্দ বাবু বলি-

লেন "এখন তুমি সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিয়া উহার মনের ভাব জানিবে এবং সুবিধা পাইলেই পরামর্শ দিয়া যাহাতে এই বিবাহ করে সে চেষ্টা করিতে হইবে। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে চলিবে না। একটা গুরুতর ভাবনা সম্মুখে বর্ত্তমান।"

অমর কুমার ঐ দিন সন্ধ্যার পর আহারান্তে কেমন একটা অনির্দ্দিষ্ট জড়তা জড়িত মনের আন্দোলন লইয়া গড়পাড়ে কার্ত্তিক চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। অমর কুমার গিয়া দেখে কার্ত্তিকচন্দ্র আহারে বসিয়াছেন, অমর কুমার একবার নিদ্রিত পুত্রের মুখের দিকে স্নেহভরে তাকাইয়া তাকাইয়া একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরবে কার্ত্তিকচন্দ্রের আহারের পার্শ্বে গিয়া বসিল। শ্বাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন "খাওয়া হইয়াছে, না খাবার যোগাড় করবো?" অমর বলিল "না যোগাড় কর্ত্তে হবে না, খেয়ে এসেছি; আমি আজ রাত্রিতে কার্ত্তিকের কাছে থাক্‌বো. ওর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।" জামাই বাড়ীতে আসিয়াছে, আজ নিজে উপযাচক হইয়া শ্বশুরালয়ে থাক্‌তে চাহিতেছে, আজ ঘর অন্ধকার, আজ সরস্বতী নাই। দুঃখিনী জননীর চক্ষের জল আর চক্ষু গহ্বরে রহিল না, তাহারা প্রবল বেগে ভাগীরথী ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিল। তিনি অশ্রু জল মোচন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "বেশ বাবা, থাক না।"

আর কয়েক দিন হইলে, সরস্বতীর স্বর্গারোহণ দিন আসিবে। প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হইতে যায় সরস্বতী চলিয়া গিয়াছে। এই এক বৎসর লক্ষ্মীর সকল সুখ সকল শান্তি কে যেন বলপূর্ব্বক হরণ

করিয়াছে। সে হাসে না, এই এক বৎসর সে যদি কখন হাসিয়া থাকে, তবে ঐ শিশুর লালন পালন ও রক্ষাবেক্ষণের মধ্যে তাহার প্রতি একটা অসঙ্গত মোহসম্ভূত স্নেহের টানে শিশুর হাসির প্রতিধ্বনি করিয়া কখন কখন তাহার মাকে শুনাইয়াছে। তা ছাড়া সে হাসে না, সে আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে অনেক কথা বলে না, সে ভাল ক'রে নায় না, খায় না, মাথার চুল অযত্নে নষ্ট হইতেছে, চুল বাঁধে না। এক প্রকার সন্ন্যাসিনীর ন্যায় জীবন যাপন করে, এমনইভাবে ছেলেটিকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটাইয়া দিতেছে, কেহ সাহস করিয়া তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করে না। লক্ষ্মীর জীবন এই ভাবে সহোদরা-শোকে, মাতৃহীন শিশুর পালনে পর্য্যবসিত হইতেছে। সরস্বতীর মৃত্যুর পর, লক্ষ্মী ভ্রম ক্রমেও কোন দিন, অমর কুমারের সম্মুখে আসে নাই, তাহার সঙ্গে একটিও বাক্যব্যয় করে নাই। লক্ষ্মীর বাহিরের বাচালতার মৃত্যু হইয়াছে, শোকবিদ্ধ ও তাপদগ্ধ নারী-হৃদয় যেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠে, লক্ষ্মী ঠিক সেই ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সামাজিক সম্বন্ধজাত নানা খেয়াল ও খেলার প্রতি তাহার উদাস উপেক্ষার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। এখনকার লক্ষ্মী এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। জনসমাজে সাধারণত এই জাতীয় মানুষের বিচরণ দুর্লভ।

পাঠক পাঠিকা হয়ত মনে করিবেন, ব্রহ্মচর্য্যপ্রধান ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু বিধবা মহলে, বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা দেশে,এরূপ একনিষ্ঠ আদর্শ নারীজীবন দুর্লভ নহে, অনেক আছে, অসংখ্য আছে, অভাব নাই। বিধি নিষেধের শাসনাধীন ব্রহ্মচর্য্য আর স্বেচ্ছায় ও

সাধরে বরণকরা ব্রহ্মচর্য্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সমাজ-শাসন ভয়ে ও গুরুজনদের উপদেশে অনুষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য আর নিজ জীবনের বিবিধ প্রয়োজনের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনের সংখ্যা হ্রাস ও অপ্রয়োজনের সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন কি এক জিনিস? না তা কখনই হইতে পারে না। মূলত উভয়ের মধ্যে প্রভেদ বর্ত্তমান, আর সেই পার্থক্যের ফলে উভয়বিধ ব্রহ্ম-চর্য্যের জীবনগত ফল সম্ভোগেও তদ্রূপ অনেক প্রভেদ। প্রথমোক্ত প্রকারের ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান সহজেই ভঙ্গ হয়, আর শেষোক্তটিকে ভঙ্গ করা অতীব কঠিন কাজ। একটা সমাজ শাসনের ফল, অপরটা জ্ঞানোজ্জ্বল চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মদৃষ্টির ফল। এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কি পুরুষ কি রমণী সকলেরই পক্ষে অমূল্য জিনিস, প্রহরী-পরিবেষ্টিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজশক্তির কার্য্যকারিতা অপেক্ষাও সে ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি অধিক। সে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ সমক্ষে সকল শক্তিই সর্ব্বদা অবনত মস্তক। সেই বিরাট ব্রহ্মচর্য্য অধুনা ভারত-বর্ষে কেবল বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করায় উহার বিরাটত্ব লোপ পাইয়াছে, মণিশোভিত ফণী ঢোঁড়ায় পরিণত হইয়াছে। আর শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার ও ব্যবস্থাদাতাগণ সেই হীন পন্থার পরিরক্ষণে নিরত ব্যস্ত। হীন আদর্শ ত্যাগ করিয়া উচ্চগ্রামে আরোহণের শক্তি কাহারও নাই। সেই জন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের সহোদরা লক্ষ্মীর ব্রহ্মচর্য্যের আকার ও আয়তন বুঝাইবার জন্য একটু সামান্য চেষ্টা।

অমর কুমার রাত্রিতে রহিল। কার্ত্তিক চন্দ্রের সঙ্গে একত্র

শয়ন করিল। রাত্রিতে শয়ন করিয়া অমর কুমার কার্ত্তিক চন্দ্রকে বলিল "দেখ, আজ আমার ছোট মামা এসে ছিলেন। তিনি এক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন।"

কা। তুমি কি বলিলে?

অ। তিনি অনেক গহনাপত্র টাকা কড়ির কথা বলিলেন, পাত্রী ও খুব সুন্দরী বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। আমি বল্লুম বিবাহের চিন্তা এখনও আমার মনে স্থান পায় নাই, কখনও বিবাহ করিব কি না, তাহাও ভাবি নাই।

কা। তুমি আর বিবাহ করিবে না?

অ। আমি আর বিবাহ করিব না। আমার আর বিবাহ করাও উচিত নহে।

কা। কেন করা উচিত নহে? সকলেই ত করে। তোমার বেলা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন?

অ। সরস্বতীর জন্য ঘর সংসার গড়িব বলিয়া আয়োজন করিতে না করিতে সরস্বতী চলিয়া গেল, তাহার শূন্য স্থান আর পূরণ করিবার বাসনা নাই, আর সে শূন্য স্থানে যাকে তাকে বসাইতে ও ইচ্ছা নাই। তাহার মত ঠিক আর একজন হইবে, এরূপ মনে করাও ভুল। যেমনটি যায়, তেমন আর হয় না। কাজে কাজেই আমি আর বিবাহের চিন্তা পোষণ করি না।

কা। অনুসন্ধান করিলে যে একেবারে মিলিবে না, এমন মনে হয় না।

অ। লক্ষ্মীর বিবাহের জন্য তুমি আমি দুইজনেই কোমর

বেঁধেছিলুম। এখন সরস্বতীর অভাবে লক্ষ্মী যে আর বিবাহে সম্মত হইবে, এবং সুবিধা মত বর যোগাড় হইলে, সে যে আর বিবাহ করিবে, এরূপ মনে হয় না। তাহার বিবাহের চেষ্টায় সহায়তা করিয়া, এখন তাহাকে এখনকার অবস্থায় রাখিয়া, নিজের বিবাহের চিন্তা আমার বিবেচনায়, নরাধম পশুর কাজ। আমি প্রাণ থাক্‌তে তেমন একটা ঘৃণিত কাজে অগ্রসর হ্‌বো, তুমি এইরূপ মনে কর ?

কা। সুবিধামত পাত্র যোগাড় হইলে, সে যদি বিবাহ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে তুমিও বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইবে কি না, সে চিন্তা করেছ কি ?

অ। না, আমি ঐভাবে বিষয়টা ভাবি নাই, তাহার কারণ এই যে, আমার বিশ্বাস লক্ষ্মী আর বিবাহে সম্মত হইবে না।

কা। কেন হবে না, মনে করিতেছ ?

অ। সে ত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের মত একটা সম্বল পাইয়াছে। সে তোমার ভগ্নী, তুমি তাহাকে বেশ জান সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে তাহার নানা অবস্থায় আমি যতটুকু দেখিয়াছি ও যতটুকু বুঝিয়াছি, তাতে সে যে এই বিপদের পর আর বিবাহে সম্মত হইবে, আমার এ বিশ্বাস নাই। তাহাকে দেখিয়া তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এই বুঝিয়াছি যে তাহাতে এমন কিছু বস্তু আছে, যাহা সচরাচর স্ত্রীলোকে দেখা যায় না। সেই টুকুই তাহার বিশেষত্ব, আর তাতেই সে অন্যের সঙ্গে তুলনায় অনেক উচ্চে অবস্থিত।

কা। যদি কোনও প্রকারে তাহাকে সম্মত করা যায় ?

অ। কখনই না। অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা কর কেন? আমি এখানে আসি যাই, কিন্তু এই এক বৎসর তাকে দেখি নাই, এতেই বুঝ না, সে তাহার জীবনের কোন্ রাজ্যে বাস করে। আমার ছেলেটিকে জীবনের সর্ব্বস্ব ধন করিয়া তাহারই লালন পালনে নিযুক্ত, কিন্তু তাহার যত্ন চেষ্টার ফলে ঐ আঁতুড়ে মা-মরা ছেলেটি যে সুস্থ, সবল ও সুন্দর, সে জন্য তাহার অন্তরের লুক্কাইত আনন্দটুকুর এক বিন্দু অংশ ত কোন দিন আমাকে ডাকিয়া দেয় নাই! দেখ্ছ না, সে কি প্রকৃতির মেয়ে! সে এখন নিজেতে ডুবিয়া আছে, আর সেই আত্মস্থ লক্ষ্মী ঐ ছেলেটিতে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে। তাহার অন্য চিন্তা নাই।

কা। তবুও ধর, যদি তাহাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া সম্মত করা যায়, আর সে বিবাহ করে, তা'হলে তুমিও কি বিবাহ করিতে সম্মত হবে?

অ। ছোট মামা যে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, আমার বোধ হয় সে প্রস্তাব আমার বাবার।

কা। কেমন করে বুঝ্লে?

অ। ছোট মামা বল্লেন যে, ঐ বিবাহে আমার মত হ'লে, আমার বাবাও "খুব সন্তুষ্ট হবেন।"

কা। তাই নাকি? তা হ'লে, তোমার তাতে সম্মত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

অ। তুমি ত বেশ লোক! সরস্বতীর স্মৃতি মুছে ফেলে, আর লক্ষ্মীকে ভাসিয়ে দিয়ে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইব? তুমি এত

দিন পরে আমাকে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছ? তাই বটে, পুলিশ কিনা!

কা। না ভাই না, আমাকে অত মন্দ মনে করিতেছ কেন? তোমার বাবার সঙ্গে একটা মিটমাট হ'য়ে যায়, সে কি বড় সামান্য লাভ।

অ। আমি যদি বুঝে চলি, বাবার সঙ্গে মিটমাটের উপায় আপনি হ'বে, তবে বিলম্ব হইতেছে, এই যা দুঃখ, কিন্তু উপায় নাই। এখন আর আমি তাঁর মতে মত দিয়ে তাঁর রায়ে রায় দিয়ে, মিট্‌মাটের জন্য ব্যস্ত নহি। আমার কাজ এমন ভাবে করিব, যাতে মিট্‌মাট্ আপনি হবে। তুমি আমাকে ওসব পরামর্শ দিও না।

কা। তবে কি পরামর্শ দিব? যেমন আছ এমনি থাক, এই বলিব?

অ। তা কেন, যাহা উচিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিবে, সেই পরামর্শ দিবে।

কা। আচ্ছা, তবে কাল্‌কে আমাদের বাড়ীতে রাত্রিতে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল, কাল রাত্রিতে তোমাকে উত্তম পরামর্শ দিব। আমাকে ভাবিবার সময় দাও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কল্পনায় কাতর

কার্ত্তিকচন্দ্র এক্ষণে পুলিসের কার্য্যোপলক্ষে পুলিস আদালতে হাজির থাকেন। বেলা দশটা হইতে অপরাহ্ন পাঁচটা পর্য্যন্ত আদালতে হাজির থাকাই প্রধান কাজ, বাহিরের অন্য কাজে বড় বেশী দৌড়াদৌড়ি করিতে হয় না। তিনি আহারান্তে আদালতে যাইবার সময়ে মাকে বলিয়া গেলেন, "মা তুমি লক্ষ্মীর বিবাহ সম্বন্ধে আজ একটু ভাবিয়া রাখিও, আমি আজ আসিয়া তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিব। আজ অমর কুমার এখানে খাবে। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে, ততক্ষণ সে তাহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে। কেবল 'হা হুতাশ' করিয়া তিলে তিলে ক্ষয় পাইলে চলিবে না। লক্ষ্মীর বিষয়ে আজ যা হয় একটা ঠিক করিব।

কার্ত্তিকচন্দ্র আদালতে কর্ম্মস্থানে চলে গেলেন। গৃহিণী অঞ্চলে অশ্রু মোচন করিয়া, গৃহ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, আজ একাদশী, স্নান পূজা শেষ করিয়াছেন। আজ জলস্পর্শ নাই। আজ সরস্বতীর শোকানলে দগ্ধহৃদয় মাতৃদেবী লক্ষ্মীর পরিণাম চিন্তা করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। বেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে,

গৃহিনী দিবালোকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে এক দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মী বলিল "মা বেলা যে গেল, এইভাবে বসে দিনটা কাটি'য়ে দিলে।"

গৃ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) শেষে এমনটাই হ'লো! এখন মরেও নিস্তার নাই, এখন মা তোমাকে নিয়েই আমার যত ভাবনা। মাথায় রাখ্‌লে উকুনে খায়, ভূঁয়ে রাখ্‌লে পিঁপ্‌ড়েয় খায়, বুকে রাখ্‌লে বুক জ্বলে যায়। এখন আমার একটা ভাল মন্দ হ'লে, কার্ত্তিক ছেলে মানুষ, তার বৌ সেও ছেলে মানুষ, এখনও আমার ঘরে আসেনি, তোকে দেখ্‌বে কে? এই ভেবেই ত মলুম্।

ল। কেন মা, আমাকে দেখ্‌বার লোক আছে, সে আমাকে দেখ্‌বে ব'লেছে।

গৃ। (অবাক দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া) সে আবার কে?

ল। কেন মা, এই যে আমাকে দেখ্‌বার লোক জুটেছে, (বলে খোকাকে মায়ের কোলে দিয়ে) হয় না হয়, ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও ব'লেছে ও আমাকে দেখ্‌বে।

গৃ। (গাঢ় স্নেহে শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে) দাদু! আমার দাদামণি! তুমি তোমার মাকে দেখ্‌বে?

বৎসরেক বয়স্ক শিশু দিদিমায়ের আদরে আটখানা হইয়া কূর্দ্দন-সহকারে মাথা নাড়িয়া দিদিমায়ের কথায় সায় দিল।

গৃ। (অবাক হইয়া) তুমি দেখ্‌বে?

শি। (পুনরায় মাথা নাড়িয়া) হ্যাঁ দেখ্‌বো।

গৃ। তবে আমার আর ভাব্‌না নেই?

শি। (পূর্ব্ববৎ মাথা নাড়িয়া) না—না—না।

শিশু না বুঝিয়া, শিশুস্বভাবসুলভ মস্তক সঞ্চালন করিলেও, লক্ষ্মী ও লক্ষ্মীর মায়ের আনন্দের সীমা রহিল না।

গৃহিণীর যাতনাময় জীবনের ক্ষত স্থানে কে যেন পদ্মহস্ত বুলাইয়া শান্তি প্রলেপ দিল। তিনি সকল দুঃখ ভুলিয়া শিশুকে লইয়া ক্ষণকাল আদর করিলেন। লক্ষ্মী নিকটে দাঁড়াইয়া সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের অন্তরালস্থিত অমৃতের আস্বাদন সম্ভোগ করিতে করিতে জগতের আদি অন্ত, সুখ দুঃখ, শোক তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা, নিজের শৈশব যৌবন, ও শেষ সব ভুলিয়া এক বিচিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক কথায় লক্ষ্মী অন্তরে বাহিরে যেন কমলার স্পর্শলাভে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নবীনা জননীরূপে মাতৃসমক্ষে দণ্ডায়মান, আর খোকা ক্রমাগত কোমল হস্ত প্রসারিত করিয়া লক্ষ্মীকে "মা—আ—মা আ—" বলিয়া বৃদ্ধার ক্রোড়ে নিজের আসনের একাংশে বসিতে বলিতেছে।

ধনীর হর্ম্যতলেই বল, আর দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই বল, বিধাতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে শোকের অশ্রু ও আনন্দের কোলাহল একত্র ক্রীড়া করিতেছে, এইটিই বিধাতার লীলা—এই লীলার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জীব সুখ দুঃখ ভোগ করিতে করিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আজ সরস্বতীনন্দন শিশু গোপালরূপে অজ্ঞ, কর্ত্তৃক



১৭৫ পৃষ্ঠা।   "আত্মহারা লক্ষীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অমর-

অনধিকৃত লক্ষ্মীর হৃদয়মন্দিরে মা যশোদার স্নেহের তরঙ্গ তুফান তুলিয়া লক্ষ্মীমাকে বাহ্যজ্ঞান বিরহিত করিয়াছে, আত্মহারা লক্ষ্মীতে যখন মা যশোদার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে—সেই মধুময় মহামুহূর্ত্তে অমর কুমার শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত। বড় ঘরের মধ্যস্থলে বৃদ্ধার ক্রোড়ে শায়িত শিশুর সমাদরে আত্মহারা লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অমরকুমার মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান। এক বৎসরের পর আজ অমরকুমার লক্ষ্মীকে নূতন বেশে, নূতন আকারে নূতন ভাবে, দেখিয়া স্পন্দরহিত। আর এক পা অগ্রসর হইবার ইচ্ছা নাই, পাছে এ দৃশ্য-সুখে বিঘ্ন ঘটে, পাছে এ অনন্ত জগতের জমাট বাঁধা মাতৃভাব দর্শনে বঞ্চিত হয়, এই ভয়ে অনন্যমনা অমরকুমার দূরে থাকিয়া লক্ষ্মীর রূপমাধুরী জড়িত অপূর্ব্ব স্নেহের ক্ষরপ্রবাহে প্রেমের এক অনন্ত পারাবার অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে শিহরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখে সে শিহরণ শব্দ প্রকাশ পাওয়াতে, শ্রুত হইল। লক্ষ্মী শব্দ শ্রবণে বাহিরের দিকে তাকাইবা মাত্র চারি চক্ষে মিলন হইল। সে মিলনে লক্ষ্মী লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও অবনত মস্তক, যেন রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মলিনভাবে ম্রিয়মাণ।

অমরকুমার একটা অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে গৃহ প্রবেশ করিয়া শাশুড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল, তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশু অমরকুমারকে দেখিয়া তা—তা—তা করিয়া কচি কোমল গোল গোল হাত দুখানি বাড়াইয়া দিল। অমর কুমার নিরুপায় হইয়া হস্ত প্রসারণ করিতে না করিতে, শিশু কোলে

আসিবার জন্য ব্যস্ত হইল। অমরকুমার ছেলে কোলে তুলে লইতে না লইতে, তদবস্থাপন্ন, লক্ষ্মী নতমস্তকে পলায়ন করিল।

লক্ষ্মীর আজকার অবস্থা, তাহার দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ রাশির মধ্যস্থলে, সারদ পূর্ণিমার মেঘমুক্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় অমরকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া, তাহার লজ্জা ও কুণ্ঠা অধিকতর প্রবলভাবে তাহাকে আক্রমণ করিল। সে জানে, সে কতটা দুঃখিনী, সে আরও জানে, সরস্বতীর অভাবে তাহার জীবনের সুখ-স্মৃতি চিরতরে অন্ত-গত হইয়াছে, সে আরও জানে, সরস্বতীর শিশুটি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছে। এ সংসারে তাহার আর কোন অভাব নাই। তাই ঐ শিশুর সমাদর সম্ভোগ জন্য তাহার আনন্দ-ময়ী মূর্ত্তি অমরকুমারের দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া তাহার মতে ভাল হয় নাই। এ অঘটনটা না ঘটিলেই ভাল হইত। যাহা হউক, লক্ষ্মী সেই যে, আবার লুকাইল, আর অমরকুমারের সম্মুখে বাহির হইল না। কিন্তু তাহার শান্ত স্থির চিত্তে আজ এক বৎসর পরে একটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিল। উৎকণ্ঠা কেন! পাছে অমরকুমার সেই বিরহিণীর অন্তরের বিরহ বেদনায়—সহোদরা-শোকের তীব্রতায় সন্দেহ করে, পাছে তাহাকে কোন আকারে সুখী বলিয়া অনুভব করে। এই উৎকণ্ঠার ভাবে বেচারা আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল।

লক্ষ্মীর অজ্ঞাতসারে লক্ষ্মীর অন্তরে আরও একটা চিন্তার ইঙ্গিত যে অলক্ষিতভাবে খেলিল না, এমনও নহে, অমরকুমারের প্রতি, তাহার স্নেহ ভালবাসার বন্ধনও যে অল্প, তাহাও নহে, তাহার উপর খোকাটি সরস্বতীর হইলেও খোকা যে অমর কুমারের, এ চিন্তাও লক্ষ্মীর

হৃদয়াকাশের প্রান্তভাগ দিয়া বিদ্যুতের ন্যায় পলকব্যাপী একটা চিন্তার রেখা পাত করিয়া গেল। তাহার যত্নে রক্ষিত, স্নেহে পালিত, সাদরে বক্ষে ধৃত খোকা বাবুতে সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে অমর কুমারও বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং খোকার অধীন হওয়া, খোকার বশ্যতা স্বীকার করা পরোক্ষভাবে অমর বাবুর অধীনতা স্বীকারে পরিণত হইতেছে, অমর বাবু সজ্জন, সুহৃদ্‌ ও ভগ্নীপতি, তাই বড়ই আদরের জিনিস, তিনি আবার খোকা বাবুর বাবা;খোকা বাবু কর্ত্তৃক অধিকৃত লক্ষ্মীকে অমর বাবু যদি দৈবাৎ অধিকার করিতে চাহেন, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ! তখন লক্ষ্মী কি কথা বলিয়া মায়ের কাছে, দাদার কাছে, সব শেষে অমর কুমারের মুখের উপর কি কথা বলিয়া, তাঁহার দাবি প্রত্যাখ্যান করিবে, ভাবিয়া বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভয়ে ও ভাবনায় বালিকা অবসন্ন হইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

উত্তম পরামর্শ

অমর কুমার ক্ষণকাল খোকাকে লইয়া আদর করিলেন, পরে খোকাকে তাহার দিদিমায়ের কোলে দিয়া, কার্ত্তিক চন্দ্রের শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে কার্ত্তিকচন্দ্র কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগত হইলেন। গৃহ প্রবেশ করিয়া অমরকুমারকে দেখিয়া কার্ত্তিক চন্দ্র বলিলেন, "তুমি এত সকাল সকাল আসিয়াছ, তোমাকে উত্তম পরামর্শ দিবার মত ভাবিবার সময় দিলে না" এই বলিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র মাকে ডাকিয়া বলিলেন "মা! আমাকে আর অমরকে কিছু খেতে দাও।" মাকে এই ইঙ্গিত করিয়া নিজে হাত মুখ ধুইতে গেলেন।

অমর কুমারের আজ একটু ভাবান্তর ঘটিল। অমর কুমার ভাবিতেছেন "কার্ত্তিক আমাকে কি 'উত্তম পরামর্শ' দিবেন? আর আমি যখন বিবাহের কল্পনা রাখি নাই, তখন পরামর্শই বা কিসের? গত কল্য সন্ধ্যার পর আমার এখানে আসাই ভাল হয় নাই। ছোটমামার কথায় মনের অনির্দ্দিষ্ট চঞ্চলতার অধীন হইয়া আমি কেন এখানে এসেছিলুম্? আবার আজ

তবে, কার্ত্তিক বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে, এখানে সকাল সকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি কেন? এগুলি ত আমার বর্ত্তমান জীবনের নির্দ্দিষ্ট পথের অনুকূল নহে। এমন কাজ কেন কর্‌লুম্?" এই ভাবিয়া অমর কুমার আত্মপরীক্ষার দ্বারা আপনার হৃদয়ের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল অপেক্ষার পর অমর কুমার গাত্রোত্থান করিলেন, শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন, "আমি এখন চল্লুম্, কার্ত্তিককে বলিবেন, আমি আহারান্তে রাত্রি নয়টার সময় আসিব এবং তাহার সঙ্গে শয়ন করিব—এখন চল্লুম।" গৃহিণী দুই তিন বার বলিলেন "কিছু খেয়ে যাও।" অমর স্থির ও ধীর ভাবে শাশুড়ীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেলেন, কার্ত্তিক চন্দ্র হাত মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখেন, অমর চলিয়া গিয়াছে।

রাত্রিতে আহারান্তে অমর কুমার আসিবে, শুনিয়াও কর্ত্তিকচন্দ্রের মন সুস্থির হইল না। অমর ত কোন কাজে হটকারিতার পরিচয় দেয় না। সে এসে আমার ঘরে আমার শয্যায় শয়ন করিয়া আছে, এমন অবস্থায় কি হইল, যে, সে চলিয়া গেল? নিশ্চই কিছু হ'য়েছে। অমর কি আমার কথায় "তুমি এত সকাল সকাল এসেছ" এই কথায় ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চ'লে গেল? বোধ হয় আমার ওরূপ বলা ভাল হয় নাই। যাহাহউক, এখনই তাহার সংবাদ লইতে হইবে, স্থির করিয়া জলযোগান্তে কার্ত্তিক চন্দ্র অমর কুমারের সন্ধানে তাহার বাসার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অমরকুমার ইত্যবসরে বাসায় আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, পরে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথে বাহির হইয়াছেন, কোথায় যাইবেন, তাহার স্থিরতা নাই। যেরূপ ভাবে গত কল্য সন্ধ্যার পর ও আজ অপরাহ্নে শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথে বাহির হইয়াছেন! এমন সময়ে কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গে গোল-দীঘির পূর্ব্বদিকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে দেখা হইবামাত্র পরস্পর উভয়ের দিকে তাকাইয়া নত মস্তক ও নীরব। ক্ষণকাল কেহই একটা বাক্যব্যয় করিলেন না।

কা। কোথায় চ'লেছ?

অ। ঠিক জানি না, বাসায় থাক্‌তে ভাল লাগ্‌ল না, তাই বাহির হ'য়েছি।

কা। বাসায় কি খাবার কথা ব'লেছ?

অ। হ্যাঁ, ব'লেছি।

কা। কেন? আমাদের বাড়ীতে ত খাবার কথা আছে? চল, বাসায় খাবার আয়োজন বন্ধ ক'রে দেবে।

অ। আজ বাসাতেই খাব।

কা। তা হবে না, তা হ'লে আমাকে অত্যন্ত ক্লেশ দেওয়া হবে; আমিই কাল রাত্রিতে তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছি। না গেলে, মায়েরও খুব কষ্ট হবে।

বাসায় আহারের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দিয়া, দুই জনে গোলদীঘির দিকে অগ্রসর হইলেন।

অ। আমার তোমাদের বাড়ীতে সর্ব্বদা যাওয়া ও থাকা

সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ নহে। সরস্বতী চলিয়া গেলেও, সে আমার সমগ্র হৃদয় মন এখনও অধিকার করিয়া আছে, তাকে ভুলি নাই, ভুলিতে পারিব না, ভুলিবও না। অন্য কোথাও আমার আর বিবাহের অসম্ভাবনা নাই। কিন্তু——

কা। কিন্তু কি? লক্ষ্মীর কথা বলিতেছ?

অ। তোমার সঙ্গে আমার শালা ভগ্নীপতি সম্বন্ধ, কিন্তু কতকগুলি ঘটনাসূত্রে তোমাকে আমার সহোদরের ন্যায় মনে করি, এবং সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় স্থল বলিয়া বিশ্বাস করি। কোনও কথা তোমার কাছে গোপন থাকে না, গোপন থাকার দরকারও বোধ হয় না। এক বৎসর পরে আজ লক্ষ্মীকে আমার শিশুর সমাদরে আত্মহারা অবস্থায় যেরূপ সুন্দর দেখেছি, বেশী দিন বেশীবার সেরূপ ভাবে লক্ষ্মীকে দেখিলে, আমার পক্ষে লক্ষ্মীকে বিবাহ করিতে চাওয়া অনিবার্য্য হইবে। তাই আর ও বাড়ী যাব না। এখন আমার পথে পথে ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর গতি নাই।

কার্ত্তিকচন্দ্র যাহা চাহিতেছিলেন, তাহা প্রায় নিকটতর দেখিয়া, একটু আশ্বাসিত হইয়া, ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "সরস্বতীর শেষ অনুরোধের শেষ অক্ষর 'ল'টা কি স্মরণ আছে?"

অ। খুব আছে, ভয় ত সেই জন্যই অধিক। আমি আজ এই তিন চারি বৎসর লক্ষ্মীকে দেখিতেছি, তাহাতে তাহাকে সম্মানের সঙ্গে ভালবাসিতে বাধ্য হইয়াছি। সে যেমন তেমন মেয়ে নয়। নানা কারণে এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা

আমার সম্মুখে তাহার ও তাহার সম্মুখে আমার বিচরণ নিরাপদ নহে। তাই চলিয়া আসিয়াছি। তুমি পীড়াপীড়ি করিলে, আমাকে যাইতে হয়, কিন্তু আমি যাইতে ইচ্ছুক নহি, আর সর্ব্বদা যাওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। উভয়ের পক্ষে শেষ রক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে।

ক্ষা। উভয় দিক উত্তমরূপে ভাবিয়া দেখিলে, যদি "শেষ রক্ষা কঠিন ব্যাপার" হয়, তাতেই বা কি সর্ব্বনাশ হইবে?

অ। এই কি তোমার "উত্তম পরামর্শ"?

ক্ষা। যদি তাই হয়? মন্দটাই বা কেন হবে?

অ। সরস্বতী ও লক্ষ্মী দুই আমার দৃষ্টিতে দেবতা। বালিকা স্বভাবা সরস্বতীতে আমি যে সকল গুণের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমি আমাকে কোন দিন তাহার যোগ্য বর বলিয়া মনে করি নাই। অল্প বয়সে বিবাহ হ'য়েছিল, তাই সম্ভব হ'য়েছিল, তাহার যোগ্য বর আমাপেক্ষা সকল বিষয়ে ভাল হওয়া উচিত ছিল, যাক্ সে ত চলে গেছে, এখন আর সে দুঃখ ক'রে লাভ নাই, এখন লক্ষ্মীর কথা। বলিতে কি? আমাকে ভাল জানে না ব'লে সে আমাকে খুব ভালবাসে, এটা আমি জানি, আর সে আমার চক্ষে কত বড় সে তাও জানে না। কিন্তু আজ বৈকালে তাহাকে যে অবস্থায় যে ভাবে খোকাকে আদর কত্তে দেখেছি, তাতে তাহার প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ অনুভব ক'রেছি, তাই তার সম্মুখে আমাকে আর পড়িতে না হয়, ইহাই আমি চাই। আর আমার বিশ্বাস, তাতে সেও দোটানাতে পড়ে মারা যাবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কা। "দোটানা" কি রূপ?

অ। আমারও বিশ্বাস, সে বিবাহের সঙ্কল্প বিদায় দিয়াছে। আমারও তোমার উদ্যোগ আয়োজনে হয় ত সে বিবাহের পথে পা দিত, কিন্তু এখন বোধ হয়, সে আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, আমাকেও বিবাহে সম্মত হইবে না।

কা। তোমাকে বিবাহে সম্মত না হওয়ার কারণ কি?

অ। দুই ভগ্নী যমজ-সুন্দরের ন্যায় পরস্পরে আকৃষ্ট ছিল। কে কাকে বেশী ভালবাসিত তাহা বুঝা কঠিন ছিল। দূর হইতে কে লক্ষ্মী, কে সরস্বতী তাও বেশ বোঝা যেত না। কত সময়ে লক্ষ্মীকে সরস্বতী ও সরস্বতীকে লক্ষ্মী বলিয়া ভুল হইয়াছে। বাহিরে ও ভিতরে সাদৃশ্যে বিভিন্নতা বড়ই অল্প ছিল।

কা। তাতে কি হইল, অগ্রসর হওয়ার পক্ষে এটা ত আরও অনুকূল।

অ। কোথাও অনুকূল, আবার স্থল বিশেষে প্রতিকূলও হয়, এখানে প্রতিকূল ভাব খুব প্রবল। যাক্, তোমার কাছে এ বিষয়ে এত কথা বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইল, আর আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিও না। আর যদি আমার উপরে তোমার এক কড়ার টান থাকে, তাহা হইলে লক্ষ্মীর নিকট ঘুণাক্ষরেও এ কথার আভাস প্রকাশ না পায়।

কা। এমনই ভাবে চলিবে?

অ। বেশ চল্‌বে। সে তাহার পথে চলুক, আমিও একাকী নিজ জীবনের বিধি নিষেধ মানিয়া সাবধানে চলিয়া যাই। আমার

মামা আমার উত্তম পণ ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। কাল ছোট মামার কথায় লক্ষ্মীর চিন্তা মনকে চঞ্চল করিয়াছিল, তাই ছুটিয়া তোমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম। আর আজ সেখানে মুহূর্ত্তের জন্য যে দেবী মূর্ত্তি—জগতের যে মাতৃ-মূর্ত্তি—লক্ষ্মীর যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আসিয়াছি, সে সৌন্দর্য্য মানব-সংসারে আর কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সুতরাং আমার হৃদয়, মন, প্রাণ চাহিলে, তাহাকেই চাবে, কিন্তু আমি তাহা চাহিব না, চাহিতে পারি না, চাওয়া অন্যায় হইবে।

কা। কেন অন্যায় হইবে?

অ। আমার বিশ্বাস, সে এই এক বৎসরে সত্য ব্রহ্মচর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার শিশুর শুভ কামনা ছাড়া, এ জগতে সে আর কিছু চায় না। তাহাতে আজ অপরাহ্নে তাহাই দেখেছি।

কা। তবে আজ বৈকালে তুমি এ ব্যাপার এক প্রকার মিট্‌মাট্‌ ক'রে এসেছ?

অ। হ্যাঁ তাই মনে কর।

কা। যদি অন্য দিকে গড়ায়?

অ। পার চেষ্টা কর, কিন্তু এ সকলের একটি কথাও প্রকাশ করিও না। পুলিসের গোয়েন্দাগিরি ক'রো না যেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর কথা

অমরকুমারকে লইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র রাত্রি প্রায় ৯টার সময়ে গৃহে ফিরিলেন এবং বাড়ী আসিয়াই মাকে বলিলেন, আমাদের দুই জনকে খাইতে দাও। অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিতে করিতে, আহারের আয়োজন হইল। গৃহিণী পুত্র ও জামাতাকে আহারে আহ্বান করিলেন। উভয়ে আহারে বসিলেন, গৃহিণী নিকটে বসিয়া ছেলে ও জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। লক্ষ্মী দূরে খোকাকে কোলে ঘুম পাড়াইয়া বসিয়া মায়ের কথা বার্ত্তা শুনিতেছে।

অমরকুমার আহার শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসন ত্যাগ করিতে করিতে শাশুড়ীঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার মেয়ের খাওয়া হ'য়েছে? গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, তোমাদের আসবার আগেই ওকে খাইয়ে দিয়েছি। খোকা উঠলে, তাকে দুধ খাওয়াতে হয়, তার পর সে আবার অনেক ক্ষণ জেগে থাকে, সহজে ঘুমায় না, কাজেই ওকে আগে খেতে হয়, না হ'লে খেতে অনেক রাত হ'য়ে যায়। তাই আগে আগে খাইয়ে দিই। কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমরকুমার আহারান্তে শয়নের ঘরে গিয়া বসিলেন, শয্যায় পানের ডিবায় পান

আছে, দুই জনে পান লইয়া কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে গৃহিণী আসিয়া কার্ত্তিক ও অমর উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমাদের যে সর্ব্বনাশ হবার তা ত হ'লো। তোমরা যে লক্ষ্মীর সম্বন্ধে একটা কি চেষ্টা বেষ্টা কর্‌বে ব'লে, কোমর বেঁধেছিলে, বিপদের চাপে সে সব চাপা পড়ে গেছে, এখন সে কথা সেইরূপ চাপাই থাক্‌বে, না সে বিষয়ে কোন চেষ্টা করা দরকার মনে কর? তার জন্যে কোথাও পাত্র চেষ্টা কর্‌লে হ'তো না?"

এই "কোথাও পাত্র চেষ্টা"র কথায় অমর কুমারের সর্ব্বাঙ্গে একটা তাতের বেগ অনুভূত হইল। শোণিত প্রবাহ যেন প্রবল বেগে ধমনিতে ধমনিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

কা। মা! তোমার জামাই এ বিষয়ে কি পরামর্শ দেন, তাই জিজ্ঞাসা কর। আমি অমরের কথায় অমরের উৎসাহে পড়ে সে কাজে অগ্রসর হ'য়েছিলুম। এখনও অমর সাহস দিলে, আমি আবার চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি।

গৃ। (জামাইকে) কি বাবা, তুমি কি বল?

অ। (ক্ষণকাল নীরবে অপেক্ষা করিয়া, হৃদয় মনের আবেগ সাম্‌লাইয়া পরে আস্তে আস্তে) লক্ষ্মী বিবাহে সম্মত থাকিলে, সুবিধামত পাত্র যোগাড় ক'রে বিবাহ দেওয়া হয়, সে বিষয়ে আমি চেষ্টা করিতে প্রস্তুত আছি।

গৃ। তুমিই ত চেষ্টা করিবে। তোমাকে ছেড়ে আমাদের কি আর কোন উপায় আছে?

অ। আমার মামাতো ভাইয়ের এখনও বিবাহ হয় নাই। চেষ্টা ক'র্‌বো ?

কা। সে আর হবে না। আর এ কাজ ঐ প্রকার ভয়ে ভীত লোকের কর্ম্ম নয়। একটু সাহসী লোকের প্রয়োজন ;

গৃ। ছেলেটি খুব ভাল। হ'লে মন্দ হয় না। আর তাহ'লে ঘরও কতকটা বজায় থাকে। আমাদের যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে, তার পর কি আর কোন কাজে প্রবৃত্তি হয় ? তবে সংসারে থাক্‌তে গেলে, এ সব না ক'রেও চলে না।

কা। সে ছেলে বা ঐরূপ অন্য কোন পাত্র চেষ্টা করতে হ'লে, একবার লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, সে ত আর এখন ছেলে মানুষ নয়। তার অভিপ্রায় না জেনে, আমাদের অগ্রসর হওয়া চলে না।

গৃ। তা তুমিই তা হ'লে তাকে জিজ্ঞাসা কর। সে কি বলে, একবার শোনা ভাল।

কা। তবে তুমি একটু এইখানে, তোমার জামাইয়ের কাছে ব'সে কথা কও, আমিই তাকে জিজ্ঞাসা করি।

প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া অমরকুমার নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল, কিন্তু তাহার চোখে মুখে কেমন একটা উৎকণ্ঠার আবেগ প্রকাশ পাইল। কার্ত্তিকচন্দ্র উঠিলেন, গৃহিণী বসিয়া রহিলেন। কার্ত্তিক চন্দ্র লক্ষ্মীকে ডাকিতে ডাকিতে মায়ের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লক্ষ্মী খোকাকে কোলে লইয়া একখানি পুস্তক হাতে প্রদীপের আলোতে পড়িতেছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের দুটি ভগ্নীই, বয়সে

অমর-ধাম।

তাঁহার অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু তবুও কার্ত্তিক, অনেক সময়ে, আদর করিয়া, লক্ষ্মীকে বড় দিদি ও সরস্বতীকে ছোড় দিদি বলিয়া ডাকিতেন। আজও গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "বড় দিদি, কি বই পড়িতেছ?"

ল। "নন্দালয়ে শিশু কৃষ্ণ"।

কা। কোথায় পেলে?

ল। বাড়ীতে বেচ্‌তে এসেছিল।

কা। এ সব বই কারা বেচে বেড়ায়?

ল। এ সব বটতলার বই। তুমি দ্যাখনি বইএর বড় মোট নিয়ে ফেরীওয়ালা বাড়ী বাড়ী বই বেচে বেড়ায়?

কা। ওদের কাছে ভাল বই থাকে?

ল। তারা লোক চেনে, যারা যেমন লোক, তাদের কাছে সেই রকম বই বাহির করে।

কা। ওতে কি আছে?

ল। যশোদার নিকট কৃষ্ণের বাল্যকালের দৌরাত্ম্য ও আব্‌দারের কথা আছে। আর গোপ বালকদের সঙ্গে মিলে গোচারণ ও ধুলা খেলা আছে। গোষ্ঠ ও অন্য অনেক অলৌকিক কথাও আছে।

কা। বেশ ভাল লাগ্‌ছে?

ল। বেশ ভালই ত। তুমি এখন কি জন্যে এসেছ? তোমার কোন কথা থাকে ত বল।

কা। (এই প্রশ্নে শঙ্কিত ও কম্পিত চিত্তে) হ্যাঁ একটু দরকার আছে।

ল। কি বল?

কা। অমরের মামাতো ভাই দেবেন্দ্র বাবুর বিবাহ এখনও হয় নাই, আমরা চেষ্টা ক'র্‌লে, তাঁহার সঙ্গে এখনও তোমার বিবাহ হ'তে পারে। আমরা চেষ্টা ক'র্‌বো?

ল। এই কথা! এর একমাত্র উত্তর 'না'।

কা। আর কোথাও চেষ্টা ক'র্‌বো?

ল। কোথায় চেষ্টা ক'র্‌বে?

কা। যেথানে উত্তম পাত্র মিল্‌বে, সেই খানেই চেষ্টা ক'র্‌বো।

ল। তাহারও উত্তর 'না'।

কা। তবে তুমি বল্‌তে পার কোথায় চেষ্টা ক'র্‌বো?

ল। তাহারও উত্তর কোথাওই না। তোমার কথা শেষ হ'য়েছে, না আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে?

কা। তুমি যেরূপ ভাবে উত্তর দিতেছ, তাতে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হইতেছে না।

ল। তুমি বড় ভাই, অমর বাবু তোমার পৃষ্ঠ পোষক, তুমি মায়ের প্রতিনিধি হ'য়ে কথা কহিতেছ, তোমার আমাকে ভয় কর্‌বার কি আছে? তোমার আর কিছু বল্‌বার আছে?

কা। ছিল। কিন্তু বল্‌তে বাদ বাদ করিতেছে।

ল। বেশ পরিষ্কার ক'রে বল।

কা। আমরা যদি অমরকুমারের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব করি?

ল। এই কি তোমার ও মায়ের মনের ভাব?

কা। হ্যাঁ তাই।

ল। তবে, এতক্ষণ অত বাজে কথা কেন বল্‌ছিলে?

কা। (ভয়ে ভয়ে) অন্যায় হ'য়েছে, ভাল হয় নাই। ওগুলা উপলক্ষ, এইটাই প্রয়োজনীয় ও প্রধান কথা।

ল। খোকা কোলে ঘুম্‌'য়ে আছে। আমার উঠিবার যো নাই। মাকে ও অমর বাবুকে এই খানেই ডাক।

কার্ত্তিকচন্দ্র ভীত চিত্তে বড় ঘরে প্রবেশ করিয়া মাতৃদেবীকে ও অমরকুমারকে সব কথা বলিয়া বলিলেন "খোকা কোলে শুয়ে ঘুমুচ্চে উঠিবার উপায় নাই, তাই লক্ষ্মী তোমাদের দুই জনকে ও ঘরে ডাকিতেছে।" অমর বলিলেন "আমি যাব না। মা গেলেই হবে।" কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "অমর! আজ দেখ্‌ছি, লক্ষ্মী সে লক্ষ্মী নাই। তার কথার তেজ—তেজের ঝাঁজ কত, সে যেন ঠিক নিজে নিজের কর্ত্তা সেজে ব'সেছে। তার প্রত্যেক কথার পশ্চাৎ হইতে মনের একটা দৃঢ়তা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আবার কথা গুলি তেম্‌নি মিষ্টি। এখনই এই মুহূর্ত্তে যদি তাকে না দেখ্‌বে, তবে আর দেখ্‌বে কবে? এই ত, তাকে দেখ্‌বার সময়। তাকে ভালই লাগ্‌লো। হ্যাঁ, বোন্‌ হ'লে এই রূপই হওয়া চাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মীর আত্ম-কথা

অমরকুমার ও কার্ত্তিককে সঙ্গে লইয়া গৃহিণী কন্যার নিকটে আসিয়া দেখিলেন, লক্ষ্মী অজস্রধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। দেখিয়া তিন জনেই নীরবে নিকটে বসিলেন অনেকক্ষণ পরে, লক্ষ্মী চক্ষের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে মাকে বলিল "মা! আমার বিবাহের চেষ্টা করিতে চাও? আমাদের বাড়ীর দুই বৎসর পুর্ব্বের অবস্থা, আর এখনকার অবস্থায় অনেক প্রভেদ। তখন আমাদের এই বাড়ী-খানি আমাদের ফুল বাগানের ফুল গুলির মত হাসি ভরা হ'য়ে চারিদিক আলো ক'রে ছিল, আর এখন নিয়ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ও হাহুতাশে বাড়ী মরুভূমির মত হ'য়েছে। তোমরা বুঝে সুঝে আমার বিবাহের জন্য বর খুঁজেছ, উত্তম পাত্র পাইয়া আমার বিবাহ দিলে, আমার বিবাহ হ'তো। শৈশবে আমার দুর্দ্দশায় আমার বাবা মারা গেছেন। সে ঘটনা আমার ঠিক স্মরণও নাই, তোমারই কাছে শুনেছিলুম, তিনি শেষ কালে তোমাকে আমার বিয়ে দেবার জন্য ব'লেও গিয়েছেন। কিন্তু এখন সে অবস্থা সব বদলে গেছে। এখন আর আমার বিয়ে হয় না, হ'তে পারে না, হবেও না।

গৃ। কেন মা, হ'তে পারে না?

ল। কোথায় বিবাহ দিবে?

গৃ। যেখানে সুবিধা ও সম্ভব হবে, সেই খানেই দিব।

লক্ষ্মী বলিল, "সরস্বতী যখন বেঁচে ছিল, তখন দাদা ও অমর বাবুর চেষ্টায় কোথাও উত্তম পাত্র যোগাড় হ'লে, আমি বিবাহে সন্তুষ্ট ও সুখী হ'তুম্। অমর বাবু সরস্বতীকে কতটা ভালবাসিতেন, এবং তিনি আমাকেও কতটা ভালবাসেন, এই দুই আমি বেশ জানি, আর সরস্বতী তার বরকে কত ভালবাসিত এবং আমিও অমর বাবুকে কতটা ভালবাসি, তাও অমর বাবু বেশ জানেন। অধিক কি অন্যত্র উত্তম বর না জুটিলে, সরস্বতী আমার দেড় বছরের ছোট হয়েও ছেলেমানুষের মত আমার সঙ্গে ভাগে ঘর সংসার করিতে প্রস্তুত হইতেছিল। নিয়ত আমাকে ভজাইত ও বলিত, "কোথায় কার হাতে পড়ে কষ্ট পাবি, তার চেয়ে আয়, দুজনে মিলে মিশে সুখে ঘর করি।" বলিতে বলিতে লক্ষ্মীর চক্ষে দরবিগলিত ধারা প্রবাহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহিনী, তাঁহার পুত্র ও জামাতা সকলেই চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী পুনরপি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমরা জান না, সে কত ভাল, কত সুন্দর, কত মিষ্ট ছিল। আজ আমি কেমন ক'রে, তার শোক ভুলে, তার স্মৃতি মুছে ফেলে, বিবাহে সম্মত হবো? সে ম'রে স্বামী হারা হ'য়েছে, আমাকে বেঁচে থেকে, স্বামী সুখে বঞ্চিত থাক্‌তে হ'বে, ইহাই আমার ব্রত। তার দেওয়া ছেলেটিকে পালন করাই আমার ব্রত। অমর কুমার উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুল ভাবে কার্ত্তিকচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, "ভাই, তোমার ভগ্নীকে আর বিরক্ত করা ভাল নহে।"

ল। আমি এখন, অন্যের বুদ্ধি বিবেচনা, ও পরামর্শের অতীত স্থানে বাস করিতেছি। আমি এই এক বৎসর আমার বিষয়ে এত ভেবেছি যে, আমার সমগ্র জীবনে তাহার শতাংশের একাংশ ভাবিতে হইবে কি না সন্দেহ। এখন কাহারও কোন কথায় আমার বিরক্ত বা বিব্রত হবার কারণ নাই।

গৃ। মা, তবে তুমিই বল, এখন আমরা কি করিব?

ল। সরস্বতী নাই, সে থাক্‌লে তার সতিন্ হ'তেও সম্মত হ'তুম। এখন আমি আর সরস্বতীর শূন্য স্থান অধিকার করিয়া সুখে সংসার করিতে পারিব না। আমার পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। আর অন্যত্র তো একবারে অসম্ভব। কারণ আমার এই বাছাকে দেখিবে কে? আমি অন্যত্র বিবাহ করিয়া এই বাছাকে তাহার বাপ মায়ের সুখে বঞ্চিত করিতে সম্মত নহি।

কা। সে কেন বাপ্ মায়ে বঞ্চিত হবে?

ল। দাদা, তুমি সে কথা এখন বুঝিবে না, আমি সব ভেবেছি, ভেবে বল্‌ছি। এখন এক অমর বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হ'তে পার্‌তো, আর কোথাও না। কিন্তু আমি তা কর্‌বো না।

কা। অমর তুমি একটু বড় ঘরে যাও ত ভাই।

অমর উঠিয়া গেলেন।

কা। কেন, অমরের সঙ্গেই যদি আমরা বিবাহ দিতে সম্মত হই, সে যদি তাতে অমত না করে, তবে বাধা কোথায়?

ল। বর্ত্তমান অবস্থা নিবন্ধন আমার মন থেকে বিবাহের ইচ্ছা কে যেন একেবারে মুছে দিয়েছে। আমার বিবাহের ইচ্ছা নাই। যদি কখন ইচ্ছা হয়, তোমাদিগকে ব'ল্‌বো। আর অমর বাবুও বিবাহ করিবেন না। তোমরা যা দেখ্‌চো, ওটা সরস্বতীর টানের জের, আর ছেলের মায়া।

কা। অমর যদি তোমাকেই বিবাহ করিতে সম্মত হয়?

ল। ইচ্ছা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

কা। ডাক্‌বো, না ওঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌বো?

ল। এখানেই ডাক্‌তে পার।

কার্ত্তিকচন্দ্র অমরকুমারকে ডাকিলেন। অমর আসিলেন।

কা। আমরা এক মত হ'য়ে যদি তোমার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দিই, তা হ'লে তুমি কি পুনরায় বিবাহে সম্মত হবে?

অ। তোমার ভগ্নী কি বলিতেছেন, সে কথা আগে বল। এখন আমাদের আর ছেলেমানুষির সময় নাই। কথাটা গুরুতর দাঁড়াইয়াছে।

কা। লক্ষ্মী তোমার অভিপ্রায় জানিতে বলিয়াছে, তাই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

এমন সময়ে গৃহিণী নিজের প্রয়োজনে গোয়ালঘরে গরু বাছুর আট্‌কাইতে ও বাহিরের দরজা ইত্যাদি দেখিয়া আসিতে গেলেন।

অ। লক্ষ্মী কি বলিতেছেন?

কা। লক্ষ্মী বলিয়াছে, আমরা যদি সম্মত হই, আর অমর বাবুর যদি মত থাকে, তাহা হইলে সে সম্মত হইতে পারে।

ল। না, দাদা, ও ঠিক হ'লো না, তাঁহার প্রয়োজন ও ইচ্ছা থাক্‌লে, আমি ভাবিব, ভাবিয়া দেখিব, হয় কি না।

অ। আমি আর বিবাহ করবো কি না, ইহা আমার ভাবিবার প্রয়োজন ছিল না, এখন ভেবে দেখ্‌ছি, লক্ষ্মীর সঙ্গে হ'লে করবো, তা না হলে, আর কোথাও হবে না। আমার ছেলেটিকে আমি লক্ষ্মীর ক্রোড়চ্যুত করিব না, করিতে পারি না, এমন অবস্থায় স্বর্গের বিদ্যাধরী হউক, আর দুদশ হাজার টাকার লোভেই হউক, অন্যত্র হবে না। ঐ সকলে আমাকে টলাইতে পারিবে না, আর এ ত গেল বাহিরের কথা, ভিতরের কথা এই যে, সরস্বতীর ভগ্নীকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পাত্রী গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব, আরও ভিতরের কথা এই যে, লক্ষ্মীতে এমন কিছু অমূল্য বস্তু আছে, যাহা অন্যত্র পাইব না।

কা। বিবাহের স্বপক্ষে এতগুলি যুক্তি দেখাইয়া ওকালতি করিলে, অথচ বিবাহে স্পষ্ট মত দিতেছ না কেন? তুমি পরিষ্কার বল, বিবাহে সম্মত আছ কি না?

গৃহিণী নিত্যকর্ম্ম গুলি শেষ করিয়া ঘরে আসিতে আসিতে শুনিলেন ঃ—

অ। লক্ষ্মীর মত থাক্‌লে, তোমাদের আমাকে পাওয়া কঠিন হবে না। আমি তাঁহার মতামতের ভয়ই বেশী করি।

গৃ। তবে এ ব্যাপার নিয়ে আর বেশী কচ্‌লা কচ্‌লি কেন? যদি তাই হয়, তবে দাদাকে ডাকাইয়া বিবাহের যোগাড় করতে বলি।

ল। আমার একটি কথা এখনও বলা হয় নাই। সেই কথার মীমাংসার উপর সব নির্ভর করিতেছে।

কা। কি কথা বল, আজই সব শেষ ক'রে ফেলা যাক্।

ল। এই ছেলেটিকে মানুষ করা আমার ব্রত। সেই ব্রত গ্রহণ করেছিলুম, আমি সে ব্রত ভঙ্গ কর্‌তে পার্‌বো না।

গৃ। তোমার এ কথার অর্থ কি, স্পষ্ট ক'রে বলো? অমরের সঙ্গে বিবাহে কোন ব্রতই ভঙ্গ হয় না।

ল। মা! সে কথা আমি তোমাকেই বল্‌বো, আবশ্যক হইলে, তুমি সে কথা দাদাকে ও অমর বাবুকে জানাইয়া দিবে। তাহারই উপর সব নির্ভর করে।

কার্ত্তিকচন্দ্র মাকে বলিলেন "মা! আমরা ওঘরে উঠে যাই। তুমি সে কথা জেনে আমাদের বল; এ কথার জের রেখে আর কস্ম-ভোগ্ন ভোগার প্রয়োজন নাই। আজই কথা শেষ করে, কাজের আয়োজনে হাত দিতে হবে।" গৃহিণী বলিলেন "সেই কথাই ভাল, তোমরা ও ঘরে যাও। আমি একটু পরে যাচ্চি।" ভাই ও ভগ্নীপতি উঠিয়া গেলে, লক্ষ্মী মাকে বলিল "পূর্ব্বে আমার খুব বিবাহের ইচ্ছা হ'য়ে ছিল। শেষে সে ইচ্ছা একবারে চলে যায়। এখন বিবাহ ব'লে কোন একটা লোভের বস্তু আমার সাম্‌নে ছিল না, নাইও। এক বৎসর এই ছেলেটির বন্ধনই আমাকে পাকে পাকে বেঁধেচে। আজ কেবল এক বৎসর পরে, অমর বাবুর সঙ্গে বিকেল বেলা দেখা হ'য়ে, বিয়ের কথা মনে স্থান পেয়েছে, আমি সেটাকে মনের একটা ক্ষণস্থায়ী খেয়াল ব'লে মনে করি। ত্বরায় বিদায় কর্‌তে পারি। কিন্তু

আমাদের সকলের অবশিষ্ট সুখ ও সুবিধা, বিশেষ ভাবে ঐ বাচ্ছার ও আমার ভবিষ্যৎ ভেবে, আমি মনের সে ক্ষণস্থায়ী ভাবকে বিদায় দিই নাই। সরস্বতীর বরে বিবাহ হ'লে বিবাহে সম্মত হবো, কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, সে প্রতিজ্ঞা এই যে, সহসা সরস্বতীর চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শিশুটিকে বক্ষে লইয়া, ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলুম, সরস্বতীর মৃত্যু দিন হইতে যত দিন সম্ভব, অন্ততঃ পাঁচ বৎসর আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপরায়ণা হইয়া এই শিশুর লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আঠার বছরে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে, এই ব্রত নিয়েছি, এক বৎসর হয়ে গেছে। অন্ততঃ আর চারি বৎসরের পর এ ব্রত উদযাপন হবে, ইহার পূর্ব্বে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ ও ঘর সংসার করায় আমার অধর্ম্ম হবে।" মা বলিলেন, "হ্যাঁ মা, বড় কঠিন সমস্যা, আর তা হ'লে, ব্রত ভঙ্গের অপরাধে তোমাকে লিপ্ত হইতে আমি বলিতে পারি না।" কন্যা মাকে বলিল, "এই ছেলেটিও তখন বেঁচে থাক্‌লে পাঁচ বছরের হবে। আমার সরস্বতীর বাছা তখন বাপের কাছে গেলেও ভাবনার কিছু থাক্‌বে না। এখন উপায় কি বল।" গৃহিণী বলিলেন, "এ অবস্থায় আমি তোমাকে কোন পরামর্শ দিতে পারি না। ওরা ছেলে মানুষ, ওরাই বা কি পরামর্শ দিবে। বড়ই কঠিন কথা।" লক্ষ্মী বলিল, "মা! তুমি অমর বাবুকে এ কথা বল গে।"

গৃহিণী গৃহান্তরে পুত্র ও জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মীর শেষ কথা অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমরকুমার স্থিরভাবে সকল কথা শুনিয়া নীরব। বহুক্ষণ তিন

জনেই এমন ভাবে বসিয়া রহিলেন, যে ঘরে যেন মানুষ নাই। একটি নিঃশ্বাস পড়ার শব্দও হইতেছে না।

অ। লক্ষ্মীকে একবার এ ঘরে আস্‌তে ব'লবেন?

লক্ষ্মী, ইত্যবসরে খোকাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া উঠিয়া, অবশ দেহকে স্ববশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কার্ত্তিকচন্দ্র ভগ্নীকে ডাকিবামাত্র লক্ষ্মী বড় ঘরে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মীকে দেখিয়া অমর কুমার কার্ত্তিকচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই! আজ এক বৎসর আমার মনে বিবাহের চিন্তার উদয় হয় নাই। এখন বুঝি-তেছি, গত কল্য ছোট মামার কথায় আমার অজ্ঞাতসারে আমার হৃদয়ে তোমার এই ভগ্নীটিকে বিবাহ করার বাসনা উদয় হ'য়ে ছিল। তাই ছোট মামাকে বিদায় দিয়া পরে তোমাদের এখানে এসেছিলুম। আজ অপরাহ্নেও ঐ চিন্তার প্রবল তাড়নায় এসে লক্ষ্মীকে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে দেখিয়া হৃদয় মন অত্যধিক চঞ্চল হ'য়েছিল। তাই তোমার জন্য স্থিরভাবে অপেক্ষা ক'রতে না পেরে চলে গিয়েছিলুম। তুমি ধ'রে এনেছ। এখন তোমারই উপর আমার ভবিষ্যতের ভার দিতেছি। এ বিবাহ এখন হবে, না দশ বছর পরে হবে, সে ব্যবস্থার ভার তোমার ও মায়ের উপর রহিল। আজ আমি তোমার ও মায়ের সম্মুখে লক্ষ্মীর নিকট জানিতে চাই যে, এক বৎসর গিয়াছে, আর চারি বৎসরের শেষ দিনে অথবা মোটের উপর ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম দিনে, লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার বিবাহের আশা পোষণ করিব কি না? আমার এ বিষয় জানার প্রয়োজন বোধ হইতেছে। একটি

কারণে আমি এই মীমাংসা প্রার্থী। আমার পুনরায় বিবাহের সম্ভাবনা থাক্‌লে, আমাকে সেইমত আয়োজনসহ গড়িয়া উঠিতে হইবে, আর যদি বিবাহের আশা পোষণ না করি, তাহা হইলে, আমার জীবনের ভবিষ্যৎ বিভিন্ন পথে চালিত করিব। আমার সম্মুখে এখন এই দুই পথ বর্ত্তমান। আমি কোন্ পথের পথিক হইব, তাহা এখনই স্থির করিব, আর শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই মীমাংসা প্রতিপালন করিব।"

ল। মা! সরস্বতীর মৃত্যুদিন হইতে পাঁচবৎসর আমি এক মাত্র ঐ শিশুর। তাহার পর, তোমরা আমার যেরূপ ব্যবস্থা করিবে, তাহাই আমি সাদরে ভক্তিভরে মাথা পাতিয়া লইব, এবং সেই ব্যবস্থাকেই জীবনের শেষ ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিব।

কা। তবে আমি অমরের নিকট বাক্যবদ্ধ হই?

ল। (পশ্চাৎ ফিরিতে ফিরিতে) আমার সকল কথাই ব'লেছি, এখন তোমাদের যা ইচ্ছা হয়, কর।

লক্ষ্মী পলায়ন করিল এবং নিজ শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। অনেক রাত্রি হইয়া গেল। গৃহিণী সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্মে ও এই দুর্ভাবনার ভারে আজ একাদশীর উপবাস ক্লেশ অনুভব করিবার অবসর পান নাই, এক্ষণে অবসন্ন দেহ মন লইয়া শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহে নিশ্চিন্ত হইলেন।

লক্ষ্মী একটি গুরুতর চিন্তার বোঝা মাথা হইতে নামাইয়া

নিজেকে কথঞ্চিৎ মুক্ত ও সুখী বলিয়া অনুভব করিলেও, তাহার আজ আর সুনিদ্রা হইল না। আজ তন্দ্রা আসিলেই, সেই তন্দ্রাবশে শরতের তরল ও স্বচ্ছ মেঘমালার চঞ্চল গতির ন্যায়, তাহার তন্দ্রাজড়িত চিত্তাকাশে সরস্বতীর প্রসন্ন মুখখানি ভাসিয়া উঠিতেছে, আর সে তাহার পূর্ব্ব আনন্দের ইঙ্গিত করিয়াই যেন, আদরের বো'ন লক্ষ্মীকে সতিনী সম্ভাষণে আদর করিতেছে, আর লক্ষ্মীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই ভাবে সমস্ত রাত্রিটি সরস্বতীর প্রিয় সঙ্গ সুখ, নানা ইঙ্গিতে লক্ষ্মীকে আনন্দের আভাস দিয়া চলিয়া যাইতেছে। লক্ষ্মী মনে মনে অনুভব করিল, সে যে পথ অবলম্বন করিল, তাহাই উত্তম পথ।

কার্ত্তিকচন্দ্র অমরকে বলিলেন, "ভাই! এখন তুমি নূতন সংসার পাতিয়া বসিবার আয়োজনে এই সময় টুকু নিয়োগ কর। অমর কুমার বলিলেন, "ভাই! আমি গরীব লোক, তাতে মাতৃ পিতৃস্নেহে বঞ্চিত, আমার পক্ষে ভালই হইল, আমি এই চারি বৎসরে ক্রমে ক্রমে আমার সমস্ত গুছাইয়া লইতে পারিব। দুঃখ এই যে এই চারি বৎসর ও তৎপরে আরও কিছু কাল, মা বাপের সঙ্গে মিলিতে, ও তাঁহাদের স্নেহ ভোগ করিতে পাইব না। বাবা অবশ্যই এ বিবাহে আমার উপর নূতন করিয়া আবার বিরক্ত হইবেন। কিন্তু নিরুপায়। এখন দেখ্‌ছি, সংসারের ঘটনা সকলের উপর মানুষের কোন হাত নাই। তবুও মনে হয়, সাধনার দ্বারা সিদ্ধিকে অর্জ্জন করিতে পারা যায়। প্রতিকূল দৈবকে অনুকূল করিয়া লইতেও সাধনার প্রয়োজন। বিনা সাধনায় কিছুই হয় না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভাগ্য পরীক্ষা

পরদিন প্রাতঃকালে অমর কুমার সাহেবের বাড়ীর কাজ শেষ করিয়া বাসায় আসিয়া আহারান্তে শরীর ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ হওয়াতে একটু বিশ্রাম মানসে শয়ন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে গত রজনীর জাগরণ জন্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় দেড়টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ছুটা ছুটি 'পড়েন ত মরেণ' এই ভাবে আফিসে উপস্থিত হইয়া বিল ইত্যাদি লইয়া কাজে বাহির হইতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দ্যাখেন, আফিসের একাংশে ভয়ানক ভিড়। অনেক লোক একত্র হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলেন, আজ কোম্পানীর এক খানা ডুবো জাহাজের নিলাম হইবে। সে জাহাজখানি ভাগীরথীর মোহানার নিকট নদীর মধ্যে ডুবিয়াছে। আর তাতে এরূপ অনেক মাল আছে, যাহা ডুবেও নষ্ট হয় নাই। সে সব মাল উঠাইতে পারিলে, অনেক টাকা লাভ হইবে। কৌতূহলবশত অমর কুমার অগ্রসর হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন। এমন সময়ে বড় সাহেব সেখানে আসিয়া নিলামের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন।

সাহেব সেই ভিড়ের মাঝ খানে অমর কুমারকে দেখিয়া ঈষৎ হাসি-

মুখে বলিলেন, "Well boy ! Why are you moving amongst the crowd ? Have you money enough to try the chance ? অমর কুমার বলিলেন, "No Sir, you know, I am a poor man" সাহেব পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "No no, if you have a liking, do try"

এই "do try' কথাটাতে অমর কুমারের চিত্ত চঞ্চল হইল। দিশাহারা হইয়া বড় বাবুর নিকট গেলেন, তাঁহাকে সাহেবের কথা বলিলেন। বড় বাবু সামান্য একটু বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "কেমন ক'রে ব'ল্‌বো বাবু? আমি ত আর সাহেবের মনের কথা জানি না। হয়ত এমন হ'তে পারে, সাহেব নিজেই রাখিবেন, তাই তোমাকে ডাক্‌তে বলেছেন।" অমর কুমার অগ্রপশ্চাৎ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নিলামের স্থানেই ঘোরা ফেরা করিতেছেন, এমন সময় ঠিক আড়াইটা বাজিল। ডাকও আরম্ভ হইল।

প্রথম হাজার টাকায় ডাক আরম্ভ হইয়া অনেকের ডাকে ডাকে পঁচিশ হাজার টাকায় উঠিল। অমর কুমার দেখিলেন, একজনের ডাকের উপর আব একজন, তাহার উপর আর একজন, এইরূপে বহু লোক ডাকা ডাকি করিয়া পঁচিশ হাজার টাকায় উঠিয়াছে। শেষে কাহার ভাগ্যে ডাক শেষ হবে, তাহা ঠিক করা কঠিন, এই ভাবিয়া অমর কুমার ছাব্বিশ হাজার ডাকিলেন। যাহাদের ঐ জাহাজ কিনিবার আগ্রহ আছে, এরূপ একজন লোক আরও পাঁচশত টাকা বেশী ডাকিল। অপর আর একজন সাতাইশ হাজার, পরে আর একজন আটাইশ হাজার, এইরূপে ত্রিশ হাজার

টাকার ডাক হইতে বেলা প্রায় চারিটা বাজিল। অমর কুমার পুনরায় একত্রিশ হাজার ডাকিলেন। আবার দর উঠিতে লাগিল। পাঁচ পাঁচ শ হিসাবে কয়েক বার ডাকে মূল্য চৌত্রিশ হাজারে উঠিল। আর বড় কেহ ডাকিতেছে না। তখন অমর কুমার "যা থাকে বরাতে" ভাবিয়া পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডাকিলেন। তখন বেলা ৪॥ টা বাজিয়াছে। ইহার উপর আর কেহ ডাকিতেছে না দেখিয়া, ডাকের ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারী "একবার দুইবার অমর কুমারের নাম ধরিয়া পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ডাক দিয়া, এক, দো, তিন" বলিয়া এক আঘাত করিলেন, অমর বাবুর নামে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার ডুবো জাহাজের নিলাম ডাক হইয়াছে শুনিয়া, অনেকেই বিস্মিত হইল, আর অমর কুমারের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ভয়ে ভটস্থ হইয়া অমর কুমার একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বড় বাবু অমর কুমারের সাহসের সংবাদ শুনিয়া মানসিক উত্তেজনা, বিরক্তি ও অবজ্ঞা সহকারে সাহেবের নিকট গিয়া এই সংবাদ দিলেন।

ইউল সাহেব স্থির গম্ভীর ভাবে সংবাদটা শুনিয়া বলিলেন, "এত অল্প টাকায় জাহাজ বিক্রয় হইবে না। কোম্পানীর বিলাতী কর্ত্তা পক্ষকে জানাইতে ও পুনরায় সেলের (sale) ব্যবস্থা করিতে হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়া, এই ব্যবস্থাকে সুব্যবস্থা বলিয়া সাহেবের মতের পোষাকতা করিয়া, বড় বাবু স্বস্থানে আসিয়া বসিলেন এবং বড় সাহেবের আদেশমত বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিলেন। অমর বাবুর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ভয়ে ভীত বাঙ্গালীর হৃদয় বিনা মূল-ধনে এতবড় একটা দুঃসাহসের কাজে অগ্রসর হইয়া ভয় পাবে না?

সেবাজীবী বাঙ্গালীর সাহসের কাজে সহজে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব? যাহা হউক তখনই বিলাতী কর্তৃপক্ষীয়ের নিকট তারে ঐ স্বল্প মূল্যে জাহাজের বিক্রয় সংবাদ প্রেরিত হইল। কয়েক দিন পরে বিলাতী হাউসের কর্তৃপক্ষ জানাইলেন যে, আর নূতন ডাকের প্রয়োজন নাই, যে মূল্য হইয়াছে ঐ মূল্যে ঐ জাহাজ বিক্রয় করিবার আদেশ দেওয়া হইল। তদনুসারে এক সোমবার বেলা দ্বিপ্রহরে, অমর কুমার আফিসে গিয়া দেখিলেন যে, ঐ জাহাজ বিক্রয়ের সংবাদসহ এক বিজ্ঞাপনে পরবর্ত্তী শনিবার বেলা ২টার মধ্যে, বাবু অমর কুমার বসুর প্রতি টাকা জমা দিবার আদেশ মুদ্রিত হইয়া আফিসের প্রবেশ দ্বারে লম্বমান। অমর কুমার এই সর্ব্বপ্রথম নিজনাম মুদ্রিত হইয়া সাধারণ সমীপে প্রচারিত হইতে দেখিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সাহসের অভাবে, ভয়ে ত্বরায় বিল লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ইউল সাহেব দুই তিন বার সংবাদ দিয়া অমর কুমারের সন্ধান পান নাই। সাহেব জানেন যে, অমর কুমারের টাকা নাই, অথচ তাহার নামে জাহাজ বিক্রয় সংবাদ প্রচারিত হওয়াতে সে ভয়ে গা ঢাকা দিবে, তাই আফিসে বলিয়া দিলেন, সে আসিলেই যেন একবার বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। অমর কুমার সাড়ে চারিটার সময়ে আসিবা মাত্র বড় বাবু সাহেবকে সংবাদ দিলেন। সাহেবের আরদালী আসিয়া বড় বাবু সহ অমর কুমারকে ডাকাইলেন। অমর কুমারকে সঙ্গে লইয়া বড়বাবু সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র, সাহেব তীব্র কঠোর স্বরে বলিলেন,

"Babu, have you arranged for the payments ?" অমর কুমার ভয়ে বিহ্বল হইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, " Sir, I am a poor man, how can I arrange to make up such a big sum as thirty-five thousand rupees ?" সাহেব বলিলেন "Then, you had no business to enter into the transaction." বড় বাবুর দিকে তাকাইয়া সাহেব বলিলেন, "Now, can you find out some means to save the young man ?" বড় বাবু বড় সাহেবকে বলিলেন " I thought, it was done at your instance, else how could he venture ?" বড় সাহেব, " Not at all. The other day I saw him moving there, and told him to go to his own business instead of loitering there, and remarked jokingly, to try his chance and now the chance has come to his lot. Can't you save him ?" বড় বাবু "No Sir."

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভাগ্যের পরিণাম

অমর কুমার ইউল সাহেবের ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, নিতান্ত চিন্তিত মনে অনেকক্ষণ গঙ্গার ধারে ধারে একাকী ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত বিক্ষিপ্ত চিত্তে রাত্রি প্রায় ৮॥ টার সময়ে বাসায় না আসিয়া একেবারে গড়পারে কার্ত্তিক চন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে ও সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলিতে অগ্রসর হইলেন।

ইউল সাহেব প্রথম ডাকের দিন গৃহে আসিয়া, মেম্ সাহেবকে জাহাজ ডাকার সংবাদ দিয়া, সে সম্বন্ধে অমর কুমারের সঙ্গে কোন প্রকার কথা কহিতে গোপনে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সাহেবের, মেম্ সাহেবকে নিষেধ করিয়া দেওয়া, আফিসে বড় বাবুর সম্মুখে তীব্র কঠোর হওয়া ইত্যাদির তলদেশে কিছু তাৎপর্য্য আছে। ঐ বড় বাবু অমর কুমারকে বলিয়াছিলেন, সাহেবের হয়ত নিজের রাখিবার অভিপ্রায় আছে। অমর কুমারের অবস্থা স্মরণ করিয়া এরূপ ভাব লোকের মনে স্থান পাওয়া বিচিত্র নহে, বিশেষত তিনি যখন নিজে ব্যবসায়ে অংশীদার, আবার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, তখন তাঁহার নামে এরূপ সংস্কার কাহারও মনে বদ্ধমূল হওয়া ভাল

নহে, তাই তিনি অন্তরে অন্তরে অমর কুমারের স্বপক্ষতা করিয়াও বাহিরে কঠোর তীব্র না হইয়া পারেন না। অমর কুমারের নিকট এটা আদ্যোপান্ত একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কার্ত্তিক বাবুকে সঙ্গে লইয়া অমর কুমার বাসায় চলিয়া আসিলেন। শ্বশুর বাড়িতে বসিলেন না। সেখানে অন্য কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং কার্ত্তিক বাবুকেও বাড়ীতে এখন এ কথা প্রচার করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া, দুইজনে পথে পরামর্শ করিতে করিতে আসিতেছেন। বাসার দ্বারে আসিয়া দেখেন, একজন মাড়ওয়ারী ও একজন ইহুদী বণিক অমর বাবুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কার্ত্তিকচন্দ্র এই দুইজনকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহারা ঐ জাহাজের ব্যাপারে জড়িত হইয়া আসিয়াছে। দুই জনেই অমর বাবুকে সেলাম করিয়া নিজ নিজ প্রয়োজন স্বতন্ত্র ভাবে জ্ঞাপন করিল। মাড়ওয়ারী আগামী কল্য প্রাতঃকালে চল্লিশ হাজার ও ইহুদী সাহেব পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যে ঐ ডুবো জাহাজ খরিদ করিতে প্রস্তুত আছে। অমর বাবু দুই জনকেই স্বতন্ত্র ভাবে বলিয়া দিলেন যে, কল্য বেলা ১২টার সময়ে আফিসে এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন। আজ আর এত রাত্রিতে এ বিষয়ে কোন কথা বার্ত্তা চলিবে না। যাইবার সময়ে মাড়ওয়ারী ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ইঙ্গিত করিয়া গেল। কার্ত্তিকচন্দ্র বলিলেন "হয়েছে, তোমার ভাবনা ঘুচেছে? এই ত চারিদিক অন্ধকার দেখ্‌ছিলে, যখন বিধাতা উপায় করেন, তখন এমনই ক'রেই হয়।" উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সাহেবের উপদেশে কাজ করিতে হইবে।

পর দিন মধ্যাহ্নে আফিসে গিয়া অমরকুমার দেখিলেন, অনেকগুলি দালাল তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং তাঁহার খরিদ করা জাহাজের মূল্যও প্রায় আশী হাজার টাকায় উঠিয়াছে। অমরকুমার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, কিন্তু ভয়ে সম্মুখে যাইতে সাহস হইতেছে না। প্রাতঃকালে বাড়ীতে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয় নাই। সাহেব ইচ্ছা করিয়া সকালে বাহিরে গিয়াছিলেন। সাহেব সস্নেহে দূরে থাকিয়া অমরকুমারের 'লক্ষীলাভে' সহায়তা করিতে ও তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দিতে ব্যস্ত, তাই তিনি দেখিতে চান, অমরকুমার বিনা পরামর্শে ও বিনা সাহায্যে কতদূর কি করিতে পারেন, সাহেবের তাহাই দেখা উদ্দেশ্য ছিল। এখন অমরকুমার ভয়ে ভয়ে সাহেবের আফিস ঘরের নিকটে গিয়া সংবাদ দিলেন। সাহেব ডাকিলেন। অমরকুমার সেলাম করিয়া দাঁড়াইবামাত্র সাহেব বলিলেন, "Have you been able to raise the sum required?" অমর কুমার বলিলেন, "Sir I have got some buyers, who have promised eighty thousand rupees." বড় সাহেব বলিলেন, "Wait then up to Saturday noon. The value may go up further, come to me for the final advice then, before you sign the sale deed." অমর কুমার, "Thank you Sir." ব'লে বাহিরে এসে প্রাণভরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ক্রমে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতিবার চলিয়া গিয়াছে। শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে অমরকুমারের বাসায় আবার লোকের ভিড় হইতে

লাগিল। যত সন্ধ্যা অতীত হইয়া রাত্রির পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই মাড়ওড়ারী দালালের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। কার্ত্তিকচন্দ্র অমরকুমারের বাসায় আসিয়া দেখিলেন, অমরকুমারের ঘরে ও বারেণ্ডায় লোক ধরে না। ডুবো জাহাজের মালের তালিকা দর্শনে, আড়া-আড়ী ও পাল্লাপাল্লীতে, মালের মূল্য রাত্রি নয়টার পর লাখ্ টাকায় উঠিল। অমরকুমার লাখ্ টাকার খরিদ্দারকে পরদিন (শনিবারে) দ্বিপ্রহরের সময়ে আফিসে বড় সাহেবের সম্মুখে হাজির হইয়া শেষ কথা কহিতে বলিয়া দিলেন। এই সকল লোককে বিদায় দিয়া অমরকুমার বিশ্রাম ও আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে কার্ত্তিকচন্দ্রকে বিদায় দিয়া শয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে, সেই প্রথম দিনের ইহুদী সওদাগর সাহেব আসিয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া আরও দশ হাজার টাকা অধিক দিবার অঙ্গীকার করিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিন দ্বিপ্রহরের সময়ে আরও দু'চারি জন খরিদারের জেদাজেদীতে মূল্য এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকায় উঠিবামাত্র, ইউল সাহেব স্বয়ং ক্রেতাকে ডাকাইয়া অমরকুমারের নামে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার চেথ্, বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নামে লিখাইয়া লইয়া, ও ঐ ব্যক্তির নামে ঐ পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত আছে, চেথ্ দাখিল করিবামাত্র টাকা পাইবার সংবাদ লইয়া, বিক্রয় ধার্য্য করিয়া দিলেন। পরে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনাইয়া কোম্পানীর পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লইয়া, বাকি এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা অমরকুমারকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। অমরকুমার অশ্রুপূর্ণ লোচনে সাহেবের দিকে তাকাইয়া কিছু বলিতে

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সাহেব দেখিলেন, কেবল কয়েকটা অসম্বন্ধ শব্দোচ্চারণ করিয়া অমরকুমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, কোন কথাই স্পষ্ট বাহির হইতেছে না। সাহেব সেই Broken stammering হইতে এইটুকু বুঝিতে পারিলেন, "What shall I do with this heap of money, brcught to me, through your kind and parental interest in me. Keep it with you, and dispose it of in your own way."

ইউল সাহেব আফিসের সকলের সাম্নে অমরকুমারকে বলিলেন, "তবে তোমার এই টাকা আমি আপাততঃ তোমারই নামে, আমাদের এই কারবারের মূলধনে মিলিত করিয়া জমা রাখি। বৎসরের শেষে ইহার স্থদ হিসাবে যাহা পাওনা হইবে, তাহা আগামী বৎসর হিসাব নিকাসের সময়ে পাইবে। আর সেই সময়ে ঐ টাকার নূতন ব্যবস্থা করিলেই হইবে" এই স্থির করিয়া তখনই বড় বাবুকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়া অমরকুমারের নামে লক্ষ টাকার হিসাব খুলিয়া ব্যাঙ্ক বই ও চেখ্ বই ইত্যাদি দিবার ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন, আর অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা লইয়া অমরকুমারকে স্বেচ্ছামত বাড়ী ঘর করিতে বা আত্মীয় স্বজনের তৃপ্তি বিধানে ব্যয় করিতে পরামর্শ দিলেন।

অমরকুমার দুই দিনের ছুটি লইয়া পাঁচ হাজার টাকার নোট হাতে সন্ধ্যার সময়ে, কার্ত্তিকচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে এবং সমস্ত সংবাদ শ্বাশুড়ী ও শ্যালককে দিতে গেলেন। শ্বাশুড়ী, এই নূতন সৌভাগ্যো-

দয় সংবাদে আজ সরস্বতীর অভাবের দারুণ তীব্রতায় জর জর হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। এই শুভ সংবাদে সুখী লক্ষ্মীও আজ বিষাদজড়িত হৃদয়ের বিষম আলোড়নে মুহুর্মুহু আহত হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে। কার্ত্তিকচন্দ্র এই এক সহজ পথে—এই এক অসামান্য সৌভাগ্যোদয়ে হৃদয় ভরা আনন্দে বাক্য-হীন। নীরবে সমস্ত শুনিয়া, শেষে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উত্তম ব্যবস্থা হ'য়েছে, এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হ'তো না। ভালই হ'য়েছে। এখন এ পাঁচ হাজার টাকা কি করিবে?"

অ। শুনিলাম বাবার খুব অসুখ। তিনি ছুটি লইয়া ঘরে বসিয়া আছেন, বোধ হয় টানাটানিও যাইতেছে, তাহার উপর চিকিৎসার ব্যয় আছে। তাই মনে ক'রেছি, ইহার প্রথম হাজার টাকা, তোমাকে সঙ্গে দিয়া ছোট মামার দ্বারা গোপনে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। দৈবানুগ্রহে প্রাপ্ত অর্থের প্রথম অংশ পিতৃদেবের সেবায় ব্যয়-হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, কি বল?

কা। এ বিষয়ে আবার জিজ্ঞাসার কি আছে, এ ত উত্তম কাজ। তার পর।

অ। দু দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। কাল বাড়ী যাব। আমা-দের বাড়ীর সম্মুখে আমার জ্যাঠা মহাশয়ের দরুণ যে বহু বিস্তৃত ভূমি খণ্ড প'ড়ে আছে। বিধবা জ্যাঠাইমায়ের নিকট সেই ভূমি খণ্ড উচিত মূল্যে সর্ব্বাগ্রে ক্রয় করিব। আমার বাবার বাড়ীতে আমার ভাই গুলি থাকবে। আমি ঐ জমির উপর স্বতন্ত্র বাগান পুকুর ও বাড়ী করিয়া বাস করিব।

কা। ইহাও উত্তম পরামর্শ, এ বিষয়েও বলিবার কিছু নাই। তবে এখানে এই বেলা একটু যায়গা কিনে রাখ্‌লে হ'তো না?

অ। সে পরে হবে। আগামী পূজার পর সেখানে বাড়ীর কাজ আরম্ভ করতে হবে। এখানে দু'পাঁচ কাঠা জমি যখন তখন কেনা চল্‌বে। তুমি ছুটি নিয়ে কাল আমার সঙ্গে যেতে পার?

কা। কখন যেতে চাও? তোমাকে পেলে, নেয়ে খেয়ে যেতে পারি। তার পর রাত্রিতে ফিরিতে পারি ভাল, না পারি, পরশু সকালে আস্‌লেই হ'বে।

সে রাত্রি অমরকুমার সেই খানেই রহিলেন। তিনি লক্ষ্মীকে শুনাইয়া শাশুড়ীকে বলিলেন, "এখন আমি নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকবো যে সর্ব্বদা আমার দেখা পাবেন না, সে জন্য ভাবিবেন না। আপনার এক কন্যা হারিয়েছি, এখন অপরটিকে সুখী করিবার আয়োজনে ব্যস্ত থাকিব।" পর দিন প্রাতঃকালে অমরকুমার বাসায় আসিতে না আসিতে, সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অবসর হয় না, এমন ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতেছে। ক্রমে সকলকে মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট করিয়া এবং সকলকে খাওয়াবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া, অমর কুমার স্নান আহারে ব্যস্ত হইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র বিদায় লইয়া আহারান্তে অমরকুমারের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

যাইবার সময়ে পথে ছোট মামাকে ধরিয়া গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন। পিতৃগৃহের অনতিদূরে অমরকুমার গাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। মাতুল ও শ্যালককে বাড়ীতে পাঠাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অর্থের সদ্ব্যয়

অমরকুমার দেশে যাইবার সময়ে, পথে নিজে গাড়ীতে থাকিয়া, ছোট মামা ও শ্যালকের দ্বারা বিমাতার নিকট একখানি পত্রসহ এক হাজার টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

অমরকুমারের বিমাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার হাতে পত্রসহ ঐ এক সহস্র টাকা দিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অমরের ছোট মামা ও শ্যালক তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিলেন। উদ্দেশ্য গোবিন্দ বাবু এক্ষণে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানিতে না পারেন। অমরের মা কর্ত্তার পীড়া ও অর্থাভাব, পিতৃগৃহের অনটন ইত্যাদি স্মরণ করিয়া যখন চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে দেব কৃপায় প্রেরিত এই সাহায্য লাভ করিয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বার, লক্ষ লক্ষ বার, সতিন্‌পোকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সমস্ত দিন ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া তাহার কল্যাণ-কামনা করিতেছেন।

গোবিন্দ বাবু মুখ্য কুলীন ও তেজী পুরুষ, কতকটা স্বাবলম্বন-প্রিয় ও স্বাধীনচেতা পুরুষ। অপরাহ্নে যখন কথাটা নানা অবস্থার ভিতর দিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে তাঁহার কর্ণগোচর হইল,

তখন তিনি গৃহিণীকে ডাকাইয়া অর্থ গ্রহণের জন্য খুব বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, "কি করিব, যে পত্রখানা লিখে, অমর ঐ টাকাটা পাঠি'য়েছে, তাতে মা কেন, সৎমা কেন, কোন স্ত্রীলোকই সহস্র বিরক্তি থাকিলেও, তাহা ফিরাইয়া দিতে পারে না, আমি কেমন ক'রে ফেরত দিব ?" গোবিন্দ বাবু চকিত চিত্তে গৃহিণীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন "পত্র আছে না কি ?"

গৃ। হাঁ। ছিল।

ক। ছিল কেন! এখন নাই ?

গৃ। আমার বাক্সে আছে। তোমার জন্যই রাখিয়াছি।

ক। কই সে পত্র দেখি।

গৃ। আগে সেরে ওঠ, তার পর দেখ্‌লেই হবে। এত তাড়াতাড়ি কি ?

ক। না, আমি এখনই দেখ্‌বো, দাও।

গৃহিণী পত্রখানি আনিয়া কর্ত্তার হাতে দিলেন। পত্র পাঠ :—

"শ্রীচরণেষু মা! নিজের জেদ ও বুদ্ধির দোষে অনেক দিন ধরিয়া পিতৃমাতৃ স্নেহে বঞ্চিত আছি। হয় ত আরও কিছু দিন এইরূপ থাক্‌তে হবে। আজ কয়েক দিন হইল শুনেছি, বাবা পীড়িত এবং শয্যাগত। কলিকাতা সহরে চিকিৎসা ও সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহে নিত্য অনেক অর্থ ব্যয় হওয়াই সম্ভব। আমি বিধাতার কৃপায় দৈব-ক্রমে কিছু অর্থ পাইয়াছি। আমার আবদার ও দৌরাত্ম্যের জন্য আপনার কর্ম্মভোগ ও আমার দণ্ড ভোগ আজ স্মরণ করিয়া, এ সময়ে

আপনার কাজে লাগিবে, এই বিশ্বাসে ও আশায়, আমার প্রাপ্ত অর্থের সর্ব্বপ্রথম একাংশ প্রণামীস্বরূপ আপনার শ্রীচরণে নিবেদিত হইল। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন, এবং ইহা নিজের অর্থ মনে করিয়া আমার পিতৃ-সেবায় ব্যয় করিবেন। প্রণত সেবক শ্রীঅমরকুমার।”

পত্রপাঠ করিতে করিতে গোবিন্দ বাবুর মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিল, পুত্রে এতাদৃশ শিশুযোগ্য সরলভাব অনুভব ও সম্ভোগ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইল। অমরকুমারের মায়ের স্মৃতি, ভগ্নী শ্যামাসুন্দরীর স্মৃতি, অমরকুমারকে শাসনে রাখিবার জন্য বর্ত্তমান গৃহিণীর প্রাথমিক যত্ন চেষ্টার পরিণামের স্মৃতি ইত্যাদি একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠ পুত্রে এতাদৃশ পরিবর্ত্তন তাঁহার হৃদয় মনকে অভিভূত করিল। পত্রখানির কয়েক ছত্র লেখা, তাঁহার স্ববশে সুরক্ষিত হৃদয়ের আবেগ বৃদ্ধি করায়, বৃদ্ধের চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। গৃহিণী এই রুগ্ন শরীরে এইরূপ একটা মানসিক উত্তেজনার ভয়েই, পত্রখানি এ সময়ে তাঁহার হাতে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এখন গোবিন্দ বাবুর হৃদয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী রুদ্ধভাব প্রবল আকার ধারণ করিয়া, তাঁহাকে রোগ শয্যায় উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল, এ সময়ে তিনি অমরকুমারকে সম্মুখে পাইলে, একবার বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় জুড়াইতে, অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগ যন্ত্রণায় শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেন। আর সেই সঙ্গে অমরকুমারের পরবর্ত্তী জীবনের গতি ও চরিত্রের ফিরাইবার পক্ষে একটা বৃহৎ সুযোগও লাভ করিতেন। কিন্তু সংসারে সকল ঘটনা সকল সময়ে মানুষের

আব্দার মত পরিপূরণ হয় না—তাই অমরকুমার অলক্ষিত ভাগ্য-সূত্রবশে দূরে থাকিয়া, পিতৃমাতৃ হৃদয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার একটু অবসর পাইলেন মাত্র, কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনানিচয় ইহাকে স্থায়ী করিবে কি না, কে বলিতে পারে?

অমরকুমার কার্ত্তিকচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, ই, আই, আরের মগ্‌রা ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বমুখে কয়েক মিনিট অগ্রসর হইয়া নিজ জন্মভূমিতে উপস্থিত হইলেন। পতিপুত্রহীনা জ্যাঠাইমা দীর্ঘকাল পরে দেবর-পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইলেন। তাঁহার বড় সাধ, ঐ ছেলে শ্বশুরের ভিটায় প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ দিবে। অমরকুমার ও কার্ত্তিকচন্দ্র বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া প্রদত্ত আসনে উপবেশন করিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পর অমরের মুখে দেবরের অসুখের সংবাদ পাইয়া ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন। সেই দিন অপরাহ্ণে উভয়ে আবার চলিয়া আসিবেন শুনিয়া, বৃদ্ধা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "কখনও তোদের দেখা পাওয়া যায় না। যদি এসেছিস্, আজই কেন যাবি, আজ এখানে থাক্। আমি একটা বেলা একটু আদর যত্ন করি, খাওয়াই দাওয়াই। কাল সকালে রেঁধে বেড়ে দেবো, খেয়ে দেয়ে আটটার গাড়ীতে গেলেই ত হয়। তাতে কি কাজের ক্ষতি হবে?"

অ। না 'জ্যা' * কোন ক্ষতি হবে না, তবে যে কাজের জন্য এসেছি, সে কাজ যদি না হয়, তা হ'লে থেকে কি হবে?

জ্যা। কোথায়,কার কাছে, কি কাজে এসেছিস্?

---

* অমরকুমার অতি শৈশবে বাক্যস্ফুরণ সময় হইতে জ্যাঠাইমাকে সহজ সম্ভাষণ 'জ্যা' বলিয়া ডাকিতে শিখেছিলেন। বড় হইয়া তাহাই থাকিয়া গিয়াছে।

অ। তোমারই কাছে একটু কাজের জন্য এসেছি। তা তুমি কি আমার জন্য সে কাজটুকু কর্‌বে?

জ্যা। কি বল, যদি করবার মত হয়, ত কর্‌বো না কেন?

অ। তোমার গঙ্গা লাভ হ'লে জ্যাঠা মহাশয়ের দরুণ এ বাড়ী, আর ও বাড়ী, সবই আমাদের কয় ভাইয়ের হবে ত?

জ্যা। হ্যাঁ, তা ত হবেই, আমি ম'লে এ জমা জমি এ ঘর বাড়ী ত আর আমার সঙ্গে যাবে না, এ সব তোমাদেরই ত থাক্‌বে। তবে এটা আমার শশুরের ভিটে, তোর বাবা কর্ত্তার কাছে টাকা নিয়ে ঐ বাড়ী তৈয়ারি করে নিয়ে বাস করে, ঐ বাড়ীতেই তোরা হয়েছিস্। দুঃখ এই যে, এ ভিটের উপর আর সন্ধ্যে দেবার লোক রইল না।

অ। জ্যা! এ ভিটেয় সন্ধ্যে দেবার ব্যবস্থা কর না কেন?

জ্যা। কেমন করে ক'র্‌বো বাবা, বিধাতা আমার ভাগ্যে সে সুখ ত লেখেন নাই, তা হ'লে কি আর অমন ছেলে মেয়ে মারা যেত? সবই ছিল বাবা। (বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষে অজস্র ধারা প্রবাহিত হইল।)

অ। (ক্ষণকাল নীরবে নত মস্তকে বসিয়া থেকে আস্তে আস্তে) সে ব্যবস্থা কি কিছু করা যায় না?

জ্যা। কি কত্তে চাস্, ভেঙ্গে বল্ না, বাবা?

অ। তোমার এই বাড়ী ও বাড়ীর সংলগ্ন সমস্ত জমি আমাকে উচিত মূল্যে বিক্রয় কর। আমি টাকা দিয়া খরিদ করিতে চাই।

জ্যা। তাহ'লে তোর বাবা রাগ্ কর্‌বে না?

অ। ও বাড়ীতে আমার যে অংশ আছে, সেটা আমি আমার ভাইদের দিয়ে দেব, তা হ'লে বাবা আর কেন রাগ্ কর্‌বেন?

জ্যা। আমাকে কত টাকা দিবি?

অ। তুমি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, এর দাম কত হয়, জেনে আমাকে বল, আমি সেই পরিমাণ টাকা দিয়া খরিদ করিব। আর বেশীর ভাগ তুমি মলে, খুব জাঁক জমক ক'রে এই ভিটেয়, তোমার শ্রাদ্ধ শান্তি ক'র্‌বো।

জ্যা। আর যে কয় দিন বাঁচবো, ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব?

অ। ভিটে ছেড়ে কোথায় যাবে? আমি বাড়ী কর্‌বো, সেই বাড়ীতে তোমার একটা স্বতন্ত্র ঘর থাক্‌বে, আমার সংসারে গিন্নী হ'য়ে থাক ভালই, তোমার না পোষায়, তুমি আলাদা রেঁধে বেড়ে খাবে ও আপনার মত থাক্‌বে।

জ্যা। তুই কি তোর বৌ যদি তাড়্যে দিস? তা হ'লে এ বুড়ো বয়সে কোথায় যাব?

অ। তুমি টাকা নিয়ে আমাকে যদি এ সবটা বিক্রী কর, তা হ'লে ত একটা লেখা পড়া হবে? সেই দলিলে তোমার খোরাক পোষাক বলে মাস মাস ১০৲ টাকা ক'রে পাবে। এখানে না থাক কাশী বাস করবে।

জ্যা। লেখা পড়া থেকেও তুই যদি আমাকে টাকা দিয়ে প্রতিপালন না করিস্?

অ। সেই জন্যই গোড়ায় টাকা দিয়ে কিন্‌তে চাচ্চি। আমি

যদি তেমন মন্দই হই, তা হ'লে ত তোমার হাতে টাকা থাক্‌বে? তবে এত ভয়—এত ভাবনা কেন? আমি এমন ব্যবস্থা ক'রে দেব, যাতে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

জ্যা। কত টাকা দিবি?

অ। আগে কাহাকেও জিজ্ঞাসা ক'রে জান, এ বাড়ী ও জমির দাম, কত হবে।

জ্যা। আমি আর কাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো? এ বাড়ীর সঙ্গে আট বিঘে জমি আছে, আর ঐ পুকুরটা ও বাড়ীটার দাম আর কি এমন হবে? তুই আমাকে নগদ পাঁচশ টাকা, আর মাসে দশটাকা ক'রে দিলে, আমি তোকে লেখা পড়া ক'রে দিতে পারি।

অ। আমি যদি তোমাকে কালই টাকা দিই, তাহ'লে কালই লেখা পড়া ক'রে দিতে পার?

জ্যা। তোর বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌বো না?

অ। এখন বাবাকে জিজ্ঞাসার দরকার নাই। তুমি ত অন্যকে দিচ্ছ না। তাঁরই ব্যাটাকে, আর তোমার শ্বশুরের নাতিকে দিচ্ছ। তোমাকে কিছু বল্লে, তোমার এত বড় জবাব রয়েছে। ভয় কি?

জ্যা। তবে তুই লেখা পড়া ক'রে নে, আমি তোকেই দেবো।

পরদিন আহারান্তে অমর কুমার ও কার্ত্তিকচন্দ্র বৃদ্ধাকে লইয়া হুগ্‌লী গেলেন। উপরে কথিত মূল্য ও মাসহারা নির্দ্দেশ করিয়া এক দলিল প্রস্তুত হইল। রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধা উভয়ের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

অমর ও কার্ত্তিক সন্ধ্যার সময়ে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

পরবর্ত্তী চারি বৎসর

আলিপুরের যে বিচারকের হাতে অমর কুমার অব্যাহতি লাভ করিয়া, সাহেবের সাহায্যে ইউল সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়া ছিলেন, অমর কুমারের এই নূতন সৌভাগ্যোদয়ের সময়ে সেই Charles Brett সাহেব হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট্। অমর কুমার জ্যাঠাই মাকে লইয়া পৈতৃক ভদ্রাসন ক্রয়ের লেখা পড়া ও রেজিষ্টারি করিতে হুগলী গিয়া, সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আফিস হইতে বিদায় লইবার সময়ে ইউল সাহেবের নিকট হইতে একটু পরিচয় পত্র চাহিয়া লইয়া ছিলেন। সাহেব প্রথমে দিতে অসম্মত হইয়া বলিয়া ছিলেন "Mr. Brett is your first patron, it will be impertinent on my part to introduce you to him. He knows you better." অমর কুমার বলিলেন, " He may not remember me, a short, very short introduction is required here on this occassion.

ইউল সাহেব একখানি পত্রে কেবল "Do you remember

the bearer of this note?". লিখিয়া উপরে প্রিয় সম্ভাষণ ও নীচে স্বাক্ষর করিয়া খামে ভরিয়া অমর কুমারের হাতে দিয়া বলিয়া দিলেন, "আমার এই পত্রের উত্তর চাই।" অমর কুমার হুগলীতে রেজিষ্টারী আফিসের কাজ শেষ করিয়া পরে, টিফিনের সময়ে ব্রেট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। প্রথমে আড়দালী মহাশয়ের ফেরফারে দেখা না হওয়ার মত হ'য়ে উঠেছিল। তবে কার্ত্তিক বাবু পুলিসের চাক্‌রে, হুগলীর কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর বাবুর সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়া লইয়া পরে বলিলেন, ব্রেট সাহেবের আড়দালীদের বক্‌সিসের অত্যাচারে এই পত্র খানি সাহেবের নিকট পৌঁছিতেছে না, আপনি আপনার লোক দ্বারা এই পত্র খানা যদি অনুগ্রহ করিয়া পাঠান, তা হ'লে বড় উপকার হয়। ইনি কেবল সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করিবেন।

কোর্ট বাবু স্বয়ং পত্রখানি লইয়া সাহেবের আড়দালীর হাতে দিয়া বলিলেন "জল্‌দি এ চিঠি সাহেব কো পাস, পৌঁছায় দেও।" চিঠি চলিয়া গেল। সাহেব চিঠি পড়িয়া অমর কুমারকে ডাক দিলেন। অমর কুমার সাহেবের কাম্‌রায় প্রবেশ করিয়া সেলাম করিতে না করিতে, ব্রেট সাহেব বলিলেন, "Are you not the same youngman whom I sent to Mr. Alexander Yule, while at Alipur?

অ। Yes Sir.

স। Your name is Amar Coomar Bose perhaps.

অ। Yes Sir.

শা। Youngman ! I am very glad to see you, then how are you fareing on ?

অ। Sir, I commenced really a happy life, since my good stars placed me in your Honour's presence and have since been prospering uniformly, except a domestic calamity which has saddened my career, otherwise exceptionally bright and hopeful.

শা। What calamity, Amar Babu ?

অ। Sir, when you saw me first, I was then a married lad, and later on, I lost my wife. She has left a baby.

শা। You have not married again ? How long she is dead ?

অ। It is nearly a year and a half.

শা। Do marry and be happy again, I am very glad to see you. What is your present program.

অ। Sir, I am an inhabitant of this district, and I came to see my birth place which is only a few miles from the town. I intend to build a new house there.

সা। How are you prospering in Mr. Yule's business ?

অ। Sir, it is better known to him. I hold a very inferior position in his office, but since.——

সা। Stop stop, are you the same one who gained the auction-sale, I saw in the papers ?

অ। Yes Sir.

সাহেব তীক্ষ্ণ, তীব্র অথচ আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে অমর কুমারের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া পরে বলিলেন, "হামি টোমাকে বোলেনি ? টোমার ভাল হোবে ? A great good luck ! Go on honestly, and you will do much more in time to come. When you come here, see me. Good bye.

অ। Mr. Yule desired a line in reply to his short note.

সা। All right. Here you are.

Dear Uncle.

I must call him your boy. He came to see me. He was placed by Providence in fit hands and the result is brilliant. Nothing more at present. Only too glad now to keep quiet over your kind patronage shown to this young lad Amar Coomar, and more when we meet. Your

Charlie.

অমর কুমার পরদিন আফিসে আসিয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ব্রেট সাহেবের পত্র খানি দিলেন। পত্র পাঠে সাহেবের আনন্দ ধরে না। হাসিতে হাসিতে ইউল সাহেব বলিলেন, "Mr. Brett calls you my child" অমর বলিলেন,"I think, he was perfectly justified to make that remark" বড় সাহেব আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিতে অমর কুমারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "একটা সাহেবের একটা বাঙ্গালী ছেলিয়া হোলো।"

এইভাবে প্রায় একমাস কাল অতীত হওয়ার পর, সাহেব একদিন প্রাতঃকালে বাড়ীতে অমর কুমারকে ডাকাইয়া বলিলেন "টুমি ঐ চাকৃবি ছেড়ে ডেবে। বড় বাবুকে বোল্লে, অন্য কোন ভাল কাজে টোমাকে বসাইয়া ডিবেন।" অমর কুমার বলিলেন "মহাশয়, তা কিছুতেই হবে না। ঐ চাকরিই আমার লক্ষ্মী। আপনি আমাকে লক্ষ্মী ত্যাগ করিতে বলিবেন না।" সাহেব বলিলেন, "লক্ষ্মী কিস্‌কো বোলে?" অমর কুমার বলিলেন, "সৌভাগ্যকে (fortune), ধনসম্পদকে (wealth), লক্ষ্মী বলে। Goddess of wealth এর নাম লক্ষ্মী। আমার ঐ সামান্য চাকরিই উপস্থিত সৌভাগ্যের সুরু, কাজেই আমি ও চাক্‌রিটুকু ছাড়বো না।" সাহেব বলিলেন, "ও চাকৃরি টোমার সুরু না, সুরু হামার বাড়ীর চাক্‌রি। বাড়ীর চাক্‌রি আবি রাখটে চাও রাখ, ওটা টোমাকে ছোড়্‌টে হোবে, না ছোড়্‌লে, ভাল ডেখায় না। অমর কুমার বলিলেন, "তবে আপনি যেরূপ বলিলেন তাই হবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

অমর কুমার বৎসরের শেষে, হিসাব নিকাশের সময়ে স্থদের হিসাবে কয়েক হাজার টাকা পাইলেন। নূতন বৎসরে, ইউল সাহেবের যত্ন চেষ্টার ফলে, কোম্পানীর কলিকাতা ব্রাঞ্চের অংশীদার রূপে পরিগৃহীত হইলেন। অর্থাগমের সহজ পথ দিন দিন প্রশস্ততর হইতে লাগিল। অমর কুমার এখন ইউল সাহেবের দক্ষিণ হস্ত, আফিসে একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা। বড় বাবু মথুরানাথ দত্ত মহাশয়ও এখন অমরবাবুকে মান্য করিয়া চলেন, সময়ে সময়ে ভয়ও করিতে হয়।

অমরকুমার দেশে উত্তম পুষ্করিণী খনন করানর সঙ্গে সঙ্গে ইট পোড়াইয়া, পূর্ব্বে প্রস্তুত নক্সা অনুযায়ী, সুবৃহৎ অট্টালিকার স্থচনা করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে সদর বাটীতে পূজার দালান ও বৈঠকখানার ঘর প্রস্তুত হইতেছে। ক্রমে অন্দরমহলের ঘর দরজার স্থত্রপাত হইতেছে। একজন লোক কর্ম্মচারীরূপে সমস্ত কাজের পর্য্যবেক্ষণ ভার লইয়া সেখানে দিবারাত্রি বাস করে। সকল কাজ সেই দেখে, অমরবাবু, শনিবার বাড়ী যান। শনি রবিবার জ্যাঠাইমায়ের যত্নে আহারাদির কোন অস্থবিধা হয় না। কখন রবিবার সন্ধ্যায়, কখন সোমবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। দুই বৎসর পার হইয়া তৃতীয় বৎসরের মধ্যভাগে বাড়ী ঘর সমস্ত মনের মত প্রস্তুত হইয়া গেল। পুকুরের জল উত্তম হইয়াছে। অন্দর ও সদরে দুদিকে পাকা ঘাট। চারিদিকে আধুনিক ধরণের রুচিঅনুযায়ী সারিবন্দি বৃক্ষসকল অরায়, বাগানের সৌষ্টব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে, তাহার আভাস দিতেছে।

গোবিন্দ বাবু গৃহিণীর অনুরোধে নিজেদের ভদ্রাসন রক্ষায় ও সে সকলের সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন। অনেক দিন কলিকাতায়

বাস জন্য অবস্থার হীনতা নিবন্ধন বাড়ী ঘরের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সে সকলের মেরামৎ কার্য্য শেষ হইলে, গৃহিণী পুত্র কন্যাদের লইয়া বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে কেবল পূজার সময়ে বৎসরে একবার আসিতেন, গোবিন্দ বাবুর পিতার আমল হইতে বাড়ীতে পূজা হইত। তাঁহার কলিকাতা বাসে, পূজা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। কেবল নামমাত্র ঘটস্থাপন পূর্ব্বক তিন দিবস চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। এবার গোবিন্দ বাবু বাড়ীতে পূজার আয়োজন করিলেন। মনে মনে আশা করিতেছেন, পূজার সময়ে পিতা পুত্রে একটা মিলন সংঘটিত হইলে পর, পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। অমর কুমার পিতার পূজার অনুষ্ঠানে মাতৃসদনে পুনরায় তিন শত টাকা এক পত্রসহ প্রেরণ করিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন। কারণ অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন শরীর বিশ্রাম চাহিতেছে।

এ দিকে আগামী অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগেই, সরস্বতীর লোকান্তর গমনের পঞ্চম বর্ষ শেষ হইয়া ষষ্ঠ বর্ষের সূচনা হইবে। সুতরাং কার্ত্তিকচন্দ্র ও তদীয় মাতৃদেবী ঐ অগ্রহায়ণ মাসেই লক্ষীর বিবাহের আয়োজন করিবেন কি না, অমরকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অমরকুমার অনুষ্ঠানের স্বপক্ষে নিজ অভিপ্রায় জানাইয়া, কার্ত্তিকচন্দ্রকে তাঁহার মাতুলের সাহায্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া, তাঁহাকে বিবাহ সভায় উপস্থিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়া, ৫০৲ টাকা দিলেন।

পূজার সময়ে অমরকুমার সেই যে কাশী হইয়া প্রয়াগ, পরে তথা

হইতে দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করিয়া কানপুরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া পরে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে কার্ত্তিকের শেষ ভাগে, কার্ত্তিকচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার সাহায্যের প্রয়োজন জানাইয়া, বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করিতে বলিলেন। তদনুসারে কার্ত্তিকচন্দ্র ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করিয়া, অমরের ফিরিয়া আসার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময়ে অমরকুমার কার্ত্তিক মাসের বিংশ দিবসে কলিকাতার বাসায় উপস্থিত হইয়া, অপরাহ্নে শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী ও শ্যালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ও পুত্রটিকে ও তাহার পালিকাকে দেখিতে গেলেন।

সরস্বতীর ছেলেটি কার্ত্তিক মাসের প্রথমভাগে হেমন্তকালে হ'য়েছিল, তাই তাহার নাম রাখা হইয়াছে "হেমন্তকুমার।" বালক হেমন্তকুমার বাবা আসিয়াছে, আনন্দে আটখানা হইয়া, দৌড়িয়া বাবার কাছে গেল। বাসার চাকরের হাতে অনেক খাবার দেখিয়া খোকা দৌড়িয়া তাহার মাকে ও দিদিমাকে ডাকিয়া বলিতেছে, দেখ্‌বে এস, বাবা কত খাবার এনেছেন, ছেলের বাবা আসিয়াছেন সংবাদে লক্ষ্মী হর্ষবিষাদ বিমিশ্রিত একটা অভাবনীয় ও অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আক্রমণে অবসন্ন হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। সমস্ত শরীরে বিশেষ ভাবে মুখমণ্ডলে ঘর্ম্মবিন্দু সকল মুক্তা ফলে পরিণত হইল। অমরের আগমনে, সহোদরা-বিরহ ও নিজের সৌভাগ্য-সমাগম চিন্তার সংগ্রামে লক্ষ্মী অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন।

চতুর্থ-স্তর

অমর-ধাম

চতুর্থ স্তর

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বানুষ্ঠান

অমর কুমারের বিবাহের সংবাদ ক্রমে চারিদিকে আত্মীয় স্বজন-মণ্ডলে প্রচারিত হইতে হইতে গোবিন্দ বাবুর কর্ণগোচর হইল। গোবিন্দ বাবু এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যে অশনির আশঙ্কায়, ভীত চিত্তে কাল যাপন করিতেছিলেন, আজ সেই বজ্র নিকটস্থ হইয়াছে, বক্ষে পড়িবার আয়োজন করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

গোবিন্দ বাবু সর্ব্বাগ্রে অমরের ছোট মামা বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র আসিলে তাঁহাকে ইহার প্রতিকার

করিতে বলায়, তিনি বলিলেন, "অমর আপনার পুত্র, তাহার কাজের একটা ধারা ও রীতি পদ্ধতি আছে, সে বিষয়ও আপনার বুঝিতে বাকি নাই। সে এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করিয়া, নিজের ছেলেটিকে সেখানে রাখিয়া অবশ্যই একটা স্থির সিদ্ধান্তের পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাকে সে পথ হইতে ফিরাইবে কে?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন "তবে কি আমার এ মর্ম্মবেদনা কেহ বুঝিবে না?" ক্রমে গোবিন্দ বাবু অমরকুমারের কর্ম্মোন্নতি, অসঙ্গত সৌভাগ্যের অভ্যুদয়, বাড়ী ঘর করা, সে বাড়ী ঘরের নির্ম্মাণ কৌশল,সে সকলের পরিপাটী ব্যবস্থা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে, পুত্রের কর্ম্মনৈপুণ্য অনুভব করিতেছেন, আর এমন ছেলেটা তাঁহার উপদেশ ও আদেশের বাহিরে গিয়া পড়িবে, এই চিন্তা তাঁহায় অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় গোবিন্দ বাবু একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। গোবিন্দ বাবু পুত্রের জন্য, তাহার বিধবাবিবাহ নিবারণ জন্য, তাহাকে পরিজনবর্গের সম্পূর্ণ বশে রাখার জন্য, যতই ব্যাকুল হইতেছেন, ততই পুত্রের বিবিধ গুণমণ্ডিত প্রবল শক্তি ও উচ্চ সামর্থ্যের চিত্র তাঁহার নয়নসমীপে উজ্জ্বল আকারে প্রতিভাত হইতেছে।

গোবিন্দ বাবু যথন একবারে নিরুপায় ও বন্ধুবর্জ্জিত হইয়া নিজের ভীষণ একাকীত্বের আক্রমণে বিধ্বস্ত, ঠিক সেই সময়ে, জ্যেষ্ঠ শ্যালকপুত্র দেবেন্দ্রনাথ দেখা করিতে আসিলেন। এই দেবেন্দ্র নাথকে গোবিন্দ বাবু একদিন তীব্র তিরস্কারে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আজ সেই দেবেন্দ্রের আগমনও মিষ্ট-মধুর বলিয়া অনুভব করিলেন, এবং ঈষৎ আনন্দ প্রকাশের ভাবে

বলিলেন "তোমরা তবু গুরুজনদের কথা শুনে চ'লে থাক। আর এ কি হ'লো ?" অশ্রুপূর্ণ নয়নে গোবিন্দ বাবু পুনরপি শ্যালকপুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "এমন দুরন্ত ছেলে, একবার বাপের মুখের দিকে তাকাইবে না!"

দে। আপনি কি পুত্রের বিবাহ নিবারণ করিতে চান ?

গো। আমার ক্ষমতা থাক্‌লে, অবশ্যই আমি নিবারণ কর্‌তুম্‌। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক নিষেধ করা ছাড়া, আমার হাতে আর কোন উপায় ত নাই।

দে। কেন আপনি বলপূর্ব্বক নিবারণে কি নারাজ ?

গো। ছেলে বড় হ'য়েছে, এখন তাহার কাজ কর্ম্মের জন্য সে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী, তাহার পর শাস্ত্রেও বলে, বয়স্ক পুত্রের সঙ্গে বন্ধু ব্যবহারই প্রশস্ত। আমি কি বাধা দিতে পারি, আমার মনের মত না হ'লে, আমি ক্লেশ পাব, যাতনা ভোগ কর্‌বো, হৃদয় ভেঙ্গে যাবে, কিন্তু অশান্তি বৃদ্ধি করিতে যাব কেন ? দুঃখ কষ্ট ত এমনই অনেক আছে। আর বা'ড়য়ে কি হবে ?

দে। শুনেছি শুঁড়োর ডাক্তার মিত্র মহোদয় সেপক্ষে আছেন, বিদ্যাসাগরমহাশয়ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইঁহাদিগকে বলুন না ?

গো। তুমি আপনার জন, সে সময়ে তোমাকে ডাকাইয়া নিষেধ ক'রে ছিলুম। তুমিও শুনে ছিলে। আমি আমার আত্মীয় স্বজনদের নিকট, প্রয়োজন হ'লে, বল্‌তে পারি, কিন্তু তুমি যাঁদের নাম কর্‌লে, তাঁদের কাছে আমার চক্ষের জল ফেলে কি লাভ ? তাঁরা নাও শুন্‌তে পারেন।

দে। আমি আপনার হ'য়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে যাব? আপনি অনুমতি করেন ত যেতে পারি।

গো। গিয়ে কোন ফল হবে কি? তোমার ইচ্ছা হয়, যেতে পার, গেলে, বল্‌বে, আমি এ বিবাহের প্রস্তাবে মর্ম্মাহত। কিন্তু কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণের পক্ষপাতী নহি।

দেবেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলেন, এবং অপরাহ্নে বিদ্যাসাগর সদনে উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্তাবিক বিবাহের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক হইলেও, তিনি পিতৃমাতৃবিরোধী নহেন, কাজেই অমরের বাবার এরূপ মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত কাতর, ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার সময়ে দেবেন্দ্রকে পাঠাইয়া কার্ত্তিক-চন্দ্রকে ও অমর কুমারকে ডাকাইলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র ও অমরকুমার উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা যে কাজে অগ্রসর, তাতে আমার ষোল আনা সহকারিতা সত্বেও, আমি বিবাহে উপস্থিত থাকৃতে পার্‌বো না, কারণ দেবেন্দ্রবাবুর বাচনিক শুন্‌লুম্ যে অমরের বাবা গোবিন্দ বাবু এই বিবাহ সংবাদে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, চক্ষের জল ফেলিতেছেন। আমি প্রত্যেক সৎ কাজের পক্ষপাতী, কিন্তু মা বাপের চোখের জল আমার অসহ্য, আমি কেবল ঐ একটি কাজে লোকের পরম শত্রু। মাবাপের প্রাণে যারা ক্লেশ দেয়, আমি তাদের নরাধম পশুর মধ্যে গণ্য করি। এখন তোমরা যা হয় কর। আমি বাপের বিরুদ্ধে ছেলের কাজে সহায়তা করিব না। এটি আমাকে দিয়ে হবে না।

কা। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এ বিবাহে উপস্থিত থাক্‌বেন ব'লেছেন।

বি। রাজার রাজা স্বয়ং প্রজাপতি উপস্থিত থাক্‌লেও, আমি থাক্‌বো না।

তিনজনেই ছেলে মানুষ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া স্পষ্ট কথা বলিতেও কাহারও সাহসে কুলাইতেছে না। অনেকক্ষণ সকলে নীরবে থাকিয়া অমরকুমার শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন "আমাদের আশা ভরসা আপনি।"

বি। এ বিবাহে আমার আগ্রহ করে নাই। আমি বিবাহের পর দিন প্রাতঃকালে গিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিব।

কা। মিত্র মহাশয় জানেন, আপনি বিবাহ সভায় উপস্থিত থাক্‌বেন, আর তিনি সে সময়ে আপনার এই বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টার জন্য আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া আলিঙ্গন করিবেন বলিয়াছেন। আমাদের সকল আয়োজন যে ব্যর্থ হয়।

বি। তিনি ইঙ্গরেজীনবিসী পণ্ডিত লোক। তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অত্যধিক পক্ষপাতী। আমিও তাই, কিন্তু আমি মা বাপ বিরোধীর পরম শত্রু। আমি "অর্ডার ও প্রোগ্রেসের" (Order and Progress) দলের লোক। মা বাপ বজায় না রাখ্‌লে আমাদের দেশের সমাজ নষ্ট হ'য়ে যাবে। ভারতবর্ষের সমাজ 'মাতৃপিতৃ পূজার' উপর প্রতিষ্ঠিত।

সকলের আগে অমরকুমার কথাটার তাৎপর্য্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, কারণ তাঁহার স্বভাব চরিত্র, শিক্ষা দীক্ষা, বুদ্ধি

বিবেচনা ও পুরুষানুক্রমিক ধারণাশক্তি, সম্পূর্ণরূপে ঐ ছাঁচে গঠিত। তাই অমরকুমার স্বভাবতই পিতৃমাতৃভক্ত এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণের একবারেই পক্ষপাতী নহেন। এখন নিরুপায় হইয়া তিনি সাশ্রুনয়নে বিদ্যাসাগর পানে তাকাইয়া বলিলেন, তবে আপনিই আমার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করুন।

বি। তুমি আমায় সঙ্গে নিয়ে চল, আমি যেতে, আর তাঁহার মত হউক আর না হউক, তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

অ। আমি যাব না। আমার এখনও তাঁহার সম্মুখে যেতে বিলম্ব আছে। ইঁহারা দুই জনে আপনাকে নিয়ে যাবেন।

বি। আচ্ছা। তবে কাল প্রাতঃকালে সাতটার সময়ে এক খানি গাড়ী লইয়া একবারে আমার এখানে উপস্থিত হইবে, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।

সকলের প্রস্থান।

দেবেন্দ্র বাবু সেই রাত্রিতেই গোবিন্দ বাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা পর পর বলিতেছেন। আর গোবিন্দবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃমাতৃ ভক্তির ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া অশ্রু জলে বক্ষ ভাসাইয়া দিতেছেন। সকল কথা শেষ হইলে, একটা বৃহৎ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গোবিন্দ বাবু বলিলেন "এ মানুষ, না দেবতা!" দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন, "দেবতাই!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ-সম্ভাষণে

পর দিন প্রাতঃকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় অমরকুমারের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। গোবিন্দ বাবু পুত্র কন্যাগুলিকে পরিষ্কার কাপড় পরাইয়া গৃহিনীসহ বিদ্যাসাগরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আসিবামাত্র গোবিন্দ বাবু পদধূলি লইতে না লইতে, তাঁহার গৃহিনী গলবস্ত্রে দেশপূজ্য সাগরচরণতলে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে না করিতে, ছোট বড় ছেলে মেয়েগুলি এক এক করিয়া মাতৃ অনুকরণে প্রণাম করিল। গোবিন্দ বাবু দেব সমাগমে ধন্য বোধ করিয়া ভক্তি ভরে তাঁহাকে বাহিরের ঘরে বসাইলেন। কার্ত্তিকচন্দ্র ও দেবেন্দ্র বাবু নিকটে বসিয়া রহিলেন।

বি। (গার্হস্থ্য জীবন যাপন সম্বন্ধে নানা প্রশ্নোত্তরের পর) কি কি কারণে আপনি বিধবা বিবাহের বিরোধী, সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক না করিয়া, কেবল এই একটা কথা বলিতে চাই যে, রাজা রাধাকান্ত দেব হইতে আরম্ভ করিয়া আপনার মত লোকে দেশ পূর্ণ হইয়া আছে। আপনার তন্ত্রের লোকের অভাব নাই। দৈবক্রমে আপনার বংশে একটা ব্যাটাছেলে জন্মেছে, তাকে ভেঙ্গেচুরে মেয়েছেলেতে পরিণত ক'রে কি লাভ। দেশে পুরুষ মানুষ বেশী নাই।

কর্ত্তব্যবোধে সাহসের কাজে অগ্রসর হয়, এমন দু'দশটা ছেলে থাক্‌লে. দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়। তা সে অবস্থা নষ্ট ক'রে কি লাভ ?

গো। (অনেকক্ষণ নীরবে নত মস্তকে অপেক্ষা করিয়া) ঐ ছেলে ও পুত্রবধূকে গ্রহণ করিতে হইলে, আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। আর নানা কারণে ঐ ছেলের প্রাথমিক জীবনে কর্ত্তব্যের অনুরোধে কঠোর ব্যবহার করিয়া, দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরিয়া, প্রাণে যে যাতনা অনুভব করিতেছি, তারপর এ বিবাহ হইলে, তাহার প্রতি কতকটা পিতৃ-ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইব না, এই ভয় ও ভাবনা আমার অন্তরে দাবানল জ্বালিয়াছে, আমার চক্ষে তাই এ বিবাহ বৃহৎ বি[illegible]। এটা আমার অসীম যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে, এখন আমি কি করি? আপনি যখন দয়া করে দর্শন দিয়াছেন, তখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা করুন। আপনিই আমার দেবতা, (বলিতে বলিতে চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন।)

বি। বিবাহ হওয়া না হওয়া, আমার হাতে নহে। ইহারা সকল আয়োজন করিয়া আমাকে সংবাদ দিয়াছে। আমার দীর্ঘ জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে, দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হ'য়েছে। কোনও কারণে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধ, সুতরাং সে কাজ আমার দ্বারায় হইবে না। আমি কেবল আপনার চোখের জল স্মরণ ক'রে এ বিবাহে উপস্থিত থাক্‌বো না, এই পর্য্যন্ত করিব। আপনি না বলিলে, আমি এ কাজে অগ্রসর হবো না।

গো। বিবাহ যদি বন্ধ না হয়, তবে আপনার উপস্থিত থাকা

না থাকার মূল্য ও মর্য্যাদার তারতম্য যে অনেক বেশী। আমি আমার পুত্রের কাজে অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ও বিরোধী, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার ক্ষতি করিতে সম্মত নহি। আপনি উপস্থিত না থাক্‌লে যে তাহার মর্য্যাদার হানি হবে। আমি তাহার উপর হাজার বিরক্ত থাকিলেও, সে যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা মর্য্যাদাহীন হবে, পিতৃহৃদয় এরূপ ইচ্ছা পোষণ করে না।

বি। তবে আপনি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন। পরে আমাকে যেমন বলিবেন, আমি সেইরূপ করিব। এখন এ বিবাহে আমার উপস্থিত থাকা না থাকার প্রস্তাব স্থগিত রহিল।

গো। আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরু পুরোহিত

ক্রমে কার্ত্তিক মাস শেষ হইল। অগ্রহায়ণ মাসেরও দুই তিন দিন হইয়া যায়। বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতৃদেবী সহোদরকে সংবাদ দিয়াছেন। অগ্রহায়ণের প্রারম্ভেই একদিন রাত্রে কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতুল হরমোহন বসু আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্রের পুরোহিত ঠাকুরকেও সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। তিনিও আসিয়াছেন। তিনি আসিয়া শুনিলেন যে কার্ত্তিকচন্দ্রের বিধবা ভগ্নী লক্ষ্মীর পুনরায় বিবাহ হইবে। তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া স্থান ত্যাগের ব্যবস্থা করিতেছেন, খুব বিরক্ত হইয়া অনেকগুলি অভিধানবর্জ্জিত মধুর ভাষা ব্যবহার করিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের চৌদ্দপুরুষের সংবাদ লইতেছেন এবং পরাশরের পারলৌকিক বিভ্রাট ঘটাইয়া, মনুর পিণ্ডদানে উদ্যত, এমন সময়ে হরমোহন বাবু বলিলেন, "এত গরম হ'লে চল্‌বে কেন? আপনার প্রধান যজমান বিবাহ সভায় উপস্থিত থাক্‌বেন।" মিত্র মহোদয়ের নাম শুনে দেবতা উগ্রভাব ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ সে বাড়ীতে বার মাসে বেশ দশ টাকা প্রাপ্তি আছে। হরমোহন বাবু বলিলেন, "তাঁকে কি আপনি ত্যাগ কর্‌বেন?"

ব্রা। তাঁর এ দুর্ম্মতি কেন হ'লো? আর তোমাদেরই বা এ কুবুদ্ধি কেন হ'লো?

হ। সে কথা স্বতন্ত্র। কেন হ'লো, তা আপনাকে বুঝাইয়া কাজ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এখন আপনি ইহাদের ত্যাগ করিতে চান ত আজ এখনই বলুন। আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পুরোহিত ঠিক করিয়া দিতে বলি। অবশ্য আমাদের কাজ বন্ধ থাক্‌বে না।

ব্রা। পাত্র কোথাকার?

হ। হুগ্‌লী জেলায় মালঞ্চের গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরকুমার।

ব্রা। যার সঙ্গে কার্ত্তিকের ছোট বোনের বিয়ে হ'য়েছিল, সেই?

হ। হ্যাঁ সেই পাত্র। সেও এখন আর যে সে লোক নয়। পরে দরকার হ'লে সে ঘরও হস্তগত হ'তে পারে।

ব্রা। কেন? তার কি হ'য়েছে?

হ। এখনও ভেবে দেখুন, সে এখন লক্ষপতি, তারপর তার কাছে থাক্‌লে, সে সহৃদয় ব্যক্তি, পরে প্রতিপালনও কর্‌তে পারে।

ব্রা। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বটে, সে ছেলে ভাল। প্রাণ আছে। তা না হ'লে কি, এত বড় কাজে সাহস হয়?

হ। সে সব থাক্। আপনার আট্‌কায় কোথায়?

ব্রা। কাজে কোথাও ত আট্‌কাচ্চে না, আটকাচ্চে দাদার

ভয়ে। দানিয়াড়ী দাদা একবারে একঘরে ক'রে এক পাশে ঠেলে রাখ্‌লে, মারা যাব যে।

হ। তবে ত আপনাকে মিত্র বাড়ীও ত্যাগ কর্‌তে হবে?

ব্রা। ওরূপ স্পর্শদোষে আসে যায় না। এখন উপায় কি?

হ। আপনি এখন এই পঞ্জিকা লইয়া, প্রথম রাত্রিতে লগ্ন, এরূপ একটি উত্তম দিন দেখে দিন দেখি। ও সব পরের কথা, পরে হবে। আমরা আমাদের এ বিবাহে কন্যাপক্ষের পুরোহিতকে গরদের জোড় আর পঁচিশ টাকা দক্ষিণা দিব। যার বরাতে আছে, তিনি তাহা গ্রহণ কর্‌বেন। আমাদের এখন আর ও সব ভাব্‌বার অবসর নাই।

পুরোহিত ঠাকুর হরিহর ভট্টাচার্য্য মহাশয় পঞ্জিকা লইয়া দু'চারিবার এ দিক ও দিক নাড়া চাড়া করিয়া ১৫ই অগ্রহায়ণ উত্তম দিন বলিয়া নির্ব্বাচন করিলেন। লগ্ন একটা গোধূলিতে, আর একটা রাত্রি দশ টার পর এগারটার মধ্যে। উভয়ের মধ্যে প্রথম লগ্নই প্রশস্ত। কার্ত্তিকচন্দ্রের মা পুরোহিত ঠাকুরকে দিন দেখার জন্য পাঁচটি টাকা সম্মুখে ধরিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে টাকা কয়টির দিকে তাকাইয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন, "বিধাতা তোমাদের মঙ্গল করুন। তা দেখ, হরমোহন বাবু। পরাশরের ব্যবস্থা কলিযুগে অচল বলিয়াই যা কিছু আপত্তি, তা না হ'লে, এ কাজ খুব ভাল।" হরমোহন বাবু বলিলেন, "দেখুন এই ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল আপনারাই করিয়া রাখেন। আপনাদের দোষেই দেশ নেবে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ জাতির মর্য্যাদা নষ্ট হ'য়ে গেল।

এখন সাহসে কুলায় ত, এ কার্য্যে অগ্রসর হবেন। পারুন, আর নাই পারুন, আগামী কল্য অপরাহ্নে আসিয়া একটা সংবাদ দিয়ে যাবেন। আপনি না পার্‌লে, অন্য ব্যবস্থা কর্‌বো।

হরমোহন বাবু বরসজ্জা, বরাভরণ, দান সামগ্রী ইত্যাদিতে কি ব্যয় পড়িবে, কন্যাকে অলঙ্কারাদি কি দিতে হবে, লোক জনের আহারাদিতে কি ব্যয় পড়িবে ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত ঠিক করিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, সর্ব্বত্র মুখে মুখে নিমন্ত্রণ করা হইবে। কার্ত্তিকচন্দ্র একাকী ঐ কাজ শেষ করিবেন। আমি আগামী কল্য আসিয়া একটা নামের ফর্দ্দ ক'রে দেবো, নিমন্ত্রণ সেইমত হবে।

পুরোহিত ঠাকুর পরদিন অপরাহ্নে আসিয়া জানাইলেন যে, এ বিবাহে তিনি পৌরোহিত্য করিতে পারিবেন। তবে কার্ত্তিকের বাবার গুরুদেব শ্রীরাম শিরোরত্ন উপস্থিত থাক্‌লে উত্তম হয়। গুরুদেবের গৃহ কলিকাতার উত্তর প্রান্তে। হরমোহন বাবু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং তাঁহাকে উপস্থিত রাখিতে পারিলে, কাজটি সর্ব্বাংশেই সুন্দর হয়।

হরমোহন বাবু আসিলেন এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধ মত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাগ্‌বাজারে গুরুগৃহে গমন করিলেন। গুরুদেব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা শাস্ত্র সম্মত, সে বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার লোক দেশে নাই। এখন বিধবাবিবাহ দেশাচার বিরুদ্ধ মাত্র। আবশ্যক হইলে আমরাই ইহাকে আচারসম্মত করিয়া লইব। আমি বিবাহে সভাস্থ হইব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পত্রালাপ

অমর কুমারের বাবা গোবিন্দ বাবু দুই তিন দিন নিয়ত চিন্তা করিয়া, একটা পরিষ্কার মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজ অভিপ্রায় জানাইতে আর অধিক বিলম্ব করাও অবিধেয় বোধে, যতদূর সম্ভব আপনার হৃদয়ের অবস্থা বিবৃত করিয়া একখানি পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই সেই পত্র :—

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

শ্রীশ্রীচরণেষু—

অসংখ্য কোটী প্রণামপুরঃসর শ্রীচরণে নিবেদন, আপনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাহার পর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের বাক্যই বেদ বলিয়া পরিগৃহীত। যদি সে কথা সত্য হয়, তবে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের বাক্যই সে সম্মানের যোগ্য এবং সেইদিক দিয়া আপনার ব্যবস্থা সামাজিকগণের ক্রিয়া কলাপে আদেশ বলিয়া—"বেদ বাক্য" বলিয়া, স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমি শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও এবং আপনার সঙ্গে শাস্ত্রবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, আপনার ব্যবস্থাই ব্যবস্থা বলিয়া নত মস্তকে স্বীকার

করিতাম, কিন্তু আমি শাস্ত্রজ্ঞ নহি, সুতরাং আপনার আদেশই আমার শাস্ত্র, বেদ, বিধি, ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

সে দিন যে কঠোর সত্য কথা বলিয়া আপনি আমাকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য, রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর হইতে আরম্ভ করিয়া আমি পর্য্যন্ত, সকলেই দেশের একটা প্রচলিত সংস্কারের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণে সাহসী নহি। আর সে সাহস না থাকাই উচিত। সংসারে চির দিনই একশ্রেণীর লোক, পরিচালক ও অপর শ্রেণী পরিচালিত। পরিচালক ব্রাহ্মণ, আর অন্যান্য সকল বর্ণের লোক পরিচালিতের দলে থাকিলেই সমাজের কল্যাণ হয়। যে পরিমাণে এ দেশে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে, ঠিক সেই পরিমাণে সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আমি কিন্তু এখনও আত্মীয় স্বজন মণ্ডলে আবদ্ধ সামাজিক জীব; এবং সেই কারণে এই প্রস্তাবিত পাত্রীর অন্যত্র আমার কোন আত্মীয় স্থলে বিবাহ প্রস্তাবে বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি, এখন নিজ পুত্রের এরূপ প্রচলিত সংস্কার বিরুদ্ধ কার্য্যের, ইঙ্গিতেও পোষকতা করিয়া, অধম আচরণের পরিচয় দিতে ঘৃণা বোধ করি।

অমর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সূতিকাগারে মাতৃহীন হয়। ইহাকে বাল্য কালে বাগে রাখিতে না পারায় ক্রমে শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

জেদের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমে নিজেকে খুব বিপন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, আমি ক্ষুণ্ণ মনে ও কাতর হৃদয়ে তাহার সঙ্গে সেই

অল্প বয়সেই সকল সংস্রব ত্যাগ করি, কিন্তু সত্য কথা এই যে, আত্মজ ত্যাগ কখনও সম্ভবপর নহে, তাই ত্যাগ করিয়াও ত্যাগ করিতে পারি নাই। এখনও ত্যাগ করি নাই। ছেলে বেয়াড়া ও খোকাল হইলে, যেমন অনেক বিষয়ে অনিষ্ট হয়, আবার ঐরূপ জেদাল ছেলে দৈবযোগে সুপথে পরিচালিত হইলে, তাহার দ্বারা অশেষবিধ কল্যাণও সাধিত হইয়া থাকে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও তাহাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে আপনি ভারতবর্ষের হিমালয়। আপনারই হৃদয়-কন্দরনিঃসৃত গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি অসংখ্য নদনদীর সুনির্ম্মল প্রেম-বারি প্রবাহে দেশ আজ সিক্ত হইয়া ধন্য হইতেছে, কত শত লোকের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের আয়োজন আপনার পবিত্র করে অর্পণ করিয়া, ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহার দর্শন করিয়া বিধাতা স্বয়ং সন্তুষ্ট। সুতরাং যে হাতে দেশের অসংখ্য দুঃখী কাঙ্গাল আশ্রয় লাভ করিয়া জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করিতেছে, আমি এক্ষণে আমার ঐ মাতৃহীন পুত্রের পিতৃমাতৃসম্বন্ধ-সূত্রে আমার অধিকার ও তজ্জাত কর্ত্তব্য সম্পাদন ভার, আপনার সেই হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই। পুত্র এই বিবাহে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকিলে, আপনার সম্মুখে সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার মূল্য কত অধিক, তাহা বিচার করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন।

সেবক শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস বসু।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া অপরাহ্নে যখন অজস্র ধারে অশ্রুপাত করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে, কার্ত্তিকচন্দ্র ও দেবেন্দ্র নাথের সঙ্গে অমর কুমার আসিয়া উপস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুমোচন করিয়া পত্র খানি অমর কুমারকে পাঠ করিতে দিলেন। বামে কার্ত্তিকচন্দ্র ও দক্ষিণে দেবেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া একত্র পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সাগরের তরঙ্গাঘাতে অমর পূর্ব্বেই বিচলিত চিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে পত্র পড়িতে পড়িতে, দরবিগলিত ধারায় অমরের গণ্ড প্লাবিত হইয়া বক্ষাবরণ সার্ট সিক্ত হইতে লাগিল। অমর কুমার পত্র পাঠ শেষ করিয়া বিদ্যাসাগর চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, আমাকে আপনারই রক্ষা করিতে হইবে। আপনার উপদেশে ততোধিক আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সকল বিঘ্ন বিদূরীত হইবে এবং আপনার উপদেশে চলিলে, আমি পিতৃমাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইব না। বিদ্যাসাগর সস্নেহে উঠাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাই হবে।"

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু

মহাশয় সমীপেষু—

আপনকার প্রেরিত পত্র খানি যথা সময়ে হস্তগত হইয়াছে। আমি আপনকার মনোভিলাস পরিপূরণে সম্যক সক্ষম হইলে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু নিরুপায়। দেখিতেছি আপনকার পুত্রের বিবাহে আমার উপস্থিত থাকায় আপনকার বিশেষ আপত্তি

নাই। প্রকারান্তরে আপনি আমার উপস্থিত থাকার স্বপক্ষেই নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আরও দেখিতেছি যে ঐরূপ ভাবে সমর্থন ভিন্ন, আপনি আর কিছুই করিতে পারেন না।

যতদূর বুঝিতেছি, তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে, আপনকার পুত্র ও পুত্রবধূ আপনাদের সুখের কারণ হইবেক; কোনও কারণে ইঁহারা সহজে অপ্রিয় হইবেন না। পাত্রীটিকে আমি সে দিন দেখিয়া আসিয়াছি। কন্যাটি লক্ষণাক্রান্তা, সুশীলা ও কর্ম্মক্ষমা।

লোকে বলিতেছে, ঐ কন্যার সঙ্গে বিবাহ ধার্য্য হওয়ার পরদিনই আপনকার পুত্রের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। কন্যাটি রূপে গুণে লক্ষ্মী সদৃশী, নামেও লক্ষ্মী। এরূপ কন্যা আপনকার গৃহে সৌভাগ্যের কারণ হইবেক, ইহাই আমার বিশ্বাস।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ—
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সভা

কার্ত্তিকচন্দ্রের সদর বাটীতে পশ্চিমদিকে একটি নূতন বৃহৎ বৈঠকখানা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ ঘর সুন্দর সজ্জিত। পুষ্পোদ্যানের মধ্যভাগে সভামণ্ডপ রচিত হইয়াছে। কার্ত্তিকচন্দ্রের পৈতৃক গুরুপুরোহিত উপস্থিত। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় হরমোহন বাবুর সঙ্গে বিবাহ বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পল্লীর নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত অনেকে বিবাহ দেখিতে আসিয়াছেন। অমরের বাসার সমস্ত লোক এবং অনেকগুলি সমবয়স্ক আত্মীয় স্বজন বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছে।

বিবাহ আরম্ভ হইয়াছে, এমন সময়ে, ইউল সাহেব সপরিবারে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহ দেখিতে আসিলেন। সকলে শশব্যস্তে সাহেবের অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেব দেশের দুইজন বড় লোককে বিবাহ সভায় উপস্থিত দেখিয়া ও তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া গভীর আনন্দ অনুভব করিলেন।

ইউল সাহেব ও তাঁহার গৃহিণীকে সকলে মিলিত হইয়া সাদর

আপ্যায়নে আহার করাইলেন। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা বিবাহান্তে আহারাদি করিয়া সকলে একে একে চলিয়া যাইতেছেন। পল্লীর যাঁহারা আহারে সাহসী, তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করান হইল। গুরুদেব ও পুরোহিত ঠাকুর গরদের জোড় ও স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে ২৫৲ ও ২০৲ টাকা প্রণামী পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন।

বরকন্যাকে নূতন গৃহে উঠাইয়া পল্লীমহিলারা বহুক্ষণ নানা প্রকারে আমোদ আহ্লাদ করিলেন। পল্লীমহিলাগণ অনেকেই পূর্ব্ব হইতে শুনিয়াছিলেন, কার্ত্তিকদের বাড়ীর জামাই খুব ভাল গান করিতে পারে। সকলে অসঙ্গত পীড়ন আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে এই নূতন সৌভাগ্যোদয়ে অমর কুমার ও লক্ষ্মী আবার নূতন জীবনের পথে পা দিয়াও, আজ এই আনন্দের দিনে শোক-কাতর, সুতরাং নীরব, তাই নিতান্ত বিসন্নভাবে সকলের নিকট অমর কুমার কর জোড়ে বিনয় সহকারে বলিলেন, "আপনাদের অনেক হুকুম তামিল ক'রেছি, আজ আর না। কড়ি খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া এক পাতে পর্য্যন্ত আপনারা খাওয়াইলেন, আমার হাত দিয়া কনেকেও খাওয়াইলেন। আজ আর না, ক্ষমা করুন। মনের অবস্থা ভাল নয়। আমি অন্য দিন আপনা-দিগকে গান শোনাব, আজ না।" লক্ষ্মীর এক পল্লী-সখী অগ্রসর হইয়া বলিল "আচ্ছা মনের অবস্থা ভাল না হয়, নিধুর টপ্পা নাই হবে, একটা শ্যামা বিষয় কি একটা হরিনাম ত হ'তে পারে, সে ত সব সময়েই হয়, তাতে ত আট্‌কায় না। লক্ষ্মী জামাই বাবু, একটা

গান। তোমার গানে, তোমার গলার স্বর শুনে নাকি, শূরে নরে স্তম্ভিত হয়, অপ্‌সরারা ছুটাছুটী করে, রাগরাগিণী নাকি তোমার কণ্ঠে নিত্য বিরাজ করে, লক্ষ্মী জামাই বাবু, একটা গান।" শেষে লক্ষ্মীর গালে একটা ঠোনা মেরে, সখী শৈলজা বলিল, "হাঁ রে, আজ কি অমন মুখ ভার ক'রে বোসে থাকে, তোর বরকে একটা গান করতে বল্‌ না। গান না শুনে আজ উঠবো না।" চারি বৎসর পূর্ব্বে সেই একদিন অপরাহ্নে অমর কুমারের সঙ্গে লক্ষ্মীর চারি চক্ষে শুভদৃষ্টি হ'য়ে ছিল। তাহার পর এ পর্য্যন্ত বাক্যালাপ বা ভাল রকমে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সে আজ কেমন ক'রে কোন কথা বলে? সে চুপ করিয়া রহিল।

অবশেষে অমর কুমার বাধ্য হইয়া "শ্যামা শ্যাম, শিব রাম ঐ, নাম বড় ভালবাসি," এই সর্ব্বতন্ত্রের মিলন সঙ্গীতটি শুনাইয়া দিলেন। সকলে আনন্দিত অন্তরে জামাইএর অপূর্ব্ব গান ও কণ্ঠ স্বরের প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

অমরনন্দন হেমন্তকুমার সমস্ত দিন দৌড়াদৌড়ী করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাড়ীতে জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, এখন দিদিমায়ের হাত ধরিয়া বাহিরের নূতন ঘরে পিতৃমাতৃ সদনে উপস্থিত হইবামাত্র অমরকুমার পুত্রের হাত ধরিয়া নিজের ক্রোড়ে বসাইয়া চুম্বন দিলেন। দীর্ঘকাল পরে এই তাঁহার উত্তম আদর। ছেলেকে লক্ষ্মীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মীও বালকের মুখে চুম্বন দিয়া মাতৃচরণ বন্দনায় অগ্রসর হইল।

অমরকুমার নীরবে কার্ত্তিকচন্দ্রকে বক্ষে ধারণ করিতে না করিতে, উভয়ের চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হইল। গৃহিণী গভীর মনস্তাপে হায় হায় করিতে করিতে আক্ষেপভরে বলিলেন, "হায়, আজ যদি সে থাক্‌তো, না হয় সতিনের ঘরই হ'তো, তাতেও এত দুঃখ হ'তো না। এ আনন্দের দিনে, এ সুখের দিনে, সে দুঃখের স্মৃতি এত জ্বালায় কেন?" লক্ষ্মীও দাদাকে প্রণাম করিল। খোকা হেমন্তকুমার বাপ্-মায়ের চোখে জল দেখিয়া, ততোধিক বাপ্‌মায়ের নূতন পোষাক দেখিয়া অবাক হ'য়ে মায়ের কাছে ব'সে আছে। লক্ষ্মী যে তার "মায়ের বোন্ মাসী কাদায় ফেলে ঠাসি"; এ তত্ত্ব এখনও তাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। লক্ষ্মীর সাবধানতায়, ততোধিক তাহার অকৃত্রিম স্নেহ মমতার ফলে বালক লক্ষ্মীকেই তাহার মা বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে।

কার্ত্তিকচন্দ্র লক্ষ্মীর গলায় একছড়া বহুমূল্য নেক্‌লেস দেখিয়া, তাহার নির্ম্মাণ কৌশল ও মণিমুক্তার সংস্থান পরিপাট্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে দিলে?" অমর বলিলেন, "ইউল সাহাবের মেম্ যাবার সময়ে চুপে চুপে কি কথা কহিয়া গলায় পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদত্ত কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণকঙ্কণ উদরে সধবার চিহ্ন "খাড়ু" ধারণ করিয়া লক্ষ্মীর বামকরে বিরাজ করিতেছে। অমরকুমারের বাসার বন্ধুরা ও আত্মীয় স্বজন-দের সমবয়স্কগণ নানাবিধ উপহার দিয়াছেন, সে গুলিও কার্ত্তিক বাবুর প্রদত্ত খাট, শয্যা ও অন্য দান সামগ্রীর পার্শ্বে স্বতন্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে রাত্রি অনেক হইয়া গেল। গৃহিণী খোকাকে লইয়া কিছু

আহার করাইয়া তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। বিগত দুই তিন বৎসর ঐ দিদিমায়ের শয্যাই তাহার শয়নের স্থান হইয়াছে। বালকের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু অধিক রাত্রি হওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িল। কার্তিকচন্দ্রের মামা ও মামার বাড়ীর সকলে রাত্রি প্রায় ২ টার সময়ে সকল কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

অমরকুমার ও লক্ষ্মী যেমন বসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বসিয়া বহুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। আজ সরস্বতীর জন্য উভয়েরই চক্ষে জল ও অন্তরে বেদনা।

রাত্রি প্রায় চারিটার সময়ে অমরকুমার বলিলেন "একটু শোও, আর কতক্ষণ বোসে থাকবে?"

ল। (মস্তক আরও নত করিয়া) আমি বেশ আছি, কোন ক্লেশ নাই। আপনি শয়ন করুন।

অ। "আপনি" কি কথা। আমি কোনও দিন তোমার "আপনি" ছিলুম না? পুনরায় "আপনি" বল্লে আমি খুব কষ্ট পাব। প্রথম সম্ভাষণেই গোলযোগ?

ল। (ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া) এতদিন সরস্বতীর স্বামী, আমার ভগ্নীপতি ছিলেন, আজ আমার জীবনের দেবতা—জীবনের রাজা—জীবনের সর্ব্বস্ব ধন, "আপনি" ছাড়া আর কোন সম্ভাষণ আসিতেছে না, কি করিব? এই ভাবে এই শয্যার এক পার্শ্বে বসিতে পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। ইহা আমার বহু জন্মের তপস্যার ফল। সত্যই আজ সে থাক্‌লে কি সুখের হ'তো!

অ। যে দিন আমার তোমাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা মঞ্জুর করিয়া ছিলে, তার পরদিনই আমার সৌভাগ্যের অভ্যুদয়, সুতরাং তুমি আমার ভাগ্যলক্ষ্মী, আমার গৃহ দেবতা, তুমি "তুমি" ব'লে সম্ভাষণ না কর্‌লে এখনই রাগ করে চলে যাব।

ল। পারেন যান্‌। সরস্বতী আপনাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিত?

অ। ঘরে, 'তুমি' আর বাহিরে তোমাদের সম্মুখে সম্মানসূচক 'তিনি, তাঁহার' ইত্যাদি বলিত, তুমিও তাই কর। অন্যের সম্মুখে যদি আমার সঙ্গে কথা কহিবার সময়ে "আপনি" বল আপত্তি কর্‌বো না। আমি চাই, তুমি আমার সরস্বতী হও।

ল। আচ্ছা তাই হবে, আমি যখন যখন আপনার সরস্বতী হবো, তখন 'তুমিই' বলিব। আর অন্য সর্ব্বত্র লক্ষ্মী আপনাকে 'আপনি' বলিবে। আর আজ যদি আপনাকে 'তুমি' বলাইতে চান্, তবে আগে আপনি সেই দাদার বিছানায় প্রথম পা ঝুলাইয়া বসার মত বসুন। সরস্বতী আসিয়া যেমন ভাবে আপনাকে প্রনাম ক'রেছিল, আমিও আজ ঠিক সেই ভাবে আপনাকে বসাইয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লই?

"ঘরে তোমারই ইচ্ছাপূর্ণ হউক" বলিয়া অমরকুমার পূর্ব্বের ন্যায় পা ঝুলাইয়া বসিলেন। লক্ষ্মী উঠিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইতে না লইতে, অমরকুমার লক্ষ্মীকে সাদরে নিকটে বসাইয়া—বামহস্ত লক্ষ্মীর স্কন্ধে স্থাপন ও দক্ষিণ হস্তে লক্ষ্মীর চিবুক ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "কার্ত্তিক বাবুর বাড়ীর ঝি! আজ

তোমার সেই প্রথম দিনের "ফুলশয্যা" রচনার পুরস্কার লইবার দিন, কি নেবে বল? লক্ষ্মী নীরবে একটি বার অমর কুমারের সেই পদ্মপলাশলোচনে দৃষ্টিপাত করিতে না করিতে, আপনার 'স্বতন্ত্র সত্ত্বা হারাইল। অমরকুমারের স্পর্শোল্লাসে অননুভূতপূর্ব্ব নব জীবনের উষার সুমন্দ বায়ু হিল্লোলসহ পক্ষীকুলের কাকলির "কড়ি ও কোমল" "কর্কশ ও মধুর" "তীব্র ও মৃদু" ঝঙ্কারে লক্ষ্মী শান্ত, সমাহিতচিত্ত ও অবসন্ন কলেবরে শয্যায় শয়ান রহিল। অমরকুমার বাহিরে চলিয়া গেলেন। নিকটস্থ বকুলের ডালে বসিয়া একটি পাখী "বউ কথা কও, বউ কথা কও" বলিয়া লক্ষ্মীকে ডাকিতেছে। লক্ষ্মী আজ অমর কুমারের শ্রুতি-স্মৃতিজড়িত এক স্বপ্নরাজ্যে অবস্থিত, তাই সে পাখীর ডাক্ তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। লক্ষ্মী আজ নব জীবনের নূতন লজ্জায় জড়সড়, তাই পাখীটা সাধসাধিয়া আবার বলিল "ও বউ কথা কও",—আবার বলিল "ও বউ কথা কও"।

উপসংহার।

অমরকুমার মালঞ্চের বাড়ীতে বাস করিতেছেন। অমর বাবুর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের নানাস্থানের পদস্থ, শিক্ষিত, ধনী ও বিষয়ী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সুপরামর্শ লাভের জন্য তাঁহার দারস্থ হইয়া থাকেন। অমর বাবু ক্রমে প্রচুর বিষয় সম্পত্তি (নিষ্কর জমি ও জমা) ক্রয় করিতে লাগিলেন। ছোট খাট দু'চারি খানি তালুক ক্রয় করিয়াছেন। পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত জয়পাল অমর বাবুর দ্বার-রক্ষক। তদীয় পুত্র রামা তাঁহার তহশীলের পাইক। কলিকাতার বাড়ীতে সর্ব্বদা ও মালঞ্চে শনি রবিবারে নিয়ত জনসমাগমে কর্ম্মবাহুল্য দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার উপর নিজের লেখা পড়ার চর্চ্চা আছে। ইউল সাহেবের মেমের পরামর্শে বহু অর্থব্যয়ে লক্ষ্মীকে ইংরাজী লেখা পড়া ও যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন, গান বাজনা, সেলাই চিত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়েও লক্ষ্মীকে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। অমর বাবু পুত্র পরিবার লইয়া পারিবারিক জীবনের রসাস্বাদনের জন্য কতকটা সময় দিয়া থাকেন। দেশের লোকের কলহ বিবাদ মিটাইয়া দেওয়া, বিষয় বণ্টনে সালিসী করা, মামলা মকদ্দমার সুপরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি নানাসূত্রে লোকদিগের জন্য সময় ব্যয় করায়, তাঁহার যশ ও খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। লক্ষ্মীও সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রতিদিন অবসর সময়ে পল্লী মহিলা ও বালিকা-

গণের সুশিক্ষা বিধানে প্রাণপণ যত্ন করিয়া থাকেন। পুত্রের বাল্যশিক্ষায় দৃষ্টি রাখা লক্ষ্মীর একটা স্বতন্ত্র নিত্য কর্ত্তব্য।

গোবিন্দ বাবুর এ পক্ষের বড়ছেলেটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে অমর বিমাতাকে জানাইয়া ছিলেন, যে তাঁহার সে ভাইটি কলিকাতায় তাঁহার বাসায় থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলে আপত্তি আছে কি না। যদি অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা হয় তাতেও আপত্তি নাই। কলেজের ১২ টাকা বেতন ও পুস্তকাদি সমস্ত অমর দিবেন। সেই হইতে জীবনকুমার দাদার সাহায্যে প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছে। এই বার সে বি, এ, পরীক্ষা দিবে।

অমরকুমার বাটীতে সর্ব্বতোভাবে সুপ্রতিষ্টিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সদর বাটীর বহির্ভাগে পুষ্করিণীর সোপানাবলীর সম্মুখে এক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্টিত করিয়া উহাকে "গোবিন্দ জিউর মন্দির" নামে অবিহিত করিলেন, এবং মন্দিরের সোপান গাত্রে :—

পিতা ধর্ম্মঃ পিতাস্বর্গঃ পিতা হি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

এই শ্লোক একখানি স্বতন্ত্র প্রস্তরে খোদিত করাইয়া বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই পিতৃ-দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্লোক সংবাদ যতদূর প্রচারিত হইল, ততদূরই লোকে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অমর কুমার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশ ও পরামর্শে "প্রসন্নময়ী বিদ্যালয়" নামে এক ইংরাজী বিদ্যালয় মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সরস্বতী-তীরে "শ্যামাসুন্দরী" নামে এক কালী

বাড়ী প্রতিষ্ঠা করাইয়া সেখানে প্রতিদিন দেবপ্রসাদে পাঁচটি করিয়া অনাথ বালকের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নিকটস্থ এক খানি তালুক ক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে এক হাট বসাইয়া সে হাটের নাম দিলেন "গোবিন্দ গঞ্জ।" এ সকলই হইল,দেশে দেশে অমর বাবুর সকল কাজের পৃষ্ঠপোষক ও সমাদরপটু লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু এখনও পিতা পুত্রে মিলন সাধন হয় নাই।

এইবার অমর বাবু বিবাহের দুই বৎসর পরে নিজালয়ে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিলেন। পৈতৃক গুরু পুরোহিতকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনাইয়া, তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। পূজায় পিতৃভবনে আবদ্ধ থাকিতে হইলে, তাঁহাদের নির্ব্বাচিত যোগ্য ব্যক্তি পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিবার ভার তাঁহাদের উপর দিলেন। কুম্ভকারকে গোপনে বলিয়া দিলেন, পিতৃভবনের প্রতিমা অপেক্ষা যেন আয়তনে ও উচ্চে নিজ গৃহের প্রতিমা পঞ্চাঙ্গুলি অল্প হয়। পূজার বোধনের দিন গুরু পুরোহিতের নির্ব্বাচিত ব্রাহ্মণ, কাহার নামে সঙ্কল্প হইবে, জিজ্ঞাসা করায় দ্বিধাশূন্য ভাবে পিতার নামে সঙ্কল্পের আদেশ দিলেন।

অমর কুমার এ সকল কাজই গোপনে করিতেছেন এবং সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এ সকল গোপন রাখিতে আদেশ দিতেছেন। কিন্তু এ সকল কাজ কি গোপন থাকে? সকল সংবাদই ধীরে ধীরে গোবিন্দ বাবুর কর্ণ গোচর হইতেছে, আর তিনি পুত্রের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দারুণ ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছেন।

উপসংহার।

গোবিন্দ বাবুর হৃদয় মনের অবস্থা এমনই হইয়াছে যে, বিচ্ছেদ একবারেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি উত্তম পন্থা অবলম্বন করিলে, সমাজ ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পিতা পুত্রে মিলন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বতোভাবে শোভনীয় হয়, তাহা ধরিতে পারিতেছেন না। অষ্টমীর দিন রাত্রিতে যখন শুনিলেন, অমরের বাড়ীর পূজার সঙ্কল্প তাঁহারই নামে হইয়াছে, তখন তিনি উন্মত্তের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ব্যথিত হৃদয়ে আক্ষেপ ভরে বলিয়া ফেলিলেন "আর ত সহ্য হয় না"।

সে বার শেষ রাত্রিতে সন্ধিপূজা। পূজা শেষে, দেবীসম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া করজোড়ে গোবিন্দ বাবু মিলন ভিক্ষা চাহিতেছেন। সহসা দেবকৃপায় তাঁহার মনে এক উত্তম উপায় প্রতিভাত হইল। তদনুসারে গোবিন্দ বাবু নবমীর দিন পূজা শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া একখানি দেড়ফুট চতুষ্কোণ মার্ব্বেল পাথরে তাঁহার অভিপ্রেত কয়েকটি কথা খোদাই করাইয়া রাত্রি আটটার সময়ে বাড়ী পৌছিলেন। বিজয়ার দিন প্রাতঃকালে বিজয়ার পূজা ও বিসর্জ্জন শেষ হইলে পর, মধ্যাহ্ন সময়ে রাজমিস্ত্রী ডাকাইয়া কোথায় কি করিতে হইবে, কত শীঘ্র সে কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে, সে সকলের উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন, "ঐ অল্প সময় মধ্যে ঐ কাজ তাঁহার পছন্দমত সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিলে, পাঁচ টাকা পুরস্কার পাইবে।"

অপরাহ্নে প্রতিমা বিসর্জ্জনে সকলে যখন ব্যস্ত ও বিব্রত, সকলেই নদীর তীরে, বাড়ী ঘরে কেহ নাই, ঠিক সেই সময়ে

অমর কুমারের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ জিউর মন্দিরের অনতিদূরে অমর কুমারের বাটীর প্রবেশ দ্বারের একদিকের দেওয়াল-সংলগ্ন থামের গায়ে রাজমিস্ত্রী কর্ত্তৃক পাথর খানি বসান হইয়া গিয়াছে। এবং এক খানি ক্ষুদ্র সুন্দর বস্ত্র খণ্ডে তাহা আবৃত হইয়াছে। গোবিন্দ বাবু প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে বহু বহু লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অমরের দ্বারে মিলিত করিয়াছেন। সেই ইতর ভদ্র জনমণ্ডলীর মাঝ খানে গোবিন্দ বাবু সকলকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন "লোক পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করে, উত্তম পুত্র লাভে পিতা মাতা সংসারে সৎকীর্ত্তির অধিকারী ও পরলোকে স্বর্গ সুখ সম্ভোগ করে। আমার পরম সৌভাগ্য, আমি এমনই সৎপুত্র লাভ করিয়া সংসারে ধন্য হইয়াছি, তাই আজ আমার পৈতৃক বাস্তুর উপর, আজ আমার এই জন্মভূমির উপর পুত্রের এই নূতন দেবালয় সংবলিত অট্টালিকাকে

'গাবিন্দের

"অমর-ধাম"

নামে অবিহিত করিয়া হৃদয়ের দীর্ঘপোষিত জ্বালাজড়িত বিচ্ছেদের মিলন সাধন করিলাম।" সকলে দেখিল, অমর বাবু পিতৃচরণে লুটাপুটি খাইতেছেন ও অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া আজ বিজয়ার সান্ধ্য সম্মিলনে পিতাকর্ত্তৃক স্নেহালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়-মান। এক এক বার প্রবল বেগে পিতা পুত্রকে, ও পুত্র পিতাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেছেন, আর দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদের কালিমা



২৫৮ পৃষ্ঠা।　　　　পিতাপুত্রে মিলন।

উভয়ের অশ্রুজলে ধৌত হইয়া যাইতেছে। সকলেরই চক্ষে জলধারা ও মুখে আনন্দের বিজলী-বিকাশ। পূজা ও পূজার বিজয়া আজ স্বার্থক হইল। সকলেই প্রচুর মিষ্টান্নে তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন

সম্পূর্ণ

উৎসর্গ

যাঁহার বিবিধগুণমণ্ডিত রাজজীবন নিরবচ্ছিন্ন প্রজাপালন ও রাজ্যের আভ্যন্তরিণ উন্নতি সাধনেই পর্য্যবসিত হয় নাই, যাঁহার সাহিত্য সেবা, কাব্যামোদ, দর্শন, কৃষি ও বিজ্ঞানে অনুরাগ, কলা ও চিত্রবিদ্যায় আগ্রহ বর্ষার কূলপ্লাবিনী নদী-প্রবাহের ন্যায় প্রবাহিত ছিল, যাঁহার বিনয় সৌজন্য, সাধারণ রাজজীবনে দূরের কথা, সাধারণ জনমণ্ডলীর আদর্শ জীবনেও দুর্লভ, যাঁহার মহাশয়তা, সহৃদয়তা ও লোকানুরাগ, পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই প্রিয় সম্পদে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিমলানন্দপ্রিয় সাধু নরেন্দ্র—সামন্তরাজ বামণ্ডাধিপতি স্বর্গীয় **সচ্চিদানন্দ ত্রিভুবনদেব** বাহাদুরের অনন্ত অক্ষয় যশোভোগযোগ্য পবিত্র নামে এই "অমর ধাম" গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের শোকদগ্ধ হৃদয়ের বিষাদমাখা ভক্তিসহ উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার।

কৃতজ্ঞতা।

সর্ব্বজনবরেণ্য বঙ্গের বিক্রমাদিত্য শ্রীমন্মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, বিদ্যা-রঞ্জন মহোদয়ের কৃপাদৃষ্টি আমার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে চিরস্মরণীয়। বর্ত্তমান গ্রন্থ "অমর-ধাম" ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থ রচনার জন্য মহারাজের অযাচিত অনুগ্রহ প্রদর্শন গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি।

বিনয়াবনত—

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বক্তব্য।

আমার বক্তব্য অল্পই আছে। অমর-ধাম গ্রন্থখানি হিন্দু গার্হস্থ্য জীবনের আলেখ্য। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের মধ্যভাগের সামাজিক জীবন সংগ্রামের আংশিক চিত্র। ইহার পাণ্ডুলিপির অধিকাংশ বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। প্রকাশক মহাশয়ের অনুরোধে ইহার প্রথম সংস্করণ এক সহস্র পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের অধিকার তাঁহাকে দেওয়া গেল।

প্রকাশক মহাশয়ের প্রুফ দেখার কথা, কিন্তু তাঁহার সুব্যবস্থার অভাব ছিল। আমারও শরীর অসুস্থ। শয্যাগত-প্রায় বলিলেই হয়, এজন্য প্রুফ্ দেখায় যথেষ্ট ত্রুটি হইয়াছে। পাঠক ক্ষমা করিবেন।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু ইংরেজী আছে। তলে সে সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। তাই পরিশিষ্টে সে গুলির বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া গেল। পাঠকগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রয়োজন হইবে, পরিশিষ্ট দেখিয়া লইবেন।

৪১নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিকাতা, ১৮ই আষাঢ় ১৩২৩ সাল

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকাশকের নিবেদন।

“অমর-ধাম” সচিত্র সামাজিক উপন্যাস খানি এই দুর্দ্দিনে বহু অর্থব্যয়ে প্রকাশ করিবার যথেষ্ট প্রলোভন আছে। বঙ্গ সাহিত্যে জীবন-চরিত রচনায় যিনি সিদ্ধহস্ত, বিদ্যাসাগর জীবনী যে লেখনীর ফল, উপন্যাস রাজ্যে সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস যে লেখনী প্রসূত, উচ্চভাবের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—“কমল-কুমার” ও “অদৃষ্ট-লিপি” যে লেখনী হইতে বাহির হইয়া প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছে, “অমর-ধাম” সেই যশস্বী প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাকা হাতের লেখা। এত লোভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ইহার প্রথম সংস্করণ এক সহস্র পুস্তকের মুদ্রাঙ্কণ ভার গ্রহণ করিলাম। আশা করি গ্রন্থকারের সর্ব্বজন পরিচিত নামের গুণ—ততোধিক তাঁহার রচনা কৌশল ত্বরায় পাঠকবর্গের প্রীতিসাধন করিবে।

সাধনা লাইব্রেরী
২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট,
১৩২৩। ১৮ আষাঢ়।

প্রকাশক—ম্যানেজার
শ্রীমুকুন্দলাল শেঠ।

দীন সেবক প্রণীত

মায়ের মন্দির

ধর্ম্মমূলক উপন্যাস

প্রেমের পবিত্র প্রস্রবণ এবং কর্ম্ম
জ্ঞান ভক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।



[illegible] পৃষ্ঠা। বিবাহের স্থানে যাইবার পূর্ব্বে ক'নে।

অমর-ধাম

অমর-ধাম

(সচিত্র সামাজিক উপন্যাস) ।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ।

—*—

প্রথম সংস্করণ ।

এক সহস্র ।

মূল্য ১৷৽ দেড় টাকা

প্রকাশক

শ্রীমুকুন্দলাল শেঠ

সাধনা লাইব্রেরী

২নং কর্ণালিস ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

কৌমুদী প্রেসে

শ্রীচণ্ডীচরণ দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

১৫এ নং ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা।